# কিশোর শক্তির অবমুক্তকরণ

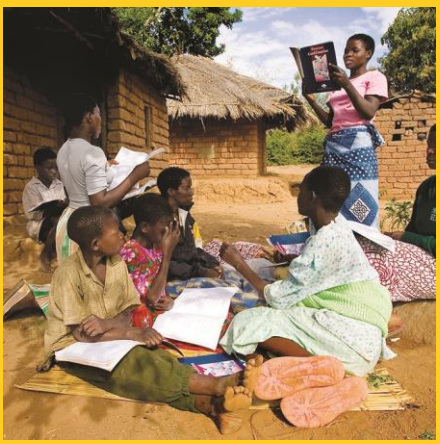





রুহি ইনস্টিটিউট



বই ৫

# কিশোর শক্তির
# অবমুক্তকরণ

রুহি ইনস্টিটিউট

এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বইঃ

রুহি ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিকল্পিত সিরিজের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান পর্যায়ে প্রাপ্তিসাধ্য বইয়ের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো। যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্করা যাতে তাদের সম্প্রদায়কে সেবাদান করার এক পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বইগুলো কোর্সের প্রধান অনুক্রম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। রুহি ইনস্টিটিউট কোর্সের বইয়ের একটি গুচ্ছ প্রস্তুত করছে, যা বাহাই শিশু ক্লাসের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এই অনুক্রমের বই-৩ এর শাখারূপে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিশোর-কিশোরী দলের অ্যানিমেটরদের গড়ে তোলার জন্য কোর্সের অনুক্রমের বই-৫ এর শাখারূপে অন্য একটি বইয়ের গুচ্ছ প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোও নিম্নে প্রদত্ত তালিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তালিকা পরিবর্তন হতে থাকবে এবং নতুন নতুন বইগুলো সংযোজিত হবে। অবশেষে যখন উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন পাঠক্রমের শিক্ষা উপকরণ যতবেশি উন্নয়নের স্তরে পৌঁছাবে, তখন বইগুলো সমস্ত অঞ্চলে সহজলভ্য করা হবে।

বই ১ *আত্মার জীবনের উপর অনুচিন্তন*
বই ২ *সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া*
বই ৩ *শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান গ্রেড-১*
*শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান গ্রেড-২ (শাখা পাঠক্রম)*
*শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান গ্রেড-৩ (শাখা পাঠক্রম)*
*শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান গ্রেড-৪ (শাখা পাঠক্রম)*
বই ৪ *যুগল ঈশ্বরীয় মহাপ্রকাশ*
বই ৫ *কিশোর শক্তির অবমুক্তকরণ*
*প্রাথমিক উদ্দীপনাঃ ৫নং বইয়ের প্রথম শাখাকোর্স*
*ক্রমবর্ধিষ্ণু বৃত্তঃ ৫নং বইয়ের দ্বিতীয় শাখাকোর্স*
বই ৬ *প্রভুধর্মের শিক্ষাদান*
বই ৭ *সেবার পথে একসাথে চলি*
বই ৮ *বাহাউল্লার দিব্য চুক্তিপত্র*
বই ৯ *একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অর্জন*
বই ১০ *স্পন্দনশীল সম্প্রদায় নির্মাণ*
বই ১১ *জাগতিক উপায়সমূহ*
বই ১২ *পরিবার ও সম্প্রদায়*
বই ১৩ *সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা*
বই ১৪ *গণ চর্চায় অংশগ্রহণ*

রুহি ফাউন্ডেশন, কলম্বিয়া এর গ্রন্থস্বত্ব ২০২৫
সকল অধিকারসমূহ সংরক্ষিত, সংস্করণ ২.১.১. পি.ই. প্রকাশিত অগাষ্ট ২০২৫

রুহি ইনস্টিটিউট
ক্যালি, কলম্বিয়া
ই-মেলঃ instituto@ruhi.org
ওয়েবসাইটঃ www.ruhi.org

# সূচিপত্র

টিউটরদের জন্য কিছুসংখ্যক চিন্তাভাবনা..... v

জীবনের বসন্তকাল ..... ১

সম্ভাবনাময় সময়কাল ..... ৪৫

অ্যানিমেটর হিসেবে সেবাদান ..... ৮৩

## টিউটরদের জন্য কিছুসংখ্যক চিন্তাভাবনা

রুহি ইনস্টিটিউটের সূচনালগ্ন থেকেই অর্থাৎ ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যকার যুব বয়সীদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সেবা প্রদানের জন্য গভীরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই বয়সের যারা রয়েছে তারা সমাজের এক বিশেষ অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে যাদেরকে আমরা কিশোর হিসেবে (জুনিয়র ইউথ) অভিহিত করে থাকি। এই বয়সীদের মাঝে ইনস্টিটিউট আদর্শবাদ এবং প্রবল উদ্দীপনার চিহ্ন বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন। এরই ভিত্তিতে তারা নিশ্চিত হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক বিষয়বস্তু এবং ধারণার মাধ্যমে তারা যাতে অনুসন্ধান করে দেখতে পারে সেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এরই ফলশ্রুতিতে কিশোর বয়সীরা যাতে জীবনের জটিলতর বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য সক্ষম হয়ে ওঠে সেভাবেই এমন এক ধরনের সুযোগ প্রদান করে দেওয়া। যেই ক্ষেত্রে তারা সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হবে। যদিও সর্বত্র নৈতিক অবক্ষয়ের শক্তিসমূহ প্রবলভাবে বেগবান হচ্ছে, তবুও এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পরবর্তীতে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির আলোকে বিশ্বব্যাপী কিশোর বয়সের তরুণ-তরুণীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা দ্বারা ধারাবাহিকভাবে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিগত কয়েক দশক মেয়াদের ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড এবং অনুচিন্তন পরিচালনা করা হয়েছে। এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্র যেখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে সাক্ষরতা অর্জন। যেখানে ২০০০ সালের দিকে কিশোর-কিশোরীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের ধারণাটি এরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে এটার ভিন্নমুখী তিন বছরের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যাশা করা হয় যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে অবমুক্ত করে মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত করা যেতে পারে।

তৃণমূল পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে জোগান দেওয়ার মাধ্যমে দূরশিক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রমের একটি পদ্ধতি রুহী ইন্সটিটিউট কর্তৃক অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তিনটি প্রধানতম উপাদান হলো: "কৈশরের দল", "এনিমেটর" এবং "একটি বিশেষ শিক্ষা উপকরণের গুচ্ছ"। ইনস্টিটিউটের প্রধান অনুক্রমে বই-৫ হচ্ছে *কিশোর শক্তির অবমুক্তকরণ* । এই কর্মসূচির আওতায় তাদের নিজস্ব গ্রাম অথবা সন্নিকটবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীদের দলকে নিয়োজিত করে যারা এমন কাজে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তাদের প্রত্যাশাকে পূরণের উদ্দেশ্যে এটা প্রণয়ন করা হয়েছে। একজন "এনিমেটর" হিসেবে সেবাদান করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করার জন্য প্রধান অনুক্রমের উপ-শাখা হিসেবে এটা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত প্রথম কোর্স—সেবাদান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট পদমর্যাদা স্বয়ং এমন কার্যের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। এই বইটি যারা অধ্যয়ন সম্পন্ন করবে তাদের মধ্যে হয়ত সকলেই এমন কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সেবাদানে প্রবেশ নাও করতে পারে। কিন্তু এমন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে, তারা সকলেই এই কোর্স থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা দ্বারা কিশোর-কিশোরীদের মহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তা-ভাবনা যা কিছু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করবে—উল্লেখ্য যে তরুণ বয়সীদের প্রতি বর্তমান সমাজের চিরাচরিত বিদ্যমান মনোভাব থেকে ভিন্নতর সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজনীয় উপায়ের দিক সৃষ্টি করার মাধ্যমে এটার মানোন্নয়ন করবে। এক্ষেত্রে এমনই এক পরিবেশের মাধ্যমে যারা এই কর্মসূচিতে সরাসরি জড়িত নয় তারাও যেন ইহার ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত হিসেবে খুঁজে পেতে সক্ষম হবে।

বই-৫ এর টিউটর হিসেবে সেবাদানকারী যারা রয়েছে তাদের বিনাদ্বিধায় স্বীকার করা উচিত হবে যে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে অনেক যুবকেরা যারা তাদের বয়ঃসন্ধির শেষ পর্যায়ে অথবা বয়স ২০ বছরের শুরুর দিকে পা বাড়াচ্ছে তারা এনিমেটর হিসেবে সেবা দানের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করছে। এ কাজটি করার জন্য তারা প্রধান অনুক্রমের কোর্সসমূহ সম্পন্ন করছে যাতে এটার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুপ্ত সক্ষমতার ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। আগামী প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ভূমিকা রাখার বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়ে তাদের সহপাঠী বন্ধুদের সাথে আলোচনা করছে ঠিক যখনই কিছুসংখ্যক যুবক ধর্মের কোন বন্ধুর সংস্পর্শে এসেছে। অন্য কিছুসংখ্যক কিশোর নিজেরাই আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিচালিত করে এবং ধারাবাহিকভাবে পরবর্তীতে বই-১ অধ্যয়ন শুরু করেছে। যে কোনোভাবেই তারা ইনস্টিটিউট প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হোক না কেন, এখন থেকে তারা সেখানকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম অথবা সন্নিকটবর্তী এলাকার বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুরূপে একক ব্যক্তি হিসেবে ইহার অগ্রগতি সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এরই ফলশ্রুতিতে গৃহ সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবারগুলোকে সাথে নিয়ে ধর্মের কেন্দ্রীয় চিন্তা-ভাবনা অনুসন্ধান করছে—এমন সেবা কার্যের বিষয়টি বই-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক বন্ধুরা উক্ত কেন্দ্রবিন্দুর অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্তত একটি কিশোর-কিশোরীদের দলের

সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে পরস্পর সংযুক্ত। এছাড়াও তারা কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট ধারণা ও বিষয়াদির পন্থাসমূহ মা-বাবাদের সাথে আলোচনা করার জন্য পরিদর্শন কাজে যুক্ত হচ্ছে এবং এনিমেটরের বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করছে। এমতাবস্থায় তারা বই-৩ এবং ৪ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানগভীর করে তুলছে যেখানে তারা বাহা'ই ধর্মের শিক্ষার উপর যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে। এরই মাধ্যমে তাদের বন্ধুদের ও প্রতিবেশীদের সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুরু করতে এবং টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সক্ষমতা, মনোভাব এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে যখন তারা বই-৫ অধ্যয়ন করার স্তরে উপনীত হয় তখন রুহি ইনস্টিটিউটের প্রধান অনুক্রমের কোর্সের মাঝে সক্ষমতা উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি নিহিত রয়েছে—একটি প্রক্রিয়া যেখানে সেবার পথে একসাথে চলি এমন বিষয়কে কল্পনা করা হয়েছে—যা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কিশোরদের একটি দলকে একটি চাহিদাপূর্ণ সেবাদান কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তিন বছরের জন্য তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের কর্মসূচিতে নিযুক্ত রাখা হচ্ছে। এ ছাড়াও অনভিজ্ঞ এনিমেটরদের কার্য প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখতে হবে যাতে এটাকে কোনোভাবেই ছোটখাটো একটা উদ্যোগ হিসেবে দেখা না হয় যেহেতু তারা প্রতিনিয়ত তাদের সক্ষমতাকে এই পথেই বৃদ্ধি সাধন করছে।

এই বইয়ের প্রথম ইউনিটে "জীবনের বসন্তকাল" যেটা যুবকদের অতি বিশেষ সময়কাল হিসেবে ধর্মের লেখনাবলিতে উল্লেখ রয়েছে এবং ইহার গুণাবলীর উপর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী কার্য পরিচালনা করার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রত্যেক প্রজন্মের যুবকরা মানবজাতির এবং ঈশ্বরের ধর্মের সেবাদানের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। অধ্যয়নের মাধ্যমে টিউটর নিশ্চিত করবে যে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দূরদৃষ্টিকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত করে উন্মুক্ত করবে। যার মাধ্যমে কিশোর বয়সীরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের কর্মসূচির দূরদৃষ্টি সম্পর্কে অবগত থাকবে এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে যাতে তাদের কার্যপ্রচেষ্টায় তরুণদেরকে কার্যক্রমের সাথে নিযুক্ত রাখে।

যখন ১৫ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিকালের একজন কিশোর বা কিশোরী তিন বছরের কর্মসূচি সম্পন্ন করবে তখন প্রকৃতপক্ষে এমন কোন ধরনের উন্নতি সাধন করবে সেটির বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে ইউনিটটি আরম্ভ করা হয়—এই পর্যায় কালকে বাহাই শিক্ষাবলীর আলোকে পরিপক্কতার প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখা হয়—এবং তাদের "মৌলিক" যুব বয়সের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। অবশ্যই টিউটরদের উপলব্ধি করা উচিত হবে এখানে প্রদত্ত অনুশীলনী শুধু কর্মসূচির বিশেষ কোনো বিষয়কে অনুসন্ধান অথবা কিশোরদের সম্ভাবনার উপর গভীরভাবে চিন্তা করাই শুধু উদ্দেশ্য নয়। ধারাবাহিকভাবে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম বইয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিটেও রয়েছে। বরং একান্ত অভিপ্রায় হচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে যারা ঈশ্বরের ধর্মের বিজয়ীরূপে এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে তাদের নিজেদেরকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্থান দখল করে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কল্পনা কর একজন তরুণ বয়সী যুব ব্যক্তির যে এমন কাজটি করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একজন অ্যানিমেটর হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এমন কার্যকলাপের প্রকৃতির প্রতি তাদের স্বীকৃতি উচ্চতর হবে এবং পরবর্তীতে তাদের আলোচনায় এইসবের অর্থ আরো গভীরভাবে খুঁজে পাবে।

উল্লিখিত দৃশ্যপটের বিপরীতে যুব বয়সের সময়কালের ধারণা সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক পবিত্র লিখনাবলীর উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেবাদান, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের মধ্যকার আন্তসম্পর্কের এমন ধারণার পরিচিতি ইউনিটের শুরুর দিকে রয়েছে যা তরুণ বয়সীদের মনকে কোন কোন সময় দখল করে রাখে। সেখানে একটি বিষয়কে পরিষ্কার করা হয়েছে যে, জীবনকে যদি আমরা সামষ্টিকভাবে বিচার করে থাকি তাহলে এর বিভিন্ন দিকসমূহ একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং একটি অপরদিকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়ক হতে পারে। অংশগ্রহণকারিগণ পরিচ্ছেদ-১০ এ যে অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে সেটিকে বাস্তবতার নিরিখে ইহা কী অর্থ নির্দেশ করে সেটিকে বিবেচনা করে দেখতে পারে। এছাড়াও তারা অনুশীলনীগুলোকে যান্ত্রিকভাবে না দেখে বরং জীবনের লক্ষ্যকে কীভাবে নির্ণয় করবে সেটি অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অপরদিকে কাল্পনিকভাবে তাদের চিন্তা-ভাবনার ধরণ অনুযায়ী উভয় সংকটের পরিস্থিতি এবং চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এই ইউনিটের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যেটির নৈতিক উদ্দেশ্য দু'ধরনের এমন হিসেবে অপর একটি ধারণাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পূর্বের বইসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এই ধরনের ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে উঠবে। এখানে এই বিষয়ে সঠিক গুরুত্ব দিতে হবে আরো অধিকতর গভীরভাবে এবং তাদের উচিত হবে এই পরিচ্ছেদে এটার অনুসন্ধানের জন্য আরো অধিকতর মনোযোগী হওয়া। এই কার্যটি শুরু হবে দ্বৈত পরিবর্তনের বিষয়টিকে বর্ণনা করার মাধ্যমে—যা সংগঠিত হবে একক ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে—এটা বাহাই লিখনাবলীর দুরদৃষ্টিতে দৃশ্যমান। এরই

আলোকে এই ইউনিট প্রস্তাব করে যে তরুণ বয়সীদের উচিত হবে তাদের নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজেই নেবে এক মজবুত উদ্দেশ্যে অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার মাধ্যমে। যাতে তাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়াও এটা দাবি রাখে যে নৈতিক উদ্দেশ্যের এই দুইটি দিকসমূহ পরিপূরক এবং মৌলিকভাবে অবিচ্ছেদ্য। যেমন একক ব্যক্তির মানদণ্ড এবং আচরণ তাদের পরিবেশকে অবয়ব প্রদান করে যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াসমূহ আমুলভাবে পরিবর্তিত হয়। এই দাবির নিহিতার্থ বিষয়টিকে কিছু সংখ্যক অংশগ্রহণকারী হয়ত চিহ্নিত করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে এই বিষয়টিকে পরিচ্ছেদ-১৬ এর অনুশীলনীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। কর্তৃত্বপূর্ণ বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে—একদিকে ব্যক্তিত্ব এবং একক ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা বিদ্যমান অথবা অপরদিকে সামাজিক শক্তিসমূহ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকে অতিরঞ্জিত করে তোলে—অজ্ঞাতভাবে প্রায়শ এমন চিন্তা-ভাবনার বিশ্বাস এবং বিন্যাসের বাস্তবতা ও আকৃতি তির্যক ধরনের হয়। টিউটর যখন দলের অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এমন অনুশীলনী সম্পন্ন করবে তখন উদ্ভূত এমন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সদস্যদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী এই বিষয়ে যথাযথ আলোচনা এবং সহযোগিতা প্রদান করা যায়। যেমন হতে পারে এমন কোন দাবির প্রতি স্বীকৃতি যা এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত প্রিয় অভিভাবকের উদ্ধৃতি করা বিবৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এভাবে দ্বৈত উদ্দেশ্যের যে ধারণা সেটি অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্তির পথে এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবনা করা হয়েছে এটা শুধু বাস্তব ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই ধরনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এই ইউনিটে তার্কিকভাবে সেবাদান বিষয় ঠিক একক ব্যক্তির সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে যার মাধ্যমে সমাজ অগ্রসরমান হয়।

"সম্ভাবনাময় এক সময়কাল" যেটি দ্বিতীয় ইউনিটের শিরোনাম এবং এটার মূল আলোচ্য বিষয় যুবগণ এবং তারা হচ্ছে অপার সম্ভাবনার আধার স্বরূপ। কিশোর দলের যে-সব সদস্য অধ্যয়ন করে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে কিশোর-কিশোরী হিসেবে তারা এক বিশিষ্টার্থক বয়সের একটি দল যারা নিজেরাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন—এমন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তবু ভুলভাবে তাদেরকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে সমানভাবে তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের একটি দল হিসেবে নিজেদের অনুকরণ করার জন্য ভুলভাবে উৎসাহিত করার প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে যেটির নির্যাস হচ্ছে ভাসাভাসা হিসেবে প্রকাশিত এবং এটা অধিক থেকে অধিকতর স্থানে গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছে। এই ইউনিটের উপস্থাপনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে বাহা'ই সম্প্রদায় এই বয়সীদের দলের প্রতি যে চিন্তা-ভাবনা পোষণ করে সেটির অবয়ব ধর্মের লিখনাবলীর আলোকে বিচার করা হয় এবং তরুণ বয়সী রুহুল্লাহর জীবনী জ্বলন্ত উদাহরণ দ্বারা উজ্জীবিত। যা বিরাজমান ধ্যানধারণা এবং তাত্ত্বিকগত চিন্তা-ভাবনা থেকে অপরিমেয়রূপে ভিন্নতর, যদিও কিশোর-কিশোরীদেরকে অধিকতররূপে উপস্থাপন করা হয় বিদ্রোহাত্মক অবাধ্য এবং সংকটপ্রবণ হিসেবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যটিকে সামনে রেখে বয়ঃসন্ধির শুরুর দিকের প্রকৃতিকে এই ইউনিটে সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে এই বয়সের মধ্যকার অন্তর্ভুক্ত তরুণ-তরুণীদের যথাযথভাবে সচেতনতার দিকে পরিচালিত করার চ্যালেঞ্জের বিষয়ে অনুচিন্তন করতে বলা হচ্ছে। যেখানে এই ইউনিটে সতর্কও করা হচ্ছে: কর্মসূচির এমন কিছু কার্যপ্রচেষ্টা পরিহার করে চলতে হবে যাতে বিভ্রম হওয়া থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। যেমন জীবনের এই সাংগঠনিক পর্যায়ে আত্মসচেতনতার সহিত অন্যদেরকে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেবাদান করা। যেখানে এর বিপরীতে যদি এটাকে "আত্মকেন্দ্রিক" হিসেবে দেখা হয় তাহলে দুঃখজনকভাবে তারা নিজেদেরকে "জেদি আত্মকেন্দ্রিকতার" মধ্যে বন্দী করবে। এই ধরনের বিভ্রমপূর্ণ সূক্ষ্ম বিপদসংকুলতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে পরিচ্ছেদ-৫ থেকে ৯ পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বাহা'ই লিখনাবলীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সতর্ক করা হয়েছে । বয়ঃসন্ধির শুরুর দিকের জীবন কীভাবে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সেটিকে বিবেচনা করার জন্য পুরো ইউনিট জুড়ে আলোচনা রয়েছে। একটি "কিশোর বয়সীদের দল" সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি পরিবেশ থাকবে এবং যারা এই ধরনের একটি দলের এনিমেটর হিসেবে সেবাদান করার জন্য উত্থিত হবে তাদের কি ধরনের অবস্থার বিন্যাস প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় ইউনিটে "এনিমেটর হিসেবে সেবাদান" বিষয়ঠিকে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দ্বিতীয় ইউনিটটি শেষ হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় সেবাদান কার্যের প্রকৃতিকে আরো অধিকতররূপে পরিচিত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রথমে কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনরালোচনা করার পর কিশোরদের দল এই শিক্ষা উপকরণের উপর আলোচনার ধাপে উপনীত হয়, যেটি এই কর্মসূচির মূল বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। এই আলোচনার পুরো বিষয়ঠিকে বৃহত্তর আকারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং টিউটরের উচিত হবে এই অভিপ্রায়কে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হওয়া। এই শিক্ষা উপকরণটি সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কিছুসংখ্যক বর্ণনারই শুধু জোগান দেয়নি বরং আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির অন্তর্দৃষ্ঠিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও এই শিক্ষা উপকরণটির প্রত্যাশা মোতাবেক কীভাবে ইহার গতিশীলতাকে লালনপালন করা যায় সেটিও দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ থেকে এখানে খণ্ডিত কিছু অংশ পুরো বই জুড়ে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু দুটি বইয়ের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে—তা হলো *'নিশ্চয়তার সমীরণ'* এবং *'বিশ্বাসের চেতনা'*—সেহেতু অংশগ্রহণকারীদের নিকট এই দুইটি বই থাকাটা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে টিউটরদের জন্য মহোত্তম চিন্তাভাবনার বিষয় এবং অনুচিন্তনের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইনস্টিটিউট কোর্স শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার গুচ্ছভিত্তিক সর্বশেষ বিশ্লেষণ হচ্ছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের উপায় হিসেবে দৃশ্যমান। এমন একটি উপায়ের মাধ্যমে জীবনের সকল শ্রেণী-পেশার লোকজন উত্থিত হতে পারে এবং একটি অধিকতর সুন্দর বিশ্বকে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। কারো প্রত্যাশা এবং দাবি অনুযায়ী কোন একজনকে এমন অভিপ্রায় নিয়ে কাউকে জোরাজুরি অথবা প্রভাব খাটানোর জন্য বিরাজমান যে সংজ্ঞা রয়েছে সেটির সাথে এখানে ক্ষমতা সম্পর্কে যে চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করা হচ্ছে সেটির সাথে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। এর পরিবর্তে এখানে যেই লক্ষ্য সেটি হল মানব চেতনার শক্তিকে প্রবহমান রাখার জন্য প্রণালীরূপে পরিণত হওয়া : যেমন একতার, ভালোবাসার, বিনম্র সেবাদানের, এবং পবিত্র কর্মের শক্তি। বস্তুত—এই ধরনের প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করার জন্য কীভাবে অবদান রাখা প্রয়োজন, একজন টিউটর হিসেবে সেবাদান কার্যটি—দ্রুতগতিস্পন্ন—করাই হচ্ছে ইহার কেন্দ্রস্থল। এভাবেই একটি দলের পর আরেকটি দলের সাথে কোর্সের অধ্যয়নে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যেক টিউটর এটার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু আন্তক্রিয়ার দিকসমূহের ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। যেখানে সত্যিকারের উপলব্ধির লালন করাই হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী অন্য যে কোনো শক্তির তুলনায়।

এই বইয়ে কোর্সের যে উদ্বেগসমূহ রয়েছে তা টিউটরদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে শুরু করে শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যন্ত যাতে বয়ঃসন্ধি বয়সের তরুণরা ফলপ্রসুবাভাবে তাদের বিকাশমান শক্তিকে অনুশীলন করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থল রয়েছে চিন্তাভাবনা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের শক্তিকে নতুনভাবে জোরদার করে তোলা। যেখানে মনের শক্তিকে বিমূর্ত চিন্তাভাবনার সাথে নিযুক্ত করা হয় যার ফলে নাটকীয়ভাবে বয়ঃসন্ধির শুরুর দিকে তাদের মাঝে চিন্তাভাবনা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর সাথে সাথে কিশোর দলের মাঝে যুবকরা সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ধারণা যা বিশ্বের মাঝে বিরাজমান সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে শিখে যখন তারা প্রাথমিকভাবে সমাজের কোন কার্যকলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবুও বিষয়টি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন যুক্তিসংগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষকরণ। যখনই মানসিক শক্তির কার্যক্রম দ্বারা কোন কিছুর সুরাহা করা যায় না তখন বোধশক্তির মাধ্যমে উপলব্ধির প্রণালি উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এমন পরিস্থিতিতে কিশোর দলের সদস্যদের সহায়তা করতে হবে যাতে তারা আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে তারা যেই সকল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সেই ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূলনীতিকে সুনির্দিষ্ট করে নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এই নৈতিক অবকাঠামো যেটি একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে পরিচালিত করে তার ভাষার কাঠামোকে সংযুক্ত করে নিবিড়ভাবে। এরই মাধ্যমে কোন পুরুষ বা মহিলা তার চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করে থাকে যেটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বই-৫ এর প্রথম দুই ইউনিটে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা কিছুই অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করা হোক না কেন তৃতীয় ইউনিটের পরিচ্ছেদ-৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত এটার বিভিন্ন মাত্রাকে স্পষ্ট আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের বই সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় উদাহরণ সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক টিউটর এই সকল উদাহরণের পরিচ্ছেদ সমূহ যত্ন সহকারে পুনঃমূল্যায়ন করে ওইগুলোর মাধ্যমে কোন দলের সদস্যদেরকে নির্দেশিত করবে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে অংশগ্রহণকারীগণ অধ্যয়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে কিশোর দলের সদস্যদের ক্ষমতায়ন করার কাজটি বিভিন্নতাময় সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে সম্পন্ন করবে।

এই আলোচনার আলোকে অংশগ্রহণকারীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে দুইটি বইকে পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করার। বইয়ের দুটি বিভাগের মধ্যে একটিতে রয়েছে "বাহা'ই অনুপ্রাণিত" এবং অপরটি বিশিষ্টার্থকভাবে বাহা'ই লিখনাবলীর উপাদান দ্বারা প্রস্তুতকৃত। এই দুই বিভাগের বইকে অংশগ্রহণকারীদের নিকট ইউনিট এর শুরুর দিকেই পরিচিত করে তোলা হয়েছে। *'নিশ্চয়তার সমীরণ'* এবং *'বিশ্বাসের চেতনা'* বই দুটি পুনঃমূল্যায়ন করার যে অভিপ্রায় তা হলো সেটির মাধ্যমে বিষয়বস্তু এবং ধারণাকে কীভাবে ভাষাগত ক্ষেত্রে সম্বোধন করতে হয় সেক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য। উপরে উল্লিখিত কর্মসূচির যে লক্ষ্য সে ঠিক পূরণ করার জন্য এই বই দুইটি যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। নিশ্চয়তার ধারণাটি পূর্বেও ব্যবহার করা হয়েছিল, যেমন-যদি কোন একজন তার যথার্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যপ্রচেষ্টা চালায়, তাহলে ঠিক তখনই সে স্বর্গীয় নিশ্চয়তা লাভ করে—যেটি সর্বত্রই যুব বয়সীদের হৃদয়ে ও মনের গভীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই বই অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি প্রাপ্ত এবং সাহায্য লাভ করে যখন তারা নতুন কোন কাজের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে ভীতি ও আত্মবিশ্বাসের অভাববোধও প্রায়শ এর সাথে বিরাজমান থাকে। তবুও এমন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা হয় "আতকেন্দ্রিকতা" উপর অত্যধিক গুরুত্ব ও কোন ধরনের আক্রমণাত্মক আচরণের নির্দেশ করা ছাড়াই। এভাবেই বেশ সাদাসিধে কিন্তু অত্যন্ত ভাবগম্ভীরপূর্ণ গল্পের অবতারণা বইয়ে প্রকাশিত যেটি কিশোর দলের সদস্যরা প্রথমেই অধ্যয়ন করে থাকে। এমন একটি পথে যাত্রা শুরু করে তারাও সুরক্ষিত হয় যেখানে সমাজের কাঠামোকে বিচ্ছিন্নতাকারী শক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে অথবা সেই অপশক্তি তাদের সত্যিকারের পরিচয়ের সম্ভ্রান্ত সত্তাকে হরণ করছে।

একইভাবে *বিশ্বাসের চেতনা*'য় উপস্থাপিত স্পষ্ট ধারণা কিশোর দলের সদস্যদেরকে প্রতিটি পটভূমির আলোকে গভীরভাবে দার্শনিক বিষয়াদির ওপর অনুচিন্তন করার সুযোগ প্রদান করে। যে ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জীবনের এই পর্যায়কালেই মন এমন ধরনের দার্শনিক বিষয়াদি ধারণ করে এবং তারা দেখতে সক্ষম হয় আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক বিষয়াদির মাঝে জটিল এক সংযোগ বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ এই ধরনের ধারণার মধ্যে রয়েছে ভৌতিক জগতের বিবর্তন এবং মানব আত্মার আবির্ভাব। টিউটরকে যেই বিষয়টির মর্ম উপলব্ধি করা উচিত তা হলো বই-৫ অধ্যয়নকারীদের মাঝে অনেক তরুণ বয়সিরাই এনিমেটর হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সেটিকে। কিশোর দলের সদস্য হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরাই আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির কোর্স সম্পন্ন করবে এবং *বিশ্বাসের চেতনা'* বইটি পুনঃমূল্যায়ন করে দেখাই হচ্ছে তাদের জন্য পদ্ধতিগতভাবে উক্ত বইয়ে উপস্থাপিত ধারণাকে অনুসন্ধান করে দেখা প্রথম সুযোগ এবং তাদের নির্দিষ্ট সময় দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা নিহিতার্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে।

পুনঃমূল্যায়নের এই সমাপনী পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে তারা বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে সম্প্রীতির মূলনীতির ওপর অনুচিন্তন করে। এমন অনুচিন্তনের মাধ্যমে ধারণাটিকে পরিষ্কাররূপে বইয়ের প্রদত্ত বিষয় হিসেবে নয় বরং ইহার মূলভিত্তির পুরোপুরি আলোচনা হিসেবে দেখা। এখানে যেই বিষয়টি প্রস্তাবনা করা হচ্ছে তা হলো বিজ্ঞান এবং ধর্মকে এমন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখা যেতে পারে যে উভয়টি জ্ঞানের পদ্ধতিতে পরিপূরক এবং যেটির অনুশীলনের মাধ্যমে সভ্যতা অগ্রসরমান হয়েছে। অনুচিন্তনের গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি অংশগ্রহণকারীর মাঝে হারিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না বিশেষ করে যারা সেবাদানের এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। সর্বোপরি যদি বাস্তবতার উপলব্ধিকে আরো অধিকতর পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়াটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং তখনই কিশোরদের জন্য প্রস্তুতকৃত বই অবশ্যই জ্ঞানের এই দুইটি উৎস থেকেই আহরণ করা অত্যাবশ্যক।

যেকোনো একটি দল এই কর্মসূচির অধ্যয়ন শুরু করে তাদের প্রাথমিক মনোযোগের বিষয় হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের দল গঠন করা যেখানে তারা একত্রে অন্যান্য কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেবাদান প্রকল্প, খেলাধুলা, শিল্পকলা ও হস্তশিল্প এবং কোন কোন সময় বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান। পরিচ্ছেদ-২৫ থেকে ২৭ পর্যন্ত এ সম্পর্কিত কিছু মূলনীতি ও ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে যদিও বিস্তারিত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিরত থাকে যেহেতু এগুলোর সুনির্দিষ্ট বিকাশ যথাযথ স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে প্রকাশমান হবে। তবুও এক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে সমাধান দিকটি প্রকল্পের রূপরেখা এবং বাস্তবায়নের বিষয়টি এই কর্মসূচিতে বিশেষ জোর দিতে হবে। যেহেতু পূর্বে উল্লিখিত নৈতিক উদ্দেশ্যের দুটি ধাপের কর্মক্ষেত্রের জোগান দেওয়ার মাধ্যমে ইহা নিজেই প্রকাশিত হবে। এভাবেই অংশগ্রহণকারীদের বোঝা উচিত হবে যে এমন ধরনের প্রকল্পের বিষয় সম্পর্কে তাদের সহযাত্রী এনিমেটরের সাথে প্রায়শ পরামর্শ করার বিষয়টি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই ইউনিটটিতে এনিমেটরের বেশ কয়েকটি কাজের বিষয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। কৈশোরের দল গঠন করার ক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করা হবে সে বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ভাগাভাগি করা, কীভাবে প্রথম কয়েকটি সভা পরিচালনা করা হবে এবং কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মার সাথে এই কর্মসূচির প্রকৃতি এবং তাদের ছেলে বা মেয়ের উন্নতি সাধন সম্পর্কে কীভাবে আলোচনা করবে ওই সব কিছু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুরু থেকেই অংশগ্রহণকারীদেরকে এই বিষয়টি স্বীকার করতে হবে যে, একজন এনিমেটর হিসেবে বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরীভাবে সেবাদানের জন্য সক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে, তবে সেটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা এবং বই-৫ এর উপশাখার কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এটা আহ্বান জানাচ্ছে কিশোর দলের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ এক পর্যায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের যারা তাদের যারা বয়ঃসন্ধির সমাপ্তিলগ্নে অথবা ২০ বছর বয়সের শুরুতে রয়েছে—যেটি হচ্ছে তাদের জীবনের বসন্তকাল—যারা এটা অর্জন করার জন্য সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছে। এটা হচ্ছে তাদের পদমর্যাদা এবং পরবর্তীতে ওইসকল বর্ধিত সংখ্যক যারা সেবাদানের বিশেষায়িত এই পথকে অনুসরণ করবে, যেখানে পরবর্তীতে একটি দল আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। এভাবেই তারা পরবর্তী প্রজন্মের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করাকে নিশ্চিত করবে।

# জীবনের বসন্তকাল

## উদ্দেশ্য

তরুণ-তরুণীগণ হচ্ছে বিশিষ্টার্থক বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক, এক্ষেত্রে
সেটি উপলব্ধি করে যাতে কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন
কর্মসূচিতে পূর্বশর্ত মোতাবেক নিযুক্ত
করার প্রয়াস গ্রহণ

## পরিচ্ছেদ ১

১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের সময়কাল একক ব্যক্তির জীবনের একটি বিশেষ সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ এই বছরগুলোতে সে শৈশবকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, এরা তারাই যাদের এখনও যৌবনের পূর্ণতা নেই তবে এই বয়সী একক ব্যক্তিদের প্রায়শ "কিশোর" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিশোরদের এমন কিছুসংখ্যক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিযুক্ত করা যার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সম্প্রদায়ের বিষয়াদিতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সেবাদানের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলাই হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কাজ। অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই বইটির তিনটি ইউনিট রুহি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রণীত কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য কমসূচিটি বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুকদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ধারণা, দক্ষতা, গুণাবলি এবং মনোভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

এ ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন করে এমন কার্যক্রমগুলো সাধারণত পরিচালিত হয় স্থানীয় পর্যায়ে ছোট দলের সঙ্গে। এনিমেটর হিসেবে এই ধরনের একটি দলের প্রচেষ্টাকে প্রাণবন্ত করার জন্য, বেশ কিছুসংখ্যক তরুণদের আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবেন যখন তারা নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পরিপক্কতার প্রবেশ দ্বারে অর্থাৎ পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে যাবে। এই প্রথম ইউনিটে আমরা কিশোরদের গুণাবলীর উপর এতটা বেশী অনুচিন্তন করব না, তবে ধর্মের লিখনাবলী অনুযায়ী তরুণ বয়সীদের গড়ে তুলতে হবে এমন পরামর্শ প্রদান করে। তুমি যে অনুচ্ছেদগুলো অধ্যয়ন করতে যাচ্ছ তা থেকে যা স্পষ্ট হওয়া উচিত তা হলো এমন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রতিটি প্রজন্মের তরুণদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং বিশেষ শক্তির মাধ্যমে তাদের জীবনকে গঠন করতে পারে। অবশ্যই এটা সম্ভবপর যে, তুমি নিজেই তোমার বয়ঃসন্ধি বয়সের শেষ প্রান্তে অথবা বিশ বছর বয়সের প্রথম দিকের বয়সী একজন তরুণ ব্যক্তি। সেক্ষেত্রে এই ইউনিটে উপস্থাপিত উপাদান তোমার নিজের লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারগুলো তোমাকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেবে।

## পরিচ্ছেদ ২

কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে তুমি কিশোরদের একটি দলকে বিবেচনা কর যাদের সাথে শীঘ্রই কাজ করবে। পরবর্তীতে তুমি তিন বছর ব্যাপী তাদের সাথে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ এবং একজন সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে তাদের সঙ্গে অধ্যয়ন, ধারণাগুলো অন্বেষণ, সাধারণ সেবাদান প্রকল্পগুলো গ্রহণ এবং সেটি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সর্বোপরি এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দল হিসেবে তারা কী শিখেছে সেটির ওপর অনুচিন্তন করতে সহায়তা করবে। তোমাকে উক্ত তিন বছর সময়কালের শেষের দিকে যখন তারা কর্মসূচিটি সম্পন্ন করবে সেটা সম্পর্কে কিছু সময় নিয়ে পূর্ব থেকেই এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যথার্থ হবে। তোমার নিজের মতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি তোমার তরুণ বন্ধুদের আলাদাভাবে বৈশিষ্টমন্ডিত করে তুলবে বলে তুমি আশা কর তা স্পষ্ট করতে সহায়তা করার জন্য, এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী তোমার সহযাত্রীদের সাথে নীচের অনুশীলনগুলো সম্পাদন কর।

১। তুমি যে যুবকদের সম্পর্কে কল্পনা করছ তারা কি উচ্চতম বোধশক্তির উদ্দেশ্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এই উদ্দেশ্যের ধরন কীরূপ হবে সেটি সম্পর্কে তারা কি বিবেচনা করবে? _____

_____

_____

২। তাদের বেশিরভাগ শক্তির দ্বারা তারা কীসের ওপর মনোনিবেশ করবে বলে তুমি প্রত্যাশা কর? _____

_____

_____

৩। এমন কোন বিষয় তাদের আদর্শের জন্য কাজ করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে? _____

_____

_____

_____

৪। তুমি কতটুকু আশা করতে পারো যে, মানবজাতি আজ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি উহা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠবে? কীভাবে নিশ্চিত করতে পারবে যে, তারা আসলে বিশ্বকে অধিকতর সুন্দর একটি জায়গা হিসেবে প্রস্তুত করতে অবদান রাখতে পারে? _____

_____

_____

_____

৫। তুমি স্বাভাবিকভাবেই চাইবে যে তোমার সঙ্গে একসাথে থেকে শেখার সময় তোমার তরুণ বন্ধুরা শিক্ষার প্রতি সুনির্দিষ্ট অবস্থান অর্জন করুক। এই অবস্থানটি নীচের বিবৃতিগুলোতে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এর সাথে তুমি কি আরো দুই বা তিনটি যোগ করতে পারবে?

- তারা অধ্যয়নে আগ্রহী হবে এবং তারা যা শিখছে তা কার্যকর করার চেষ্টা করবে।
- তাদের কর্মের ফলাফলের ওপর অনুচিন্তন করার অভ্যাস রপ্ত করবে।
- তারা খোলা মনের অধীকারী হবে এবং বিনম্রতার সাথে শেখার জন্য অগ্রসর হবে।
- মানবজাতির সেবা করার ব্যাপারে তাদের সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রবল আগ্রহ থাকবে।
- তারা যা কিছুই করুক না কেন সেক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করতে তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকবে।
- তারা বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা অধ্যয়নে অত্যন্ত উৎসাহী হবে।
- তারা মানবজাতির অগ্রগতি সাধনের জন্য কাজ করতে গিয়ে শেখার থেকে যতটুকু আনন্দ লাভ করবে ঠিক ততটুক আনন্দ তারা একক ব্যক্তি হিসেবে তাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি থেকেও অনুভব করে।
- _____
- _____
- _____

৬। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি তরুণদের সম্পর্কে তোমার মনের মাঝে বিরাজমান দিককে বর্ণনা করে এবং তুমি আশা কর যে নিজেদের মাঝে তারা তেমনই আচরণ প্রদর্শন করবে?

_____ বিশ্বব্যাপী যে প্রবণতা এবং ফ্যাশন বিরাজমান সেটা তরুণদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা মানদন্ডগুলোর সাথে কম অথবা বেশি আকারে শ্রেণিবদ্ধ হবে।

_____ তাদের জীবন পরিচালনার মানদন্ডের জন্য তারা জনপ্রিয় গণমাধ্যম (মিডিয়ার)-কে অনুসরণ করবে।

_____ তাদেরই পদাঙ্ক তারা অনুসরণ করবে যারা কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ নৈতিক মানদন্ড অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য সংগ্রাম করে।

_____ তারা এমন বিষয়গুলোকে শনাক্ত করতে সক্ষম হবে যখনই তাদের কর্ম তাদের বিশ্বাসের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এধরনের বৈপরীত্য দেখা যাওয়াটা উচিত হবে।

_____ তারা মানবজাতির একতা, নারী-পুরুষের সমতা এবং ন্যায়বিচারের মতো আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের ক্রিয়াকলাপ সমাজের স্বীকৃত নিয়মগুলোকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে। যেক্ষেত্রে ওই ধরনের আদর্শে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় পারদর্শী হয়েও তা বাস্তবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

_____ তারা একটি সামাজিক পরিবেশে আরামদায়কভাবে বসবাস করার জন্য উচ্চ মানদন্ডকে পরিত্যাগ করবে যা তাদের সমর্থন করে না।

৭। নীচের বিবৃতিগুলো একটি পরিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবন-যাপনের কিছু প্রভাবকে প্রকাশ করে। যেসব যুবকদের সম্পর্কে কল্পনা করছে তাদের জন্য এই ধরনের প্রভাবের উপর অনুচিন্তন করতে সক্ষম হওয়াকে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? তুমি কী এই তালিকায় একই ধরনের আরো কয়েকটি বিষয় যোগ করতে পার।

_ কোনো একজনের আচরণ এমন যেন না হয় তা ছেলে মানুষীর কান্ড হিসেবে পরিগণিত হয়।
_ তুচ্ছ এবং ভুলভাবে নির্দেশিত এমন আনন্দের প্রতি নিরাসক্ত হওয়া।
_ জাগতিক আনন্দ যেন কোন একজনের উচ্চতম উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়াকে অনুমোদন না দেয়।
_ পবিত্র জীবনযাপনের বিরোধী হয় এমন কোনো খোশখেয়াল এবং ফ্যাশনকে অনুসরণ না করা।
_ পবিত্র জীবনযাপন মানে এটা নয় যে শুধু বিবাহবহির্ভূত যৌন-সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা।
_ যেভাবে একজন পোশাক পরে তাতেও সংযমতা অনুশীলন করা যায়।
_ কোনো একজনের কথা বলার পদ্ধতিতেও সংযম অনুশীলন করা যায়।
_ কোনো ধরনের বিনোদন পছন্দ করার ক্ষেত্রেও সংযমতা অনুশীলন করা।
_ বিনয় ও বিনম্রতার দ্বারা স্বতন্ত্রতার অধিকারী হওয়া।
_ ঈর্ষাপরায়ণ ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত হওয়া।
_ পরিশুদ্ধতা, সম্ভ্রান্ততা ও পরিচ্ছন্ন-মনন দ্বারা স্বতন্ত্রতার অধিকারী হওয়া।
_ কোনো একজনের হীনতর গভীর আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া।
_ _____
_ _____
_ _____

৮। তোমার তরুণ বন্ধুদের সাথে তুমি বিগত কয়েক বছর ধরে সময় ব্যয় করেছো, এখন কতটা তাদের শক্তিকে মজবুত করা সম্ভব হয়েছে বলে তুমি প্রত্যাশা কর। এমন শক্তি দ্বারা তারা উভয়ই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে

_ যার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে পারবে?
_ তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টায় কি অধ্যবসায়ী হতে পারবে?
_ উচ্চ নৈতিক মানদন্ডের বিরোধী যে কোনো কাজ করার চাপকে কি প্রতিরোধ করতে সক্ষম?

## পরিচ্ছেদ ৩

চলো আমরা এখন ধর্মের লিখনাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতাংশের দিকে ফিরে যাই এবং ওইগুলো কীভাবে যুবকদেরকে বর্ণনা করে তা পরীক্ষা করে দেখি। 'আব্দুল-বাহা বলেন:

**"হে 'আব্দুল-বাহার প্রিয়ভাজনগণ! মানুষের জীবনের বসন্তকাল রয়েছে এবং এটা অপূর্ব গৌরব দ্বারা সমৃদ্ধ। যুব বয়সের পর্যায়কাল হচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ এক সময় হিসেবে পরিচিত কেননা এটা শক্তিমত্তা এবং প্রাণশক্তি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই তোমার উচিত হবে রাত-দিন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা যাতে স্বর্গীয় শক্তিমত্তার আধারস্বরূপ, উজ্জ্বল অভিপ্রায়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং তাঁরই স্বর্গীয় শক্তি এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং**

**নিশ্চয়তাকরণ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া, তুমি মানবজাতির জগতের অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে উঠতে পারো এবং তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের শিক্ষা এবং ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছেন তারাই সর্বোত্তম। তোমার পবিত্রতা এবং নিরাসক্ততা, উচ্চতর উদ্দেশ্য, মহানুভবতা, সংকল্প, মহৎ মানসিকতা, ত্যাগ, তোমার লক্ষ্যের উচ্চতা এবং তোমার আধ্যাত্মিক গুণাবলি দ্বারা তোমাকে অবশ্যই মানুষদের মধ্যে স্বতন্ত্র হতে হবে; যাতে তুমি ঈশ্বরের ধর্মের জন্য মহিমা ও গৌরবের মাধ্যম স্বরূপ হতে পারো এবং তাঁরই স্বর্গীয় দান-প্রদানকারীর প্রাভাতিক স্থানগুলোর জন্য উচ্চতা ও গৌরবের মাধ্যমস্বরূপ হতে পার; যাতে তুমি পুতঃপবিত্র সুষমার উপদেশ এবং পরামর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ আচরণ করতে সক্ষম হতে পারো—আমার জীবন তাঁরই প্রিয়জনদের জন্য উৎসর্গীকৃত হোক—এবং তুমি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পার যাতে বাহাই গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যাবলি প্রতিফলিত করতে। 'আব্দুল-বাহা অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করেন যে, তোমাদের প্রত্যেকেই মানব পরিপূর্ণতার চারণভূমিতে বিচরণকারী নির্ভীক সিংহের মতো এবং পুণ্যের তৃণভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলা কস্তুরীর-সুবাস-বহণকারী সমীরণের মতো হয়ে উঠতে পারো।"[১]**

১। উপরের উদ্ধৃতির আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

ক) মানবজীবনের বসন্তকাল _____দ্বারা সমৃদ্ধ।

খ) তারুণ্যের সময়কাল _____ এবং _____ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

গ) তারুণ্যের সময়কাল মানবজীবনের জন্য _____ হিসেবে পরিচিত ।

ঘ) তারুণ্যের সময়কালে আমাদের রাত-দিন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা উচিত হবে যাতে _____,

অনুপ্রাণিত হওয়া _____ এবং _____দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া,

যাতে আমরা _____মানবজাতির জগতের মাঝে।

ঙ) তারুণ্যের সময়কালে আমাদের রাত-দিন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা উচিত হবে _____

_____ এবং _____ হয়ে

সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করা।

চ) যুব বয়সের সময়কালে আমাদের অবশ্যই _____ এবং _____

_____

_____

_____ স্বতন্ত্র হতে হবে মানুষদের মধ্যে।

ছ) যুব বয়সের সময়কালে আমাদের অবশ্যই _____ দ্বারা মানুষদের মধ্যে স্বতন্ত্র হতে হবে।

জ) যুব বয়সের সময়কালে আমাদের অবশ্যই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে _____

_____ মানসিকতা,

_____ এবং _____ দ্বারা আমাদেরকে অবশ্যই মানুষদের মধ্যে স্বতন্ত্র হতে হবে।

ঝ) যুব বয়সের সময়কালে আমাদের অবশ্যই হতে হবে _____ জন্য মহিমা ও গৌরবের _____এবং তাঁরই _____ প্রাভাতিক স্থানগুলোর জন্য _____ মাধ্যমস্বরূপ হতে পারো।

ঞ) যুব বয়সের সময়কালে আমাদের নিজস্ব আচরণকে অবশ্যই _____হওয়া উচিত পুতঃপবিত্র সুষমার _____ এবং _____ সাথে।

ট) 'আব্দুল-বাহা অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করেন প্রতিটি যুবক এমনভাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে যাতে প্রত্যেকেই _____চারণভূমিতে বিচরণকারী _____ _____ এবং _____ উপর দিয়ে বয়ে চলা _____ _____ সমীরণের মতো হয়ে উঠতে পারে।

২। তুমি সম্ভবত একটি অভিব্যক্তি বা জনপ্রিয় বিশ্বাসের কথা শুনেছ যে, যুবকদের উচিত হবে আমোদ ফুর্তি করার দিকে মনোনিবেশ করা। কারণ খুব শীঘ্রই তাদের গুরুত্বের সহিত জীবনের গুরুতর বিষয়গুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এ ধরনের ধারণা স্পষ্টতই 'আব্দুল বাহা'র উপর্যুক্ত বিবৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এই জনপ্রিয় বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কিছু অনুমানভিত্তিক বিষয় রয়েছে এবং তা কি কি? আজ যাদের সাথে তুমি এই বিষয়টি অধ্যয়ন করছ ওই সকল বন্ধুদের সাথে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা কর এবং আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার লিখ।

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ৪

নিম্নলিখিত প্রার্থনায় 'আব্দুল-বাহা' তারুণ্যের জন্য লালিত কিছু স্বপ্নকে প্রকাশ করেছেন:

**"হে তুমি দয়াময় প্রভু! করুণা সহকারে সবেমাত্র উড়তে শেখা পক্ষীদের প্রত্যেককে যুগল স্বর্গীয় ডানা দান কর এবং তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দাও যাতে তারা এই সীমাহীন দিগন্তের মাঝে উড্ডীয়মান হতে পারে এবং আভা রাজ্যের উচ্চতম স্থানে গমন করতে পারে।**

**হে প্রভু! এই সকল ভঙ্গুর চারাগুলোকে শক্তিশালী কর যাতে প্রত্যেকে একটি ফলদায়ক বৃক্ষে পরিণত হয়, সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠে। তোমারই স্বর্গীয় সেনাদলের শক্তির মাধ্যমে এই আত্মাগুলোকে বিজয়ী কর, যাতে তারা ভুলভ্রান্তি ও অজ্ঞতার শক্তিকে বিচূর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং মানুষের মধ্যে সাহচর্য এবং নির্দেশনার মানদন্ডকে উন্মুক্ত করতে পারে। যার মাধ্যমে তারা বসন্তের পুনরুজ্জীবিত শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মানব আত্মার বৃক্ষকে সতেজ ও প্রাণবন্ত এবং বাসন্তী-বর্ষণ দ্বারা সেই অঞ্চলের তৃণভূমিকে সবুজ ও উর্বর করে তুলতে পারে।**

**তুমিই পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিশালী, তুমিই দাতা ও সর্বপ্রেমময়।"**[২]

১। উপরের উদ্ধৃতির আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

ক) 'আব্দুল-বাহার একান্ত ইচ্ছা যেন ওই সকল যুবকদের তারুণ্যের শুরুর দিকে যারা সবেমাত্র উড়তে শেখা পাখিদের ন্যায় তাদের জন্য যুগল _____ লাভের জন্য এবং ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন তারা যেন _____ লাভ করে যাতে তারা এই _____হতে পারে এবং আভা রাজ্যের _____গমন করতে পারে।

খ) তিনি পছন্দ করেন ওই সকল ভঙ্গুর _____ এবং ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন যাতে তারা প্রত্যেকে একটি _____ _____এবং _____ হয়ে উঠে।

গ) তিনি ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন যুবকরা যেন বিজয় লাভ করে যাতে তারা বিচূর্ণ করতে সক্ষম হয় _____এবং উন্মুক্ত করতে পারে মানুষের মধ্যে _____।

ঘ) তিনি ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন এমনকি তারা পুনরুজ্জীবিত হউক _____ _____ এবং মানব আত্মার বৃক্ষকে _____করে তুলুক যাতে বাসন্তী-বর্ষণ দ্বারা সেই অঞ্চলের তৃণভূমি _____তুলতে পারে।

২। উপর্যুক্ত প্রার্থনায় "আব্দুল বাহা ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন যাতে ঈশ্বর-যুবকদের ওপর আধ্যাত্মিক দান-প্রদানকারী শক্তি অর্পণ করে। নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় কর:

_____ উদ্দেশ্যের উচ্চতা
_____ ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা
_____ পবিত্র জীবনযাপন
_____ প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব
_____ চতুরতা
_____ সংহতিপূর্ণ
_____ নিখুত চরিত্র
_____ জাগতিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা
_____ সামাজিক পদমর্যাদার জন্য লালায়িত
_____ ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা
_____ আরাম-আয়েশের প্রতি আসক্তি
_____ মহানুভবতা
_____ চাকচিক্যতা
_____ কোনো কাজ সফলতার সহিত সম্পন্ন করা
_____ মহৎ মানসিকতা
_____ উদারতা
_____ অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার মানসিকতা
_____ দৃঢ়চেতা এবং সমস্যা সমাধানে সক্ষম
_____ বিনম্রতা
_____ কারোর নিজ সফলতার জন্য গর্ববোধ অনুভব
_____ ঔদ্ধত্যপনা
_____ অভিপ্রায়ের পবিত্রতা

৩। উপর্যুক্ত প্রার্থনায় আব্দুল-বাহা ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে কামনা করেন যাতে যুবকরা ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অজ্ঞতাকে বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়। নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি যুবকদের এই ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবে তা নির্ণয় কর:

_____ ভালো এবং মন্দকে উপলব্ধি করার সক্ষমতা।
_____ বুদ্ধিমত্তা সহকারে অন্যদের ব্যবহার করার সক্ষমতা।
_____ পরিষ্কাররূপে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধারণাকে ব্যক্ত করার সক্ষমতা।
_____ কু-সস্কারকে চিহ্নিত এবং পরাস্ত করার সক্ষমতা।
_____ জাগতিক উপাদানগুলো যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষমতা ।
_____ অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সক্ষমতা।
_____ কোনো একজন নিজের হীন আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা ।
_____ চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রাখার সক্ষমতা।
_____ কোনো একজন বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার সক্ষমতা।
_____ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা।

৪। প্রার্থনায় 'আব্দুল-বাহা' যুবকদের সহযোগিতা এবং নির্দেশনার মানদন্ডকে উন্মোচন করতে সক্ষম করার জন্য ঈশ্বরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করেন। নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি যুবকদের এই ধরনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে তা নির্ধারণ কর:

_____ বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপন করার সক্ষমতা।
_____ অন্যদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনার সক্ষমতা।
_____ প্রশান্তিপূর্ণ এবং ধীরস্থিরভাবে তার সাথে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সক্ষমতা।
_____ অন্যের ভুল এবং দোষত্রুটিগুলো শনাক্ত করার সক্ষমতা।
_____ অন্যের ভুল এবং দোষত্রুটিগুলো উপেক্ষা করার সক্ষমতা।
_____ নিঃস্বার্থভাবে সমাজকে সেবাদান করার সক্ষমতা।
_____ অন্যের সাফল্যে আনন্দ অনুভব করার সক্ষমতা।
_____ অন্যদের মধ্যে আশাকে জাগিয়ে তোলার সক্ষমতা।
_____ অন্যদেরকে সহযোগিতা করার সক্ষমতা।
_____ অন্যের মঙ্গলের জন্য সামান্য বিবেচনা করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার সক্ষমতা।
_____ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন করার সক্ষমতা।

## পরিচ্ছেদ ৫

আমরা শেষ দুটি পরিচ্ছেদে যে উদ্ধৃতিগুলো অধ্যয়ন করেছি তা এমন কিছু বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান যা তাদের মধ্যে থাকা উচিত। স্পষ্টতই তরুণরা যখন ১৫ বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন তাদের নিকট থেকে অধিকতর অনেক কিছু প্রত্যাশা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা জানি যে লেখনীগুলো পনেরো বছর বয়সকে পরিপক্কতা শুরুর প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করে। এই বয়সেই বাহাই আইন যেমন প্রার্থনা এবং উপবাস সম্পর্কিত আইনগুলো ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। পরিপক্কতায় উত্তরণ সম্পর্কে, আবদুল-বাহা বলেছেন:

> **"দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিভিন্ন ধাপের শারীরিক পর্যায় অতিক্রম করে, প্রতিটি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান এবং বিকাশ লাভ করে, যতক্ষণ না তার দেহ পরিপক্কতার বয়সে পৌঁছায়। এই পর্যায়ে এসে এটা আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপূর্ণতা প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করে। বোধগম্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের আলো এর মধ্যে উপলব্ধিযোগ্য হয়ে ওঠে এবং এর আত্মার শক্তি প্রকাশ পায়।"[৩]**

যখন একজন ব্যক্তি পরিপক্কতার বয়সে পৌঁছায় এবং 'আব্দুল-বাহা আমাদের এ সম্পর্কে বলেন,

> **"সে বাস্তবতার বিষয়াদি এবং অভ্যন্তরীণ সত্যতা বোঝে। প্রকৃতপক্ষে, তার উপলব্ধি, তার অনুভূতি, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার আবিষ্কার ইত্যাদি পরিপক্কতা প্রাপ্তির পরে তার আগের এক বছরের সমান হচ্ছে বর্তমানে তার জীবনের প্রতিটি দিন।"[৪]**

১। যুব বয়স সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা রয়েছে যা 'আব্দুল-বাহার উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তুমি নিচের কোনটি ১৫ বছর বয়সী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করো? হউক সে নারী অথবা পুরুষ।

_____ জীবন এবং মৃত্যুর ভাবার্থ সম্পর্কে অনুচিন্তন করার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে।
_____ গভীরতর কোনো বিষয়ের দিক সম্পর্কে তখনই বিবেচনা করতে সক্ষম হয় যদি শুধু উহা আমোদ-প্রমোদের পোশাকের সাজসজ্জার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়।

_____নারী অথবা পুরুষ যে কোনো কারো জীবনকে প্রভাবিত করছে এমন শক্তিগুলো শনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা রয়েছে।

_____নিষ্ঠার সাথে কাজগুলো সম্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে।

_____কঠিন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে।

_____শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাস পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে।

_____ধর্মের শিক্ষা এবং নীতিগুলো বাগ্মিতা এবং দৃঢ়তার সাথে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রয়েছে।

_____পিতামাতার সহযোগিতা এবং ভালোবাসার প্রয়োজন নেই।

_____বাহাই আইন পরিপালনের জন্য দায়িত্বগ্রহণ করতে পারে।

_____সামাজিক প্রক্রিয়া বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা আছে।

_____সমাজের জন্য অর্থপূর্ণ সেবাদান কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

২। তুমি নীচের প্রার্থনাটি মুখস্থ করতে ইচ্ছা পোষণ করতে পার।

**"হে প্রভু! এই যুবকদেরকে উজ্জ্বলতা প্রদান কর এবং এই নিঃস্ব সৃষ্টির উপর তোমারই অনুগ্রহ দান কর। তাকে জ্ঞান দান কর, প্রতিটি প্রভাতকালে তাকে নবশক্তির জোগান দাও এবং তোমারই সুরক্ষার আশ্রয়ে তাকে রক্ষা কর যাতে সে ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তোমারই ধর্মের সেবায় যেন সে নিজেকে নিবেদিত করতে পারে, পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে পারে, বন্দীদের মুক্ত করতে পারে এবং অসতর্কদের জাগ্রত করতে পার, যাতে তোমারই স্মরণ এবং প্রশংসাকীর্তনের মাধ্যমে সকলেই আশীর্বাদ পুষ্ট হয়। তুমিই পরাক্রমশালী এবং শক্তিমান।"[৫]**

## পরিচ্ছেদ ৬

যখন যুবকরা ১৫ বছর বয়সে পরিপক্কতার দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করে তখন নিদিষ্ট কিছু শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর মনোনিবেশ করার জন্য উপস্থাপন করা হয়। শৈশবের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা এবং অভ্যাসগুলোকে পিছনে ফেলে দিতে হবে এবং তাদের নতুন সক্ষমতায় গড়ে তুলতে হবে। এই শক্তিগুলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতির সেবাদানে পরিচালিত করার কাজটি যেন তাদের যৌবনের প্রথম দিকেই শুরু হয়। বাহা'উল্লাহ বলেছেন:

**"ধন্য সেই ব্যক্তি যে তার যুব বয়সের প্রারম্ভে এবং জীবনের পূর্ণবিকাশের সময়কালে আদি ও অন্তের প্রভুর ধর্মের সেবাদানের জন্য উত্থিত হবে এবং তার হৃদয়কে তাঁরই ভালোবাসা দ্বারা সজ্জিত করবে। এই ধরনের অনুগ্রহের প্রকাশ নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির চেয়ে আরও অধিকতর বৃহৎ। তারাই আশীর্বাদপুষ্ট যারা একনিষ্ঠ এবং কল্যাণ তাদেরই যারা সুদৃঢ়।"[৬]**

প্রতিটি প্রজন্মের যুবকদের কর্তৃক যে সেবাদান করা হয়েছে তা অগ্রগতি লাভ করা অপরিহার্য। তাদের অবদানের তাৎপর্য বোঝানোর জন্য শৌগী এফেন্দির পক্ষে লেখা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, "তিনি এটার দায়বদ্ধতা তাদের কাঁধের ওপর অর্পণ করেছেন যেন নিঃস্বার্থ সেবাদানের চেতনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়" তাদের মধ্যে যারা ঈশ্বরের ধর্মের লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করে। কারণ. "সেই চেতনা ছাড়া" চিঠিটি আরো উল্লেখ করে, "কোন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় না।"

যে বৈশিষ্ট্যগুলো যুবসমাজকে সেবাদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী করে তোলে সেগুলো সম্পর্কে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় নিম্নোক্তরূপে বিশ্বের সকল জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদকে একটি বার্তায় লিখেছেন:

**"কঠিন পরিস্থিতিতে যুবকদের সহনশীলতা, তাদের জীবনীশক্তি এবং প্রাণশক্তি, এবং তাদের স্থানীয় পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যাদের কাছে তারা পরিদর্শনে যাবে তাদের উষ্ণতা এবং উৎসাহ প্রদান করে, এরই সংযুক্তি দ্বারা বাহাই তরুনরা আচরণের মানদন্ডকে সমুন্নত করবে। সুচিন্তিত কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের শক্তিশালী উপায় হিসেবে গড়ে তুলুন, প্রকৃতপক্ষে এই স্বাতন্ত্র্যসূচক গুণাবলীর মাধ্যমে তারা যে কোনো উদ্যোগের অগ্রপথিক এবং স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে যে কোনো গৃহীত কাজের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।"**[৭]

এবং বিশ্বজুড়ে যুবকদের সম্বোধন করে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় আরও ব্যাখ্যা করে লিখেছেন:

**"যদিও তোমাদের বাস্তবতাগুলোর পরিস্থিতি বিস্তৃত বৈচিত্র্যের দ্বারা সংগঠিত, তবুও গঠনমূলক পরিবর্তন সাধনের আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থপূর্ণ সেবাদান করার ক্ষমতা উভয়ই তোমার জীবনের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় যা কোন জাতি বা জাতীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বা বস্তুগত কোনো উপায়ের উপরও নির্ভরশীল নয়। তোমার যৌবনকালের এই উজ্জ্বল সময়কে ভাগাভাগি করে নেওয়ার এ বিষয়টি সকলেই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ..."**[৮]

১। উপরের উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পন্ন কর:

ক) যারা যুব বয়সের প্রারম্ভে তাদের প্রভুর ধর্মের সেবাদানের জন্য উত্থিত হবেন এবং তার হৃদয়কে তাঁরই ভালোবাসা দ্বারা _____।

খ) যুবকদের কাঁধের ওপর দায়বদ্ধতা অর্পণ করা হয়েছে _____ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যারা ঈশ্বরের ধর্মের লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করে।

গ) যুবকদের নিঃস্বার্থ সেবাদানের চেতনা ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ দায়বদ্ধতা যাদের কাঁধের ওপর অর্পণ করা তাদের সেই চেতনা ছাড়া কোন কাজ _____।

ঘ) যুবকদের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি _____ এবং তাদের _____ _____ দ্বারা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের শক্তিশালী উপায় হিসেবে গড়ে তুলুন।

ঙ) পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী উপায় হিসেবে যুবকরা তাদের ক্ষমতাকে নিযুক্ত করে যথাক্রমে _____তাদের নিজেদের স্থানীয় পরিস্থিতিতে _____ এবং তারা নতুন চ্যালেঞ্জের _____ ক্ষেত্রে যাদের তারা পরিদর্শন করে তাদের উষ্ণতা এবং উৎসাহ লাভ করে।

চ) তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক গুণাবলীর মাধ্যমে যুবকরা যে কোন উদ্যোগের _____ এবং স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে যে কোনো গৃহীত কাজের _____হয়ে উঠতে পারে যারা এতে অংশগ্রহণ করে।

ছ) বিশ্বের বিরাজমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যুবকদের বাস্তবতাকে যে কোনো আকারই প্রদান করুক না কেন, তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকবে _____এবং _____ এবং _____ _____উভয়ই তোমার জীবনের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় যা জীবনের এই পর্যায়ের একটি দিক।

## পরিচ্ছেদ ৭

যুবকদের দ্বারা সম্পাদিত সেবাদানের সাথে সাধারণত অনেকগুলো ধারণা জড়িত থাকে, যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, উদ্দীপনা এবং যাই হোক না কেন সম্ভাবনাকে কল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে অনুসরণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। যদিও এই ধারণাগুলোকে সেবাদানের সাথে যুক্ত করার কিছু বৈধতা আছে, আমাদের উচিত সেগুলোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়ে যত্ন নেওয়া। যুব সমাজের ক্রিয়াকলাপকে একের পর এক উত্তেজনাপূর্ণ ইভেন্ট হিসেবে গুরুত্ব হ্রাস করার এবং প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বোঝার মূল্য এবং পদ্ধতিগত কর্মের শৃঙ্খলা শেখার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করার মতো অভ্যাসের মধ্যে পড়া খুব সহজ। গ্রাম ও আশেপাশের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ধর্মের শিক্ষা এবং নীতিগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে তা চিন্তা কর—উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সম্প্রদায়ের জীবনের একীকরণ এবং মানব সম্পদের বিকাশ। এখন এই কোর্সটি অধ্যয়নরত তোমার বন্ধুদের সাথে এই প্রক্রিয়াগুলোতে অবদান রাখার জন্য তরুণদের কর্তৃক নেওয়া যেতে পারে এমন কিছু সেবাদানের কাজ মনে রাখবে। এসব কর্মকান্ড কি আনন্দের জন্য সহায়ক নয়? এইসব কিছু কি উপযুক্ত মাত্রার স্বতঃস্ফূর্ততার অনুমোদন দেয় না? ওইসব কিছু কি সুশৃঙ্খলভাবে উদ্যোগের অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে না?

## পরিচ্ছেদ ৮

আমরা প্রায়ই শুনি যে যুবাকাল হলো প্রস্তুতির সময়। সত্যিই এই বিবৃতি সত্য যেহেতু আজ বিশ্বে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করে, সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় লিখেছেন যে "সমাজের কার্যপ্রণালীতে যে রূপান্তর ঘটবে তা অবশ্যই অনেকাংশে নির্ভর করবে তরুণরা বিশ্বের জন্য উত্তরাধিকাসূত্রে যে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে সেটির কার্যকারিতার ভিত্তির উপর।" তাহলে আমাদের যা জিজ্ঞাসা করা উচিত তা হলো তরুণরা কীভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তাদের কাঁধের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলোর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় কর্তৃক লিখিত একটি বার্তায় বিষয়টি ঠিক নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন :

> **"বাহাই হোক বা না হোক যে কোন ব্যক্তির জন্য তার যৌবনকাল হলো সেই সময়কাল যেখানে সে অনেক সিদ্ধান্ত নেবে যা তার জীবনের গতিপথকে নির্ধারণ করবে। এই বছরগুলোতে সে তার জীবনের কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে, তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে, নিজের জীবিকা অর্জন করতে শুরু করে, বিয়ে করে এবং নিজের পরিবারকে দেখাশুনা করতে শুরু করে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে যদি সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করে এবং সেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলো আত্মস্থ করে যা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণকে পরিচালিত করবে।"[৯]**

এরই আলোকে প্রিয় অভিভাবকের পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তরুণদেরকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষমতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। চিঠিটি ইঙ্গিত করে, "তোমাদের সুসজ্জিত হওয়া উচিত" যাতে "তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ পাশাপাশি এবং সমানতালে হওয়া উচিত।"

যদিও কদাচিৎ নয় তবে প্রস্তুতির এবং অধ্যয়নের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে যে প্রশ্ন সেটি অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও উঠে—এমনকি হতে পারে তা অধ্যয়ন বিষয়ক, বৃত্তিমূলক বা পেশাদার—এবং ধর্মের সেবাদান। বিশেষতঃ এটা কখনও স্পষ্ট হয় না যে তরুণদের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য কতটা শক্তি উৎসর্গ করা উচিত। এর মাঝে যুবকদের চরম পর্যায়ের একটি পরামর্শ দেওয়া হয় তা হলো শিক্ষার জন্য তাদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার। যেহেতু সর্বপ্রথম তারা জীবন সম্পর্কিত অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এবং পরবর্তীতে নিজেকে সেবাদানের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে গুরুতরভাবে নিযুক্ত হওয়া। এটা সত্য যে, "সব ক্ষেত্রেই, কোনো একজনের সম্ভবপর সীমার মধ্যে শিক্ষা অর্জন করা এবং এমন একটি ব্যবসা বা পেশায় নিযুক্ত হওয়া দরকার যা দিয়ে একজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।" যেমন সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় স্পষ্ট করে লিখেছেন যে, একটি বাণিজ্য বা পেশা গ্রহণের প্রস্তুতির পর্যায় হিসেবে "যুবকদের ফলপ্রসূ বছরগুলোকে একান্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে"।

> **"যুবকদের নিকট যদিও প্রাচুর্যপূর্ণ সৃজনশীল শক্তিগুলো বিদ্যমান যা উপেক্ষা করা হয়। সর্বোপরি, ধর্মের প্রথম দিকের বীরদের মধ্যে অনেকেই যুব পুরুষ ও মহিলা ছিল যারা প্রিয়তমের পথে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলো সম্পাদন করতে উত্থিত হয়েছিলেন।"[১০]**

অপরদিকে চরম পর্যায়ের যে পরামর্শ যুবকদের দেওয়া হয় তা হলো শিক্ষা লাভের জন্য অধ্যয়ন বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে এবং তাদের শক্তিকে বিশেষ করে সময়ের এই সুযোগে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সেবাদান করার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা। ধর্মের সেবাদানের এই স্পষ্ট বিষয়টি প্রতিটি যুবকের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত তা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে অধ্যয়ন করেছি। যেক্ষেত্রে এটা প্রমাণিতরূপে স্পষ্ট যে, "তাদের প্রস্তুতির মূল্যবান একটি উপাদান" হতে পারে যখন তারা তীব্র আকারে সেবাদান কার্যের কোন এক সময়কাল নিযুক্ত থাকে। হতে পারে সেই সময়কালে অধ্যয়নের বিরতি থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। একই সময়ে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখ করেছেন:

> **"যদিও তাদের কাছ থেকে মহান কিছু প্রত্যাশা করা যথার্থ হবে যাদের সেবার পথে দেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে, এক্ষেত্রে বন্ধুদের অবশ্যই বিকাশের পরিপক্কতার ফলাফল কি হতে পারে এমন একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রপ্ত করা থেকে সাবধান থাকতে হবে। সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের নিরিখে সরাসরি অনেক যুবককে তাদের অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা এবং সময়ের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিভিন্ন উপায়ে সেবাদান করতে সক্ষম করে তোলে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যখন তাদের বয়স বিশ বছরে পদার্পণ করে তখন আরও এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের দিগন্ত আরো বিস্তৃত হয়।... যেমন অনেকের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হবে আরও শিক্ষা, অধ্যয়ন বা বৃত্তিমূলক বিষয়াদি এবং এরই মাধ্যমে সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য নতুন জায়গা উন্মুক্ত হয়। ... তাদের যুব বয়সে ঈশ্বরের ধর্মের সেবাদান শুধু কী একটি সংক্ষিপ্ত এবং স্মরণীয় অধ্যায় ছিল তা নির্ধারণ করবে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে দিকনির্দেশনা সম্পর্কে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় তা থেকে, অথবা একটি লেন্স হিসেবে তাদের পার্থিব অস্তিত্বের এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্বরূপ যার মাধ্যমে সমস্ত কর্ম মনোনিবেশ দ্বারা কেন্দ্রীভূত হয়।"[১১]**

শিক্ষা ও সেবার মধ্যকার সম্পর্ককে আরও বিবেচনা করার আগে, তুমি এখানে বিরতি দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিখতে পার, যা তোমার উপলব্ধির প্রতিফলন করে যৌবনকালের জন্য প্রস্তুতির সময় বলতে কী বোঝায়।

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ৯

নিঃসন্দেহে তুমি শেষ অংশে যে বিবৃতিটি লিখেছ তা গুরুত্ব প্রদান করে যে যুবকরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বের জন্য নিজেদেরকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করতে হউক তা যে কোনো একটি বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত করতে অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কিন্তু তুমি নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছ যে অধ্যয়নকালীন সময়ে ধর্মের সেবাদান কাজকে "স্থগিত করে রাখা" যাবে না। এই ধরনের মনোভাব একজনের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে নিজের মাঝে এমন প্রবণতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং আন্তরিকভাবে সেবাদান কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। অধ্যয়ন এবং সেবার মধ্যে সম্পর্কের এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিতে পারে যখন শিক্ষাকে শুধু পুথিগত শিক্ষার আলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর পরিবর্তে যখন আমরা সেবাদানকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখি যেখানে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন করা হয়। যদি সেবাদানকে শুধু একটি অংশরূপে ভাবা হয় তখন এই ধরনের চিন্তাভাবনা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। তবে যখনই সেবাদানকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির শুধু সঠিক প্রক্রিয়া নয়, বরং কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তখনই তারা যৌবনের প্রথম দিকে ধর্মের সেবাদান শুরু করে এবং এটা সারা জীবন জুড়ে তাদের জন্য পথপ্রদর্শক নীতি হয়ে ওঠে। যার ফলে কোনো একজন একটি সঠিক পথ নির্ধারণ করতে এবং নিজের দিকনির্দেশনাকে সুচারুরূপে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

এই উপলব্ধি স্বভাবতই তরুণদের সেবাদানের জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক করে। এটা ভাবা সহজ হবে যে, বাহাই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমাবেশে যোগদানের মাধ্যমে তাদের সমবয়সীদের সাথে সময় কাটানোর স্বাভাবিক ইচ্ছা পূরণ করে এবং তরুণরা তাদের সক্ষমতা বিকাশ করবে এবং সেবামূলক জীবনের জন্য নিজেদেরকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। তবুও লেখনী পরামর্শ দেয় যে এ ধরনের একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া যদিও প্রয়োজনীয় তবে কোনো ক্রমেই যথেষ্ট নয়।

যদি আমরা প্রিয় অভিভাবক শৌগী এফেন্দির বিভিন্ন যোগাযোগের বিষয়াদি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি প্রত্যাশা করেছেন যুবকরা শিক্ষা-দীক্ষায় "সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত" হয়ে উঠবে। যেহেতু ধর্মের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে "পুঙ্খানুপুঙ্খ" এবং "সুনিপুণ" জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে। উপরন্তু, তিনি সম্প্রদায়ের কার্যকলাপে তাদের "সক্রিয়, আন্তরিকভাবে এবং অব্যাহত অংশগ্রহণ" এর মাধ্যমে শেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এই সকল যোগাযোগের বিষয়াদিতে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সম্প্রদায়ের জীবন হচ্ছে "একটি অপরিহার্য পরীক্ষাগার স্বরূপ", যেখানে তরুণরা ধর্মের অধ্যয়ন থেকে সংগ্রহ করা নীতিগুলোকে "জীবনের ক্ষেত্রে এক গঠনমূলক কার্যে রূপান্তরিত করতে পারে"। এটা হচ্ছে যেন "সেই জৈবিক দেহের এক অঙ্গস্বরূপ হয়ে ওঠা"। একই সাথে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, তারা "বাহাই শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃত চেতনাকে ধারণ করতে পারে"। সুতরাং, তরুণদের সেবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত প্রক্রিয়া প্রয়োজন, যা সম্প্রদায়ের জীবনের বাস্তবতার সাথে মিশে আছে। যেটি শুধু কার্যকলাপের খাতিরে কার্যকলাপ এবং অধ্যয়নের খাতিরে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তাকেই শুধু মেটায় না।

অনেক বার্তায় সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় একই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে। একটি বার্তায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বিরাট আকারে উপলব্ধি বৃদ্ধি হয়, "যখন অধ্যয়ন এবং সেবাদান যৌথভাবে এবং একই সাথে করা হয়", তখন "সেবাদানের ক্ষেত্রে," বার্তাটিতে আরো উল্লেখ করে বলে, "জ্ঞানকে পরীক্ষা করা হয় এবং ব্যবহারিক কাজ থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন উপলব্ধির নতুন স্তর অর্জন করা হয়।" বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো একটি আনুষ্ঠানিক অধ্যয়নের মাধ্যমে ধর্মের জন্য মানব সম্পদ বিকাশের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সর্বত্র ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোক তাদের সেবাদানের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি পদ্ধতিগত শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত রয়েছে এবং যুবকরা ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়ার অগ্রভাগে রয়েছে। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অঙ্গসংস্থার বিষয়ে, সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পক্ষে লেখা আরেকটি চিঠিতে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে:

**"এটা ব্যক্তিকে এমন একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করার চেষ্টা করে যেখানে সেবাদানের প্রেক্ষাপটে সৎ আচরণ এবং আত্ম-সুশৃঙ্খলা গড়ে ওঠে, জীবনের একটি সুসংগত ও আনন্দময় আদর্শের নমুনা গড়ে তোলে সাধারণভাবে একসূত্রে গাঁথে অধ্যয়ন, উপাসনা, শিক্ষাদান, সম্প্রদায় নির্মাণ কাজকে ছাড়াও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকা বিষয়াদিকে যা সমাজকে রূপান্তরিত করতে চায়। শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলের যে বিষয়টি তা হলো ঈশ্বরের বাণীর সাথে সম্পর্ক এবং ইহার প্রেরণাদায়ক শক্তি দ্বারা তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সেবাদানের পথে "নিরাসক্ততার চরণ" দ্বারা বিচরণ করে।"**[১২]

সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পক্ষে লেখা আরেকটি চিঠিতে বলা হয়েছে:

**"...ইনস্টিটিউটের কোর্সগুলো একক ব্যক্তিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেখানে গুণাবলি এবং মনোভাব, দক্ষতা এবং ক্ষমতাগুলো ধীরে ধীরে সেবাদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়—আত্ম-জেদকে দমন করার উদ্দেশ্যে একক ব্যক্তিকে এমন পরিস্থিতির বন্দিদশা থেকে বের করে আনতে সাহায্য করার মাধ্যমে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সম্প্রদায় নির্মাণের একটি গতিশীল প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে।"**[১৩]

এবং সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় বিশ্বজুড়ে তরুণদের দলের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করে লিখেছেন:

**"তারা সকলেই কোনোরূপ বিশেষত্ব ছাড়াই অর্থাৎ নির্বিশেষে প্রত্যেকে এবং সবাই তাদের সম্প্রদায়কে সেবাদান করার জন্য তাদের সময় এবং শক্তি, প্রতিভা এবং সক্ষমতাকে উৎসর্গ করার কাজে অংশ নেবে। এদের মাঝে অনেকেই সুযোগ পেলে আনন্দের সাথে তাদের জীবনের কয়েক বছর উৎসর্গ করবে বিশ্বের তরুণ প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলার জন্য। সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য ক্ষমতার এক ভাণ্ডারস্বরূপ তরুণদের কাজে লাগানোর অপেক্ষায় এবং এই ক্ষমতার বন্ধনমুক্তিকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।"**[১৪]

## পরিচ্ছেদ ১০

যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী দুটি বিভাগে দেখেছি, যে কোনও পরিস্থিতি বিবেচনা করার সময় আমাদের সচেতন হতে হবে যেন এটা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন না হয় যাতে আমরা আমাদের জীবনের দিকগুলিকে প্রকোষ্ঠবদ্ধ করতে শুরু করি, যা অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সাধারণভাবে, মানুষের মন যে জগতের মুখোমুখি হয়, সেখানে খণ্ডিত করার প্রবণতা রয়েছে। বাস্তবতা—শারীরিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক—এত বিশাল যে এর পুরোপুরিভাবে বোঝা যায় না। সুতরাং খণ্ডে খণ্ডে বোঝার জন্য একে ভেঙে ফেলা অযৌক্তিক নয়। যাইহোক, যখন বাস্তবতার সামগ্রিকতা বিবেচনা না করে এটি করা হয়, তখন অসুবিধা দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা এবং ধর্ম নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তা হতে পারে এমন কিছু সমস্যার উদাহরণ

স্বরূপ মানবজাতির একত্বের অস্তিত্বকে প্রকোষ্ঠবদ্ধ বিভক্তি করার ধারণা থেকে উদ্ভূত—যেমন মানবজাতির একতা হচ্ছে বাস্তব সত্য এবং ইহার জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয়তার সীমানার বিভক্তি হলো মানুষের মনের দ্বারা সৃষ্ট একটি অলীক বস্তু এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলাফল।

আমরা যদি যথেষ্ট সতর্ক না হই এবং আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে এমন খণ্ডিতকরণ এক পন্থা অবলম্বন করি, তাহলে আমরা মূলত বৃহত্তর পরিসরে সব ধরনের কাল্পনিক দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি করতে পারি। যেমন কাজ, অবসর সময়, পারিবারিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, শারীরিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা, ব্যক্তিগত বিকাশ, সামষ্টিক অগ্রগতি এবং আরো অনেক কিছুর খণ্ড একত্রিত হয়ে একসাথে আমাদের অস্তিত্বকে গঠন করে। যখন আমরা এই ধরনের বিভাজনকে বাস্তব হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমরা জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোর চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করি এবং আমরা সাড়া প্রদানের চেষ্টা করি। তখন আমরা বিভিন্ন দিকে থেকে টান টান ভাব অনুভব করি। আমরা স্পষ্টতই বিরোধপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে উঠি: যেমন সেবাদানের জন্য কি আমার পারিবারিক জীবন উৎসর্গ করা উচিত? ধর্মের সেবাদান করা কি আমার সন্তানদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করবে না? এখানে প্রদত্ত দুটি উদাহরণের ন্যায় এই ধরনের অগণিত প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে।

তবে আমরা যে দ্বিধাবিভক্তিগুলো সৃষ্টি করেছি তা সমাধান করার জন্য কখনও কখনও আমাদের মাঝে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির জন্য আমাদের সময়কে সমানভাবে ভাগ করে বরাদ্দ করার চেষ্টা করি। আবার অন্য কোনো সময় আমরা দায়িত্বগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমাদের শক্তিগুলোকে সেগুলোর উপর মনোনিবেশ করি যেগুলোকে আমরা যে কোনও বিশেষ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। সময় এবং শক্তির একটি সতর্ক বরাদ্দের প্রতি অবশ্যই আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার। কিন্তু এটা তখনই ফলপ্রসূ হয় আমরা যখন আমাদের জীবনের অনেকগুলো দিকের আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে সচেতন থাকি। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা পুরোটা দেখতে না পারি তাহলে সব অংশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়ে তা উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে।

নিচে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় রাখা হয়েছে যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে আবার কখনও এমন কিছু দিকের চিন্তাভাবনা রয়েছে যেগুলো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বাক্যের প্রতিটি জোড়া অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নিন যে এটা এমন ধরনের চিন্তাভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে কিনা যা একটি সমন্বিত জীবনধারার জন্য সহায়ক বা এটা বিভক্তিকরণ হওয়ার প্রবণতার নির্দেশক। সেই অনুযায়ী একটি "সমন্বিত" বা "বিভক্তিকরণ" দিয়ে চিহ্নিত কর।

১। পরিবার এবং কর্মক্ষেত্র

_____আমার চাকরিতে আমি কঠোর পরিশ্রম করলে আমার পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

_____আমি প্রায়ই আমার পরিবারের সাথে কর্মক্ষেত্রে আমার কৃতিত্ব এবং সেখানে আমি যে-সব চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হই তা নিয়ে আলোচনা করি।

_____অবশ্যই নারীরা তাদের কর্মজীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে কিন্তু সর্বদা সেটির মূল্য দিতে হয় শিশুদের।

_____আমি যদি আমার সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করতে চাই তবে আমাকে আমার নিজ পেশার কথা ভুলে যেতে হবে।

_____আমি আমার পেশায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চেষ্টা করতে পারি এবং বিবেকবান হিসেবে আমার পারিবারিক দায়িত্বও পালন করতে পারি।

২। শিক্ষা এবং ধর্মের সেবাদানের ক্ষেত্রে

_____চাকরির ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন একটি পূর্বশর্ত।

_____আমাদের অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা হলো সেবাদানের ক্ষেত্রে সম্পদস্বরূপ, এবং সেবাদানের ক্ষেত্রে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা আমাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করে।

_____আমরা যদি সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবাদানে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই তবে আমাদের পড়াশুনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

_____আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্খাগুলোর মধ্যে একটি হলো ধর্মের শিক্ষাগুলো অধ্যয়ন করা এবং বিশ্বের উন্নতিকে অগ্রসর করে এমন প্রচেষ্টায় ওইগুলোর প্রয়োগ করতে শেখা।

_____আমাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য সেবাদানের পথে আমরা যে সক্ষমতার বিকাশ সাধন করি তা আমাদের অধ্যয়নের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো বেছে নিতে সহায়তা করবে।

৩। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ

_____সত্যের স্বাধীন অনুসন্ধানের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজন।

_____বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য ন্যায়বিচার ও সততার ঘাটতি এবং কুসংস্কার মুক্ত না হলেও চলবে।

_____আধ্যাত্মিকভাবে বিকাশের জন্য কোনো একজনকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে ছেড়ে দিতে হবে।

_____আমাদের মন ও হৃদয় একে অপরের থেকে পৃথক নয়; তারা আমাদের আত্মার এক বাস্তবতার পরিপূরক এবং পারস্পরিকভাবে যোগাযোগের দিক উপস্থাপন করে।

_____আধ্যাত্মিক গুণাবলি সচেতন জ্ঞান এবং ভাল কাজের অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

৫। জাগতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন

_____আধ্যাত্মিকভাবে বিকাশের জন্য আমাদের নিজেদের জাগতিক আনন্দকে অস্বীকার করতে হবে।

_____আমরা বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত; আমাদের যৌবনকালে আমাদের জাগতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

_____আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে প্রস্তুত হওয়ার আগে মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে হবে।

_____এই পৃথিবীতে জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক গুণাবলি ও ক্ষমতার বিকাশ।

_____এই পৃথিবীতে জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য একটি সদাসর্বদা অগ্রসরমান সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

_____আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত অনুগ্রহ উপভোগ করা উচিত কিন্তু পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আমাদের হৃদয়কে ধরে রাখতে দেওয়া উচিত নয় এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

## পরিচ্ছেদ ১১

এই ইউনিটে আমরা কিশোরদের সংজ্ঞায়িত করার মতো বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করছি না বরং তরুণ কিশোর এবং কিশোরীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখনিতে যেভাবে তাদের বেড়ে উঠা উচিত সেটিই পরামর্শ দেয়। আমরা দুটি উদ্ধৃতি দেখে এই অন্বেষণ শুরু করেছি যা আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিছু সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আমরা তখন দেখেছি যে ১৫ বছর বয়সে একজন ব্যক্তির জীবনে একটি বিশেষ সূচনা বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে, কারণ এটা পরিপক্কতার প্রবেশদ্বারকে প্রতিনিধিত্ব করে। তখন এমন এক সময় যখন নতুন ক্ষমতা এবং সক্ষমতাকে মনোনিবেশ করা হয়। আমরা জানি তরুণরা ধর্মের জন্য কী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং মানবজাতির সেবার দিকে পরিচালিত হওয়া তাদের অসাধারণ ক্ষমতার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যুবকদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সচেতনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছি এবং দেখেছি যে এই ধরনের প্রস্তুতির জন্য সেবাদান নিজেই অপরিহার্য—যেমন উভয়ই জীবিকা অর্জনের জন্য জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদের পড়াশোনা প্রয়োজন এবং একইভাবে তাদের সম্প্রদায়কে সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতার উন্নতি সাধন করবে।

তোমার এখানে বিরতি দেওয়াই সহায়ক হবে এবং এই পর্যন্ত তুমি যা কিছু অধ্যয়ন করেছ তার উপর অনুচিন্তন করা তোমার পক্ষে কার্যকর হতে পারে। নিচে আরও কিছুসংখ্যক বিবৃতি দেওয়া হলো। প্রতিটি বিবৃতি পড় এবং এটা সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর। যদিও কিছু ক্ষেত্রে উত্তর সুস্পষ্ট হতে পারে তবে আমরা আশা করি তুমি সামগ্রিক অনুশীলনিতে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেবে। এটা তোমাকে ধারণাগুলোর একটি ক্রমানুসারে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত আমাদের উপস্থাপন করা উপাদান সম্পর্কে তোমার চিন্তাভাবনাকে সংগঠিত করতে সহায়তা করবে।

_____ একজন একক ব্যক্তির জন্য ১৫ বছর বয়সের মানে হচ্ছে পরিপক্কতার বয়সে পৌঁছানো, তবে এটা একটি প্রতীকী চিহ্ন এবং হোক সে কিশোর বা কিশোরী তার জীবনকে কোনো অর্থবহ উপায়ে প্রভাবিত করে না।

_____ অধিকাংশ যুবকরা অপরিণত এবং তারা গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না; তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের উপর নির্ভর করা যায় না।

_____ যুবকরা ধর্মের কাজের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী, কিন্তু তাদের অনভিজ্ঞতা এবং অপরিপক্কতার কারণে তারা অনেক কিছু করতে পারে না।

_____ ধীরস্থিরতা এবং নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের ও মানবজাতির সেবা করার জন্য তারুণ্যের উত্থিত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

_____ যুবকরা তাদের সম্প্রদায়ের সেবায় পদ্ধতিগত কর্মে নিয়োজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি এবং উৎসর্গীতা প্রদর্শন করতে পারে।

_____ যৌবনের প্রারম্ভে যারা কাজ করতে উত্থিত হয় তারা অনেক আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।

_____ যুবকদের উচিত তাদের পড়াশোনার দিকে বেশির ভাগ মনোযোগ দেওয়া; তাদের অতিরিক্ত সময় সেবায় নিয়োজিত করা যেতে পারে।

_____ উচ্চ স্তরের অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হলে যুব সমাজ কার্যকরভাবে সেবা করতে পারে না।

_____ মানুষের প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্র যুবকদের জন্য উন্মুক্ত; তাদের প্রতিভা এবং পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া উচিত, তাদের সেবার মনোভাব নিয়ে প্রবেশ করা উচিত এবং উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

_____ যুবকদের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান নেই যখন অন্য লোকদের মুখোমুখি হয় তখন তাদের সাথে অর্থপূর্ণ কথোপকথনে অক্ষম। তাই তাদের উৎসাহ দেওয়াই উত্তম যাতে তারা অন্য কোনো উপায়ে সেবাদান করে।

_____ যুবকদের কাছে তাদের সাথে ধর্ম সম্পর্কে অর্থপূর্ণ কথোপকথনে জড়িত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান নেই এবং এর পরিবর্তে, অনুকরণীয় আচরণ দেখানোর জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

_____ যুবকদের ধর্মের শিক্ষাগুলো বোঝার এবং তাদের সমবয়সীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

_____ যুবকদের ধর্মের শিক্ষাগুলো উপলব্ধি করার এবং তরুণ ও বৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের সকল স্তরের লোকেদের সাথে সেগুলো ভাগাভাগি করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

_____ যুবকরা অন্যদের সাথে ধর্মের শিক্ষাগুলো ভাগাভাগি করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ক্ষমতা অর্জন করতে আগ্রহী।

_____ যুবকরা ঈশ্বরের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সম্প্রদায় ও মানবজাতির সেবা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি সঠিক অধ্যয়ন এবং ক্রমাগত উৎসাহের মাধ্যমে সাহায্য করা উচিত।

_____ যুবকদের বিশেষ ক্রিয়াকলাপ প্রয়োজন যা তাদের আমোদ-প্রমোদ করতে দেয়; তাদের পক্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য গুরুগম্ভীরভাবে থাকাটা কঠিন।

_____ জীবনের শেষ ধাপে পদ্ধতিগত হতে শেখাটি যখন রপ্ত হয় তখন স্বতঃস্ফূর্ততা ফুরিয়ে যায়।

_____ তরুণদের কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা তাদের জন্য সেবার অনেক পথকে খুলে দেয়।

_____ তরুণদের অনুসন্ধিৎসু মন থাকে এবং তারা অধ্যয়ন এবং সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারে।

_____ আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিশাল সম্ভাবনাগুলো তরুণদের দ্বারা প্রদর্শিত নিঃস্বার্থ সেবার চেতনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হতে পারে।

_____ ঈশ্বরের বাণীর শক্তি যৌবনকে পরিশুদ্ধতা ও নিরাসক্ততার সাথে সেবার পথে চলার জন্য শক্তিশালী করে।

_____ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন করে এবং সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে তরুণরা যে মনোভাব এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলি, দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় তা তাদের পক্ষে সম্প্রদায় গঠনের গতিশীল প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তিমূলকভাবে অবদান রাখা সম্ভবপর করে।

_____ বিশ্বের তরুণদের মধ্যে থাকা সমাজকে রূপান্তরিত করার সক্ষমতার ভান্ডারকে নিয়মতান্ত্রিক এক শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে যা অধ্যয়ন এবং সেবাদানে যুক্ত হয়।

## পরিচ্ছেদ ১২

আশা করা যাচ্ছে যে শেষ অংশের অনুশীলন তোমাকে যৌবনের সময়কাল সম্পর্কে তোমার চিন্তাভাবনাকে সুসংহত করতে সাহায্য করেছে এবং জীবনের এই পর্যায়ে তুমি যে চিত্রটি অর্জন করেছ তা অধ্যয়নের সাথে একত্রিত সক্রিয় সেবাদান—উভয়ই ভবিষ্যতের জন্য কঠোর প্রস্তুতিস্বরূপ। এসো এই দিকটি সম্পর্কে আরও বিবেচনা করি।

আমরা সেবাদান, শিক্ষা এবং প্রস্তুতির মধ্যে যে আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি তা একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত, এটা ধর্মের লেখনীর পরিকল্পিত রূপান্তরের দুটি প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে হবে: ব্যক্তির সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি এবং সমাজের রূপান্তর। আমরা জানি যে বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের "সর্বোচ্চ এবং স্বতন্ত্র কার্য" হচ্ছে "মানুষের একটি নতুন জাতি গঠনের আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নয়" এবং আমরা প্রত্যেকে তাঁরই চিন্তাভাবনা এবং কর্মকে এর সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করি। আমরা পবিত্র লিখনাবলীতে চিত্রিত ব্যক্তিকে দেখতে সমাজের কাঠামোকে সমানভাবে গভীর রূপান্তরের উপর জোর দেয়। বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেন, "শীঘ্রই বর্তমান দিনের নিয়মতন্ত্রকে গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং তদস্থলে নতুন একটিকে স্থাপিত বিস্তৃত করা হবে,"। তিনি ঘোষণা করেন, "সব মানুষকে","একটি চির-অগ্রসরমান সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এই দ্বৈত রূপান্তরের ঘটনাটি শুধু সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঘটবে এবং এটা অপরিহার্য যে তরুণরা তাদের জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব উপলব্ধি করে এবং তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে এবং সমাজের পরিবর্তনে অবদান রাখার জন্য একটি দৃঢ় উদ্দেশ্যের সাথে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের দ্বিগুণ নৈতিক উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই সেবাদানের বিষয়টি জীবনে প্রকাশ পাবে।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো নৈতিক উদ্দেশ্যের এই অনুভূতির একটি দিকের উপর আলোকপাত করে—আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত:

**"নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে একক সত্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানবজাতিকে সত্যবাদিতা এবং আন্তরিকতা, ধর্মপরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততার, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি ত্যাগ ও বশ্যতা স্বীকার, সহনশীলতা এবং দয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রজ্ঞার প্রতি আহ্বান করা। তার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক মানুষকে সাধু চরিত্রের আবরণে সজ্জিত করা এবং তাকে পবিত্র ও সৎকর্মের অলংকারে সুশোভিত করা।"[১৫]**

**"ঈশ্বরের পথে জীবন যাপনের ভিত্তিপ্রস্তর হলো নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন করা এবং এমন এক চরিত্রের অধিকারী হওয়া যা তাঁরই দৃষ্টিতে আনন্দদায়ক।"[১৬]**

**"মানজাতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে জ্ঞান অর্জনের জন্য, মহান আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য, লুকানো সত্য আবিষ্কার করার জন্য এবং এমনকি ঈশ্বরের গুণাবলি প্রকাশ করার জন্য।"[১৭]**

**"মানুষ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল এবং থাকবে যাতে সে তার সৃষ্টিকর্তাকে জানতে এবং তাঁরই উপস্থিতি লাভ করতে পারে।"[১৮]**

১। উপরের উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পন্ন কর:

ক) একক সত্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হলো তিনি নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যমে সমস্ত মানবজাতি যাতে _____
_____
_____
_____ জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

খ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মানুষকে সজ্জিত করা _____
এবং _____ সুশোভিত করা।

গ) ঈশ্বরের পথে জীবন যাপনের ভিত্তিপ্রস্তর হলো _____
এবং _____
_____।

ঘ) এটা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য _____,
_____অর্জনের, _____
করার জন্য এবং _____ প্রকাশ করার জন্য।

ঙ) আমাদের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল এবং চিরন্তনভাবে থাকবে _____
এবং _____করতে পারে।

২। মানুষের আত্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর একটি দৃষ্টিভঙ্গি কোনো একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যের বোধশক্তিকে আকৃতি দেয় এবং নির্দেশনা প্রদান করে। তুমি এ বিষয় ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? _____
_____
_____
_____

৩। একজন একক ব্যক্তির উদ্দেশ্যের বোধশক্তি এমন জ্ঞান দ্বারা শক্তিশালী করা হয় যা এই পার্থিব জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতির দিকে অনন্ত যাত্রার এক ছোট অংশ মাত্র। তুমি কি এবিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে? _____
_____
_____
_____

পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলো নৈতিক উদ্দেশ্যের এই অনুভূতির অন্য একটি দিকের উপর আলোকপাত করে, অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তনে অবদান রাখা:

**"এই নিগৃহীতজন সাক্ষ্য দেয় যে নশ্বর মানুষ যে উদ্দেশ্যের জন্য তা সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে সত্তার রাজ্যে পদার্পণ করেছে, যাতে তারা বিশ্বের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে এবং একত্রে সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারে।"[১৯]**

**"এবং ব্যক্তির সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্য সেটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে তিনি বিশ্বের সমস্ত লোকজনের মধ্যে সামাজিক কল্যাণের উৎস হয়ে উঠবেন। এর চেয়ে বৃহৎ অন্য কোনো অনুগ্রহ কি অনুমেয়, যে একজন ব্যক্তি নিজের মধ্যে তাকিয়ে নিশ্চয়তাকরণের মাধ্যমে তা খুঁজে পাবে যে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি শান্তি ও মঙ্গলের উৎস হয়ে উঠেছেন, তার সহযাত্রীদের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছেন? না, একক সত্য ঈশ্বরের শপথ এর চেয়ে অধিকতর অন্য কোনো পরম সুখ নেই, আর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ আনন্দ নেই।"[২০]**

**"মানুষ কতটাই না উৎকৃষ্ট, কতটাই না সম্মানিত যদি সে তার দায়িত্ব পালনে উত্থিত হয়; কতটাই না নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞার হয়, যদি সে সমাজের কল্যাণের দিকে চোখ বন্ধ করে এবং নিজের স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তার মূল্যবান জীবনকে বিনষ্ট করে।"[২১]**

**"নিজস্ব আত্ম উদ্বেগের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে না; তোমার চিন্তাগুলো এমন কিছুর উপর স্থির হোক যা মানবজাতির ভাগ্যকে পুনর্বাসন করবে এবং মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে পবিত্র করবে।"[২২]**

**"যারা ঈশ্বরের জনগণ, তাদের বিশ্বকে পুনরুজ্জীবিত করা, এর জীবনকে মহিমান্বিত করা এবং এর মানুষকে পুনর্জন্ম দ্বারা অভিষিক্ত করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।"[২৩]**

১। উপরের উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

ক) আমরা যে উদ্দেশ্যের জন্য সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে সত্তার রাজ্যে পদার্পণ করেছি তা হলো যাতে আমরা _____

_____এবং _____পারে।

খ) কোনো একজন ব্যক্তির সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্য এর মধ্যেই রয়েছে যেহেতু তিনি _____

_____ ।

গ) একজন একক ব্যক্তি নিজের মাঝে তাকিয়ে দেখে যে সে পরিণত হয়েছে _____
_____ এর চেয়ে অধিকতর অন্য কোনো _____
_____ , আর অন্য কোন _____।

ঘ) মানুষ কতটাই না সম্মানিত হয় যদি সদাসর্বদা _____ এবং কতটাই না জঘন্য ও তুচ্ছ মনে হয় যদি সে চোখ বন্ধ করে _____ ও _____এবং _____তার মূল্যবান জীবনকে বিনষ্ট করে।

ঙ) তারাই হচ্ছে ঈশ্বরের জনগণ যাদের আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই _____ছাড়া _____ এবং এর _____ দ্বারা অভিষিক্ত করা ছাড়া।

চ) যারা ঈশ্বরের জনগণ, _____, এর _____ _____এবং এর _____আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

২। উন্নয়নের এই পর্যায়ে মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত মহান সুযোগগুলোর এক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা, যখন এটা সাধারণ একটি পরিবারে একীভূত হওয়া একটি বাস্তব সম্ভাবনা। আকৃতি এবং উদ্দেশ্য একটি ব্যক্তির অনুভূতি নির্দেশ করণ। তুমি কীভাবে এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারো? _____
_____
_____
_____

৩। একজন একক ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল নিজস্ব বোধশক্তিকে সেই জ্ঞান দ্বারা শক্তিশালী করা যেখানে ছোট্ট পার্থিব জীবনের যাত্রার তুলনায় চিরন্তন যাত্রা যা তাকে ঈশ্বরের উপস্থিতির দিকে নিয়ে যায়। তুমি কীভাবে এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারো? _____
_____
_____
_____

## পরিচ্ছেদ ১৩

পূববর্তী অংশের অনুশীলনে প্রস্তাবিত এবং লেখনিতে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে তরুণদের যে উদ্দেশ্যের অধিকারী হওয়া এবং সেটি উপলব্ধি করা উচিত। রত্নতুল্য গুণাবলি অর্জন করতে হবে যা "তাদের সত্য এবং অন্তরের অন্তঃস্থ খনির মধ্যে লুক্কয়িত রয়েছে" এবং এটা জগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ বিশ্ব সভ্যতা গড়ে তুলতে অবদান রাখতে তাদের অবশ্যই বাহা'উল্লাহ কর্তৃক আহ্বান করা রূপান্তরের মাত্রার প্রশংসা করতে হবে। অবশ্যই, সর্বত্র মানুষ আজকের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলছে। আমাদের যা উপলব্ধি করা উচিত তা হলো বাহা'উল্লাহর

প্রত্যাদেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে যে রূপান্তর ঘটতে চলেছে তা বেশিরভাগ লোকেরা যা কিছু কল্পনা করতে পারে তা উহার চেয়ে অনেক বৃহত্তর।

আসুন আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি অনুচিন্তন করে একক ব্যক্তির স্তরে যে পরিবর্তন ঘটবে সেটির মাত্রার একটি আভাস পাওয়ার চেষ্টা করি। বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেন:

**"মনুষ্যদের মাঝে এমন একটি জাতি উত্থিত হবে যাদের চরিত্র অতুলনীয়, যাদের নিরাসক্ততার চরণের পদতলে থাকবে স্বর্গে এবং মর্তে যা কিছু আছে উহার সবই এবং এর মধ্যে যা কিছুই সবই জল ও কর্দমা থেকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর উপরে পবিত্রতার আস্তিন (জামার হাতা) নিক্ষেপ করবে।"[২৪]**

এবং অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি ঘোষণা করেন:

**"বলুন: বাহা'র জনগণের মাঝে তাদেরকে গণ্য করা হবে না যারা নিজস্ব জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে, বা পৃথিবীর বস্তুগুলোতে তাদের হৃদয়কে নিবিষ্ট করে। সেই হচ্ছে আমার প্রকৃত অনুসারী, যদিও সে খাঁটি সোনার উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয় তবুও সে সোজাসুজি মেঘের মতো এর ওপর দিয়ে দূরে গমন করবে এবং কখনো সে পিছে ফিরে তাকাবে না, এমনকি কোনো বিরতিও নেবে না। এমন একজন মানুষই হচ্ছে নিতান্তই আমার। নিশ্চিতরূপে এমন একজন ব্যক্তির পোশাক থেকে উর্ধ্বরাজ্যের সেনাদল পবিত্রতার সুবাসের শ্বাস গ্রহণ করবে।"[২৫]**

অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি বলেন:

**"আজকের দিবসে ঈশ্বরের সঙ্গীরা হলো সেই খামিরের ন্যায় যা বিশ্বের মানুষদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত করবে। তাদের অবশ্যই এমন বিশ্বস্ততা, এমন সত্যবাদিতা এবং অধ্যবসায়, এমন কাজ এবং চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে যে সমস্ত মানবজাতি তাদের উদাহরণ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।"[২৬]**

এবং তিনি অন্য অনুচ্ছেদে আরও ব্যাখ্যা করেন:

**"পরিশুদ্ধ ও পবিত্র এ ধরনের আত্মার নিঃশ্বাসের মধ্যেই সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এই সম্ভাবনাগুলো এতটাই মহান যে তারা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।"[২৭]**

আব্দুল-বাহা আমাদের বলেছেন:

**"হে তোমরা ঈশ্বরের বন্ধুগণ! একটি শক্তিশালী প্রয়াস তোমরা গ্রহণ কর যাতে পৃথিবীর সমস্ত জনগণ জ্ঞাতিবর্গ, এমনকি শত্রুরাও তোমাদের উপর তাদের আস্থা, ভরসা ও আশা রাখতে পারে। এমন কি কোনো এক আত্মা যদি লক্ষ অপকর্ম করে, তবুও সে আশা করতে পারে যে সে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য এবং এর জন্য তাকে হতাশাগ্রস্ত বা শোকাহত হতে দিও না। এ ধরনেরই হতে পারে বাহার জনগণের আচার-আচরণ ও ব্যবহার। এমনই হওয়া উচিত উচ্চতম মার্গের ভিত্তিপ্রস্তর। 'আব্দুল-বাহা'র পরামর্শের সাথে তোমার আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি সংগতিপূর্ণ হতে দাও।"[২৮]**

লেখনিতে বর্ণিত এই নতুন মানুষের জাঁকজমকপূর্ণ গুণাগুণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চকচকে উজ্জ্বল, এবং আমরা এই "নতুন মনুষ্য জাতির" ক্ষমতা ও সক্ষমতার আভাস পেয়ে যেন অভিভূত। এই ধরনের অনুচ্ছেদ পড়ার পরে আমরা বিভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে পারি। আমরা মনে করতে পারি যে লেখনীগুলোর দ্বারা নির্ধারিত মান এতটাই আমাদের নাগালের বাইরে যে এটার মাধ্যমে জীবনযাপন করা অত্যধিক প্রচেষ্টা করাটা যেন বৃথা এবং ফলস্বরূপ মধ্যম পন্থার মধ্যে যেন পদস্খলন না হয়; এই ধরনের একটি অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে এটা বিশ্বাস করার জন্য প্রলুব্ধ করার অনুমোদন দিই যে শুধু অপ্রীতিকর আচরণ এড়ানোই যথেষ্ট। যেভাবেই হোক যখন কোনো একজন এমন শক্তিশালী বোধশক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয় তখন সে উপরের অনুচ্ছেদগুলোর ন্যায় উৎসাহের এক ধ্রুব উৎস এবং বৃহত্তর উচ্চতার অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়।

এছাড়াও আমরা আবদুল-বাহার ন্যায় ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণার আরেকটি উৎস পেয়ে আশীষপূতঃ হয়েছি, যিনি তাঁর পিতার শিক্ষার নিখুঁত উদাহরণ। যদিও সচেতনতার সহিত অবগত যে "আব্দুল-বাহা তার নিজ বলয়ের মধ্যে বিরাজমান এবং কোন মানুষ কখনোই তার উচ্চস্থানে পৌঁছানোর আশাও করতে পারে না। এরপরও আমরা তাঁর মধ্যে প্রতিটি বাহা'ই আদর্শের প্রতিফলিত মূর্ত প্রতীককে দেখতে পাই এবং তিনি যে আচরণের মানদন্ডের উদাহরণ নিজেই দিয়েছিল সেটির দিকে প্রয়াস অব্যাহত রাখে। তুমি এবং তোমার বন্ধুরা যারা এই কোর্সটি অধ্যয়ন করছে তারা উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে বাক্যাংশগুলো বেছে নিতে পার এবং আব্দুল-বাহার নিজ জীবনের উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনাবলিতে ঐসকল গুণাবলি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরই জীবনের গল্পগুলো থেকে "নিরাসক্ততার চরণ" আমাদের মনের মাঝে উকি দিয়ে পথ দেখায় যে এই জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যদিও আমরা এই জগতের মধ্যেই বিরাজমান। আমরা যখন "পবিত্রতার সুগন্ধ" নিয়ে ভাবি তখন আমরা জানি যে এটা তাঁরই "পোশাক" থেকে বিচ্ছুরিত যা "উচ্চতম রাজ্যের সেনাদল" কর্তৃক এর মাধুর্যের শ্বাস নিতে পারে এবং আমরা সেই গল্পগুলো মনে রাখি যা তাঁরই পরম পবিত্রতাকে চিত্রায়িত করে।

## পরিচ্ছেদ ১৪

এখন রূপান্তরের গভীর প্রক্রিয়াটি বিবেচনা কর যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঘটতে থাকে। বাহা'উল্লাহ বলেছেন:

**"আমার নিজের শপথ! সেই দিনটি ঘনিয়ে আসছে যখন আমরা জগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই গুটিয়ে নেব এবং এর পরিবর্তে একটি নতুন নিয়মতন্ত্রকে স্থাপিত করব।"[২৯]**

তিনি আমাদের আরও বলেন:

**"এই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই নতুন বিশ্ব নিয়মতন্ত্রের স্পন্দিত প্রভাবে বিশ্বের ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করেছে। এরই অনন্য কর্তৃত্ব মানবজাতির সুশৃঙ্খল জীবনে এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়েছে—যেটির অভিজ্ঞতা নশ্বর চক্ষু কখনও অবলোকন করেনি।"[৩০]**

এবং 'আব্দুল-বাহা নিশ্চিত করেছেন:

**"...ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বিশ্বকে আবৃত করবে; ঘৃণা ও শত্রুতা দূরীভূত হবে; জনগণের মধ্যে বিভক্তির কারণ জাতিগত বা জাতীয়তা যাই হোক না কেন তা বিলুপ্ত করা হবে; এবং যা ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংগতির তা নিশ্চিত করে এ ঠিক অগ্রসরমান করা হবে। অমনোযোগীরা তাদের গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে; অন্ধরা দেখতে পাবে; বধিরগণ শুনতে পাবে; যারা বোবা তারা কথা বলবে; রুগ্নগণ নিরাময় লাভ করবে; মৃতগণ পুনরুজ্জীবিত হবে; এবং যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি আসবে। শত্রুতাকে পরিবর্তিত করা হবে ভালোবাসায়; সকল ধরনের বিবাদ এবং বিবাদের মূল কারণগুলো দূর করা হবে; মানবজাতি সত্যিকারের সুখসাচ্ছন্দতা লাভ করবে। এই বিশ্ব স্বর্গীয় জগতকে প্রতিফলিত করবে; এবং উর্ধ্বরাজ্যের নিচে এই ধরণি হবে সিংহাসনস্বরূপ।"[৩১]**

অন্য এক পর্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন:

**"যা প্রথম দিকের ইতিহাসে মানবজাতির প্রয়োজনের নিরিখে প্রযোজ্য ছিল তা এই দিন এবং সময়ের নতুনত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার চাহিদাকে মেটানো বা পর্যাপ্তরূপে জোগান দিতে পারে না। মানবজাতি উদ্ভূত হয়েছে তার পূর্বেকার মাত্রার সীমাবদ্ধতা এবং প্রাথমিক প্রশিক্ষণ থেকে। মানুষকে এখন নতুন করে আবিষ্ট হতে হবে গুণাবলি এবং ক্ষমতা, নব নৈতিকতা, নব সক্ষমতার দ্বারা। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে নব বদান্যতা, অনুগ্রহ এবং পরিপূর্ণতা এবং ইতোমধ্যেই উহা তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে।"[৩২]**

এবং তিনি আমাদের উপদেশ দেন:

**"আমাদের অবশ্যই হৃদয় ও আত্মা সহকারে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে এই নির্ভরশীল বিশ্বের অন্ধকার দূর হতে পারে, উর্ধ্বরাজ্যের আলো যেন সমস্ত দিগন্তকে আলোকিত করে তোলে, মানবজাতির জগৎ যাতে আলোকিত হয়, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি যেন মানব আয়নার মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের আইন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক এবং পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল ঈশ্বরের ন্যায়সংগত সুরক্ষার নিচে শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বস্তি উপভোগ করবে।"**[৩৩]

একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, আমাদের জন্য সভ্যতার জাঁকজমকপূর্ণ জৌলুস যে গন্তব্যের জন্য নির্দিষ্ট তা কল্পনা করা কঠিন কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা অপর্যাপ্তরূপে অসম্ভব হবে। তবুও আমরা প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মাত্রায় এতটা অভিভূত হতে পারি না যে আমরা মনে করি এটা আমাদের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা ছাড়াই যাদুকরীভাবে ঘটবে। আমাদের দৃষ্টি বাহা'উল্লাহর বিশ্ব নিয়মতন্ত্রের উপর স্থির থাকা উচিত এবং আমাদের স্বীকার করা উচিত যে এমনকি ক্ষুদ্রতম কাজটিও এর নির্মাণে অবদান রাখতে পারে। সমাজে যে পরিবর্তন ঘটবে তা আরও অনুচিন্তন করতে, নিম্নলিখিত শব্দ বা বাক্যাংশগুলোর মধ্যে একটি ব্যবহার করে নীচের প্রতিটি বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ কর:

অদৃশ্য হওয়া, বিলুপ্ত করা, ছড়িয়ে দেওয়া, বিস্তৃত করা, আলোকিত, প্রতিষ্ঠিত করা,
পরিবর্তিত করা, অপসারিত করা, গুটিয়ে নেওয়া, দূর করা, অর্জন করা, আবৃত করা,
অগ্রসরমান করা, উপভোগ করা, আয়নার ন্যায় প্রতিফলন করা, উজ্জ্বলরূপে

ক) সেই দিনটি ঘনিয়ে আসছে যখন পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যা কিছু আছে তা _____ হবে।

খ) এমন দিন ঘনিয়ে আসছে যখন একটি নতুন বিশ্ব নিয়মতন্ত্র _____ হবে বর্তমানটির জায়গায়।

গ) ন্যায় ও ধার্মিকতা দ্বারা পুরো বিশ্বকে _____ হবে।

ঘ) ঘৃণা ও শত্রুতা _____ হবে।

ঙ) যা কিছু জনগণ, জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে বিভাজনের কারণ হোক না কেন সবই _____ হবে।

চ) যা কিছু ঐক্য, সম্প্রীতি ও মিলনকে নিশ্চিত করবে তা _____ হবে।

ছ) যুদ্ধকে _____ হবে শান্তিতে।

জ) শত্রুতার _____ সম্পন্ন হবে প্রেমের দ্বারা।

ঝ) বিবাদ ও কলহের মূল কারণ _____ হবে।

ঞ) মানবজাতি কর্তৃক প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দকে _____ হবে।

ট) এই বিশ্বে স্বর্গীয় রাজ্যকে _____ _____ হবে।

ঠ) অনিশ্চিত বিশ্বের অন্ধকার _____ হবে।

ড) উর্ধ্বরাজ্যের আলো সমস্ত দিগন্তে _____ জ্বলবে।

ঢ) মানবতা _____ হবে এ বিশ্বে ।

ণ) ঈশ্বরের বিধান উত্তমরূপে _____ হবে।

প) বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল ঈশ্বরের ন্যায়সংগত সুরক্ষার নীচে অবস্থান করবে এবং শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং উদ্বেগহীনতা _____ হবে।

## পরিচ্ছেদ ১৫

বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজে যে গভীর রূপান্তর ঘটবে তা শেষের দুটি অংশের অনুচ্ছেদ এবং অনুশীলন আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে। তিনি যে রূপান্তরটি কল্পনা করেছেন সেটির মাত্রা আরও বিবেচনা করতে, নীচের বিবৃতিগুলো পড়। প্রত্যেকেই ব্যক্তি বা সমাজের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যেমন ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা বা প্রেমময়-দয়া প্রকাশ করে। তথাপি পূর্ববর্তী অংশের অনুচ্ছেদগুলো সামান্য সন্দেহের অবকাশ ত্যাগ করে যে বাহা'উল্লাহ মানবজাতিকে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত আচরণের অনেক উচ্চমানের দিকে আহ্বান করেছেন। প্রতিটি বাক্যকে পুনঃপ্রকাশ করার চেষ্টা কর যাতে এটা তাঁর প্রত্যাদেশের দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ডকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রিত করে। তোমাকে সহায়তা করার জন্য প্রথম বিবৃতির একটি উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে।

ক) কোনো একজনের অবশ্যই তার হিংসার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তা দ্বারা গ্রাস হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

খ) আমাদের হৃদয় থেকে ঈর্ষার সামান্যতম চিহ্ন মুছে ফেলা উচিত ও অন্যদের সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করা দরকার।

ক) বন্ধু বা অপরিচিত যাই হোক না কেন আমরা যাদের সাথে দেখা করি এমন প্রত্যেকের প্রতি বিনয়ী হওয়া চাই।

খ) _____
_____
_____

ক) ঈশ্বর আমাদেরকে যে বস্তুগত সম্পদ দিয়েছেন তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন সর্বদা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করা উচিত।

খ) _____
_____
_____

ক) অন্যদের সাথে দ্বন্দ্বে না জড়ানোর কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত।

খ) _____
_____
_____

ক) নৈতিক জীবন যাপনের অর্থ হলো আমাদের কারোরই ক্ষতি করা উচিত নয়।

খ) _____

_____

_____

ক) শান্তিতে বসবাস করার জন্য, আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি, পটভূমি এবং ধর্মের লোকেদের প্রতি সহনশীল হতে শিখতে হবে।

খ) _____

_____

_____

ক) মানুষকে তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য উত্থিত হতে শিখতে হবে।

খ) _____

_____

_____

ক) আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাদের মননকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্কুলগুলোতে সম্ভাব্য সর্বোত্তম কর্মসূচি প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান দিয়ে উৎসর্গ করাটা সরকারের জন্য অপরিহার্য।

খ) _____

_____

_____

ক) অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য কারাগারগুলোর আধুনিকায়ন করতে হবে।

খ) _____

_____

_____

এখন নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে তুমি যে বাক্যগুলো লিখেছ সেগুলোর উপর অনুচিন্তন কর। প্রথমটি আমাদের চিন্তা করতে সাহায্য করে যে পার্থিব আকাঙ্ক্ষা থেকে আমাদের হৃদয়কে কতটা পরিশুদ্ধ হওয়া উচিত:

**"হে মৃত্তিকার সন্তান! সত্য সত্যই জানিয়া রাখ, যে হৃদয়ে অতি সামান্য ঈর্ষার ভাবও অবশিষ্ট থাকে, তাহা কখনো আমার চিরস্থায়ী রাজ্য লাভ করিবে না, আর আমার পবিত্র রাজ্য হইতে সঞ্চারিত পবিত্রতার সুমধুর সৌরভসমূহ অনুভব করিবে না।"**[৩৪]

আমাদের একে অপরের সাথে যেভাবে আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি কিছু অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে:

**"প্রেম এবং প্রেমময় দয়ার মনোভাব এতই তীব্র হতে হবে, যাতে অপরিচিত ব্যক্তি নিজেকে বন্ধু, শত্রুকে সত্যিকারের ভাই স্বরূপ, যেন তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বিদ্যমান নেই।"**[৩৫]

এই উদ্ধৃতিটি অনুগ্রহ প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক মনোভাবের উপর আলোকপাত করে:

**"হে ধুলির সন্তানগণ! ধনীগণকে দরিদ্রের মধ্যরাত্রির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সম্বন্ধে অবগত করাও, যেখানে অমনোযোগিতা তাহাদিগকে ধ্বংস করে, এবং তাহারা ঐশ্বর্য বৃক্ষের তাহাদের অংশ হইতে বঞ্চিত হয়। দান করা ও দানশীলতা আমারই গুণাবলি। অতএব সুখী সে যে আমার বিশেষণে নিজেকে বিভূষিত করে।"**[৩৬]

অন্যদের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা পড়ি:

**"তুমি প্রেমের আহ্বানকারী হও এবং সমস্ত মানবজাতির প্রতি সদয় হও। তুমি মানব সন্তানদের ভালোবাসো এবং তাদের দুঃখে অংশীদার হও। যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে তুমি হও। তোমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব দাও, বিশ্বাসের যোগ্য হও। প্রতিটি ক্ষতের যন্ত্রণার জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ, তোমার প্রভুর আরাধনায় তুমি নিযুক্ত হও এবং তোমার জিহ্বাকে শিথিল করো। এবং তোমার মুখমণ্ডল ঈশ্বরের প্রেমের আগুনে উজ্জ্বল হতে দাও, তোমার এক মুহূর্তের জন্য অবসরের স্বস্তির নিশ্বাস নিতে চাইবে না যাতে তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতীক এবং তার অনুগ্রহের একটি পতাকা হয়ে উঠতে পারো।"**[৩৭]

এবং নৈতিক আচরণের প্রশ্নে আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়:

**"নিষ্ক্রিয় উপাসনাকে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছিল যে দিনগুলোতে তা আজ শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় এসেছে যখন নির্ভেজাল বিশুদ্ধতার কাজের দ্বারা সমর্থিত শুদ্ধতম উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই সর্বোচ্চের সিংহাসনে আরোহণ করতে এবং তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"**[৩৮]

বিভিন্ন পটভূমির লোকেদের সাথে ভাগাভাগি করার জন্য, এই অনুচ্ছেদটি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে:

**"পৃথিবীর সকল জাতি, আত্মীয়স্বজন ও ধর্মের লোকদের সাথে পরম সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, দয়া, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সহিত মিলিত হও, যাতে সমগ্র জগৎ বাহার করুণার পবিত্র আনন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই অজ্ঞানতা, শত্রুতা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে পারে এবং বিশ্বের জনগণ এবং আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার একতার আলোর পথ দেখাতে পারে। যদি অন্যান্য জনগণ ও জাতিবর্গ তোমার প্রতি অবিশ্বাসের কারণ হয় তবে তুমি তাদের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর, এবং তারা যদি তোমার সাথে অন্যায় করে তবুও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার দেখাও, তারা যদি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে তবে তোমার দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট কর, তারা যদি তাদের শত্রুতা দেখায় তাদের প্রতি তুমি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ কর, তারা যদি তোমার জীবনকে বিষিয়ে তোলে তবুও তাদের আত্মাকে মধুর করে তোল, তারা যদি তোমাকে আঘাত করে তাহলে তুমি তাদের ক্ষতের যন্ত্রণার উপশমকারী হও। এসব কিছুই হচ্ছে একজন বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্য! ওইসব কিছুই হলো সত্যবাদীর বৈশিষ্ট্য!"**[৩৯]

নীচের উদ্ধৃতি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে একতা সম্পর্কে সচেতনতা মানবজাতির সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে:

**"আমি আশা করি যে তোমরা প্রত্যেকে ন্যায়পরায়ণ হবে এবং তোমার চিন্তাভাবনাগুলোকে মানবজাতির ঐক্যের দিকে নির্দেশ করবে; যাতে তোমার প্রতিবেশীদের তুমি ক্ষতি করবে না বা মন্দ কথা বলবে না, সে যে কেউ হোক না কেন; তুমি সমস্ত মনুষ্যত্বের অধিকারকে সম্মান করবে এবং আরও উদ্বিগ্ন হবে নিজের স্বার্থের চেয়ে অন্যের স্বার্থের প্রতি।"**[৪০]

শিক্ষার সুযোগের জন্য নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করে:

**"বাহা'উল্লাহ ঘোষণা করেছে যে অজ্ঞতা এবং শিক্ষার অভাব যেহেতু মানবজাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বাধা, তাই সকলকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। এই বিধানের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব দূর করা হবে এবং মানবজাতির ঐক্য আরও অগ্রগতি এবং অগ্রসরমান হবে। সর্বজনীন শিক্ষা একটি সর্বজনীন আইন।"[৪১]**

বিচার পরিচালনা প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি পড়ি:

**"ঐশ্বরিক সভ্যতা, যাই হোক, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে এতটাই প্রশিক্ষিত করে যে, সামান্য কিছু ব্যতীত কেউই অপরাধ করবে না। এইভাবে সহিংস এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে এবং তাই জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদের আলোকিত করা এবং তাদের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ করে তোলা যাতে তারা শাস্তি বা প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই সমস্ত অপরাধমূলক কাজকে পরিহার করবে, প্রকৃতপক্ষে, তারা একটি অপরাধের কাজকে স্বয়ং এক বড় অসম্মান হিসেবে দেখবে তা যেন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি।"[৪২]**

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলোর উপর অনুচিন্তনের পর তোমার লেখা বিবৃতিগুলো তুমি পর্যালোচনা করতে এবং সেগুলো কীভাবে সম্প্রসারিত করতে পার তা বিবেচনা কর।

## পরিচ্ছেদ ১৬

আমরা এখানে দু'ধরনের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলেছি যা একক ব্যক্তি তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা দেখেছি কীভাবে এই উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আজকের তরুণদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় যা তা হলো তাদের উপলব্ধির প্রকৃতিকে শক্তিশালী করা এবং ব্যক্তি ও সমাজে রূপান্তরের মাত্রা যেভাবে লেখনিতে কল্পনা করা হয়েছে সে মোতাবেক তার প্রতি বোধশক্তি জাগ্রত করা। আমাদের যা বুঝতে হবে তা হলো পরিবর্তনের এই দুটি প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে যুক্ত। একজন ব্যক্তির নৈতিক মানদণ্ড এবং আচরণের জন্য একজনের সম্ভাবনার বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাকে আলাদা করা যায় না এবং উহার পরিবেশকে গঠন করে এবং ফলস্বরূপ, এটা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রিয় অভিভাবকের পক্ষে লেখা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে:

**"আমাদের বাইরের পরিবেশ থেকে আমরা মানুষের হৃদয়কে আলাদা করতে পারি না এবং বলতে পারি যে একবার এর মধ্যে একটি সংস্কার করা হলে সবকিছুর উন্নতি হবে। বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে জৈবিক দেহের ন্যায়। তার অভ্যন্তরীণ জীবন পরিবেশকে ছাঁচে ফেলে এবং নিজেও এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অন্যের উপর কাজ করে এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি স্থায়ী পরিবর্তন এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।"[৪৩]**

উপরের উদ্ধৃতির আলোকে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর:

_____ ব্যক্তি তখনই পরিবর্তিত হবে যখন সমাজকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হবে।

_____ সমাজের অসুস্থতা তখনই সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে যখন এর একক সদস্যরা আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে।

_____ যখন ন্যায্য আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন সমাজ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে সেক্ষেত্রে একক ব্যক্তি যেভাবেই আচরণ করুক না কেন।

_____ সমাজ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে যখন প্রত্যেক একক ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হতে চেষ্টা করবে।

_____ একটি সমাজের সকল সদস্য ন্যায়পরায়ণ হতে পারে যদিও তাতে পরিচালিত আইনি ব্যবস্থা অন্যায্য হয়।

_____ একজন একক ব্যক্তির আচরণ সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

_____ একটি ন্যায়সংগত সমাজ তৈরির প্রচেষ্টার ফলাফল হচ্ছে ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ণ ও সত্য-অনুসন্ধানী হতে প্রশিক্ষিত করার জন্য এক যথার্থ কাঠামো।

_____ কেউ তার সামাজিক পরিবেশের প্রভাব থেকে রেহাই পায় না।

_____ মানুষ তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সামাজিক পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারে।

_____ মানবজাতির একত্বকে সবাই স্বীকার করলে কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে।

_____ কুসংস্কার তখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে যখন সমাজ তার আইন ও প্রতিষ্ঠানে সকল বৈষম্যের চিহ্ন মুছে ফেলবে।

_____ ন্যায্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং বাস্তবতা অনুসন্ধানের জন্য আত্মার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং সকলের সাথে প্রেমপূর্ণ ও সহানুভূতির সাথে মেলামেশা করার মাধ্যমে প্রতিটি ধরনের কুসংস্কার দূর করা যেতে পারে।

_____ যখন সবাই বিশ্বাস করবে যে মানবজাতি এক তখনই আমাদের ঐক্য অর্জিত হবে।

_____ বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একক ব্যক্তি ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন।

## পরিচ্ছেদ ১৭

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত ধারণাগুলো আমাদের সেবাদানের প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনে। কারণ সেবাদানের ক্ষেত্রেই আমরা সমাজে আমাদের সম্ভাবনা এবং প্রভাব পরিবর্তনের বিকাশ ঘটাতে পারি। সামাজিক রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে সেবার জন্য জীবনব্যাপী নিবেদিত থাকা এবং এটার বিশদ বিবরণ নিস্প্রয়োজন। যাইহোক, যে বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন তা হলো সেবাদান এবং একক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক। নিচে কার্যকলাপের একটি তালিকা রয়েছে। এর প্রত্যেকটি সম্পাদন করতে এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সেখানে অনেক আধ্যাত্মিক গুণাবলি একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট অনুশীলনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে একটি বা দুটি গুণ এবং মনোভাব বেছে নাও যা প্রতিটি কার্যকলাপের সাথে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় এবং বর্ণনা করার চেষ্টা কর কীভাবে তারা এটা সম্পাদন করার জন্য ব্যক্তির সক্ষমতায় অবদান রাখে।

ক) মহল্লা বা গ্রামে নিয়মিত ভক্তিমূলক সভার আয়োজন করা: _____

_____

_____

খ) ধর্মের শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে পরিদর্শনের একটি টেকসই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা এবং সহযোগিতা বন্ধনকে শক্তিশালী করা: _____

_____

_____

গ) গ্রাম বা মহল্লায় শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করা: _____

_____

_____

ঘ) একটি কিশোর দলের প্রচেষ্টায় বর্ধিত সময়ের জন্য সহায়তা প্রদান করা যেখানে একজন অ্যানিমেটর এর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন: _____

_____

_____

ঙ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক অগ্রসরমান করা শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত দেখা করা যাদের অল্পবয়সী সন্তান রয়েছে এবং তাদের পুত্র ও কন্যাদের বিকাশের বিষয়ে সঠিক কেন্দ্রবিন্দু করে কথোপকথনে জড়িত হওয়া: _____

_____

_____

উপরের অনুশীলনটি আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করেছে যে কীভাবে আধ্যাত্মিক গুণাবলি এবং মনোভাব একজন একক ব্যক্তির সেবামূলক কাজগুলো সম্পাদন করার সক্ষমতায় অবদান রাখে। কিন্তু এটা সমানভাবে সত্য যে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন একক ব্যক্তি এই ধরনের গুণাবলীর বিকাশ ও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়। নিচে কয়েকটি আধ্যাত্মিক গুণাবলি রয়েছে যা আমরা সকলেই অর্জন করার চেষ্টা করছি। প্রতিটি দলের জন্য, উপরের ক্রিয়াকলাপগুলোর মধ্যে একটি বেছে নাও এবং বর্ণনা কর যে এটা যেভাবে সম্পাদন করে তার গুণাবলীর বিকাশে অবদান রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর।

ক) সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং ন্যায়বিচার: _____

_____

_____

_____

_____

খ) সহনশীলতা এবং দয়ার্দ্রতা: _____

_____

_____

_____

_____

গ) পবিত্রতা, আন্তরিকতা এবং উজ্জ্বলতা: _____

_____

_____

_____

_____

ঘ) সাহস, ঈশ্বরের উপর আস্থা এবং বিনম্রতা: _____

_____

_____

_____

_____

ঙ) ত্যাগ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বশ্যতা স্বীকার: _____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৮

সেবাদান আমাদের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। আমরা যখন নিঃস্বার্থ সেবাদানের মনোভাব দ্বারা সজীব হই, তখন আমাদের প্রত্যেকটি মিথস্ক্রিয়া, আমাদের পেশাগত জীবনে আমরা অন্যদের সাথে আমাদের আচরণে, আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে—এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবুও আমরা যে কোনো ধরনের সেবাদানই প্রদান করি না কেন, আমরা এই সত্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকি যে বাহা'উল্লাহর বাণী বিশ্ববাসীর কাছে প্রচারের জন্য একটি কাঠামোগত পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে এমন একটি বার্তা আহ্বান জানায় মানবজাতির একত্ব ঘোষণা করে। এর একীকরণ এবং আইন এবং নীতি, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে, যা একাই ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য অতীতে দেখা যে কোনো কিছু থেকে আমূল আকারে ভিন্ন একটি নমুনা উপস্থাপন করতে পারে। 'আব্দুল-বাহা নিজেই এটিকে চিত্রায়িত করেছেন যেখানে এই পরিকল্পনাটি বিশ্বের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের চেয়ে কম কিছু নয়, এবং যেহেতু এটা স্বতন্ত্র পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে উদ্ভাসিত হয় এবং আরও বেশিসংখ্যক মানুষ এর বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে, "সমাজের পরিচিত দ্বন্দ্বের একটি দৃশ্যমান বিকল্প হয়ে উঠছে।" এটার জন্য—স্বর্গীয় পরিকল্পনা—আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করা উচিত। এটিকে প্রিয় অভিভাবক "সবচেয়ে মহান নামের সৃজনশীল শক্তির মাধ্যমে তৈরি করা সবচেয়ে শক্তিশালী পরিকল্পনা" হিসেবে উল্লেখ করে। এটিকে "সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে" তিনি আমাদের বলেন,

> **"প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এটা দ্রুতগতি লাভ করে সমস্ত দেশে-প্রদেশে এবং বিভিন্ন জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে বাধাগুলোকে ছিন্ন করে দিচ্ছে। এর হিতকর ক্রিয়াকলাপের পরিধিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রসারিত করে এবং এর অন্তর্নিহিত শক্তির আরও আকর্ষণীয় লক্ষণ প্রকাশ করে যখন এটা সমগ্র গ্রহের আধ্যাত্মিক বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়।"**[৪৪]

ঐশ্বরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের চেতনা বিশ্বের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়বে, একক ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনকে পরিবর্তন করবে। শৌগী এফেন্দি আরও নিশ্চিত করেছেন যে,

> **"মানবজাতির জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনার বিবর্তনের ফলস্বরূপ ইহার চূড়ান্ত এবং বিজয় মুকুট অর্জনের পর্যায়, একটি বিশ্ব সভ্যতার জন্মের সংকেত হিসেবে প্রমাণিত হবে, মানবজাতির ইতিহাসে এর পরিসর, এর চরিত্র এবং শক্তিতে অতুলনীয়—যে সভ্যতাকে উত্তরসূরিগণ এক কণ্ঠে বাহা'উল্লাহর বিধানের স্বর্ণ যুগের সবচেয়ে উত্তম ফলাফল হিসেবে প্রশংসা করবে..."**[৪৫]

ঐশ্বরিক পরিকল্পনার উন্মোচনের প্রতিটি ধাপে ধর্মের প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণয়ন চালু করা বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনাগুলোর প্রত্যেকটিই একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এটা পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় প্রাপ্ত অর্জন এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিকল্পনা "বিভিন্ন নীতি, ধারণা এবং সার্বজনীন কৌশলগুলোর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে প্রাসঙ্গিকতা" যে এন্টারপ্রাইজে আমরা নিযুক্ত রয়েছি এবং

সেটি "কর্মকাণ্ডের জন্য একটি কাঠামোতে স্ফটিক আকার লাভ করছে। এই কাঠামোটিই আমাদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডকে আকার দেয় এবং নিশ্চিত করে যে আমরা যা করি তাতে আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ক্ষেত্রে তোমরা ইহার প্রকৃতি অন্বেষণ করার সুযোগ পাবে। ভবিষ্যৎ গতিপথ এই ক্রমবর্ধমান কাঠামোর আপাতত এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে এটার অস্তিত্ব স্থানীয় পর্যায়ে "ব্যক্তির একটি সম্প্রসারিত নিউক্লিয়াস" এর জন্য "একটি নতুন বিশ্ব নিয়মতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে" জনগণকে ধাবিত করা সম্ভব করে তোলে।" এরই আলোকে, ২০১৩ সালে বিশ্বব্যাপী সিরিজ আকারে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় কর্তৃক লেখা বার্তা ব্যাখ্যা করে:

**"অনেক দশক পরে নিরলস শ্রমের মাধ্যমে বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্পর্কে আরও পর্যাপ্ত উপলব্ধি অর্জনের জন্য এবং এটার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলোকে প্রয়োগ করার জন্য এই সুদূরপ্রসারী সম্প্রদায়ের বিশ্ব-আলিঙ্গনকারী কর্মকাণ্ডের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামোর উত্থান সম্ভবপর হয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে তুমি সৌভাগ্যবান যেহেতু তুমি এখন এগুলোর বাস্তবায়নে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছো। তুমি যে সম্মেলনে যোগদান করেছ, তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সেই অবদান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য। যেহেতু যে কোনো একজন তরুণের দ্বারা করা যেতে পারে যে বাহা'উল্লাহর আহ্বানের উত্তর দিতে এবং সেই শক্তিকে অবমুক্ত করে দিতে সাহায্য করতে চায়।"**[৪৬]

এবং একই বার্তা আরও উল্লেখ করে:

**"সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা উপস্থাপিত সম্ভাবনাগুলো বিশেষত সম্প্রদায় নির্মাণের কাজে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, একটি প্রক্রিয়া যা অনেক গুচ্ছে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিবেশী এলাকা এবং গ্রামগুলোতে গতি লাভ করছে যা তীব্র কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তরুণরা প্রায়শই এর অগ্রভাগে থাকে। এই ব্যবস্থাপনার কাজ শুধু বাহা'ই যুবকদের নয় বরং, যারা বাহা'ইদের সূচনা করেছে তারাও ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পারে এবং এই ধরনের জায়গায় একতা এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তরের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে গ্রহনশীল হৃদয়ে বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশ এবং আজকের বিশ্বের জন্য তাঁর বার্তার প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয় যখন সমাজের অনেক অংশ নিষ্ক্রিয়তা এবং উদাসীনতাকে আমন্ত্রণ জানায় বা আরও জঘন্য নিজের এবং অন্যদের জন্য ক্ষতিকারক আচরণকে উৎসাহিত করে যেখানে এটা একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য। তাদের দ্বারা নিবেদন করা হয় যারা সম্প্রদায়ের জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ আদর্শ নমুনা এবং চলমান রাখার জন্য জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।"**[৪৭]

এবং এই বাণীর সাথে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় অন্য একটি বার্তায়, বাহা'ই যুবকদের এবং যারা সেবার জীবনের উচ্চমান বৃদ্ধিতে তাদের সাথে যোগ দিতে চায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে:

**"প্রত্যেক প্রজন্মের তরুণ বিশ্বাসীদের নিকট মানবজাতির ভাগ্যের পরিবর্তনে অবদান রাখার একটি সুযোগ আসে এক্ষেত্রে তাদের জীবনের সময় হচ্ছে অনন্য। বর্তমান প্রজন্মের জন্য সময় এসেছে সেবার জীবনব্যাপী সেবাদানের মুহূর্ত ঠিকভাবে প্রতিফলিত করার, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার, ইস্পাতের ন্যায় মজবুত হওয়ার যা থেকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ প্রবাহিত হবে। পবিত্র আরাধনার প্রবেশদ্বারে আমাদের প্রার্থনায়, আমরা প্রাচীনতম সৌন্দর্যের কাছে অনুনয় করি যে, একটি বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং বিভ্রান্ত মানবতা থেকে তিনি স্পষ্ট দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মাকে বাছাই করতে পারেন: তারুণ্য যার সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা অন্যদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে নিযুক্ত নয় এবং যারা তাদের নিজস্ব কোনো ত্রুটি দ্বারা অচল এমন নয়; যুবক যারা প্রিয় মাস্টারের দিকে তাকাবে এবং 'যাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বৃত্তে যারা বাদ পড়েছে তাদের যুক্ত কর': যুব সমাজ যাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতনতা তাদের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত**

**করে এবং এর রূপান্তর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায় না; যুবকগণ যে কোনো মূল্য যাই হোক না কেন বৈষম্যকে অতিক্রম করতে অস্বীকার করবে যদিও বহু বিগ্রহকে অতিক্রম করবে এবং পরিবর্তে পরিশ্রম করবে যাতে 'ন্যায়বিচারের আলো সমগ্র বিশ্বে ইহার দীপ্তি ছড়িয়ে দিতে পারে।"[৪৮]**

উপরের উদ্ধৃতিগুলো তোমার মনে সামান্য সন্দেহের জন্ম দিতে পারে যে যুবকদের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার সেবাকারীদের সামনের সারিতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এই অনুচ্ছেদটি শেষ করতে ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশের একটি সিরিজে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় দ্বারা লিখিত নিম্নলিখিত বার্তাটি অনুচিন্তন করা তোমার পক্ষে সহায়ক হবে:

"যেহেতু যুব সমাজের এই প্রজন্ম সমাজের বিষয়গুলো পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এটা একটি বিস্ময়কর বৈপরীত্যের মুখোমুখি হবে। একদিকে, এই অঞ্চলটি বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য গর্ব করতে পারে। অন্যদিকে, এটা ব্যাপক দারিদ্র্য হ্রাস করতে বা ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এড়াতে ব্যর্থ হয়েছে যা এর জনগণকে নিমজ্জিত করার হুমকি দেয় এবং প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার—এই সমাজ কি ইহার বিশাল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অন্যায় অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে এর তন্তুকে ছিন্ন করে আলাদা করছে?

**"এই প্রশ্নের উত্তর, যেমনটি বহু দশকের বিতর্কিত ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, রাজনৈতিক আবেগ, শ্রেণীস্বার্থের বিরোধপূর্ণ অভিব্যক্তি, বা প্রযুক্তিগত প্রণালীতে পাওয়া যায় না। এর সফল প্রয়োগের পূর্বশর্ত হিসেবে যা একটি আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বলা হয়। নিশ্চিত থাকুন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উপায়ের প্রয়োজন আছে তা তোমাদের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তুমিই এমন একটি অনুঘটকের জোগান দিতে সক্ষম হবে এক প্রণালীস্বরূপ।"[৪৯]**

১। শেষের বার্তাটি জিজ্ঞাসা করে যে এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী একটি সমাজ কেন এটিকে ছিন্নভিন্ন করেও অন্যায় অপসারণ করতে অক্ষম হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে উত্তরটি রাজনৈতিক আবেগ, শ্রেণীস্বার্থের বিরোধপূর্ণ অভিব্যক্তি বা প্রযুক্তিগত প্রণালীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রণালীকে তুমি যে সমাজে বসবাস করো সে সম্পর্কে চিন্তা কর এবং নিম্নলিখিতগুলোর প্রতিটির একটি উদাহরণ দাও:

ক) একটি রাজনৈতিক আবেগ যা সমাজকে চিহ্নিত করে: _____
_____
_____
_____

খ) সমাজে শ্রেণীস্বার্থের কিছু পরস্পরবিরোধী অভিব্যক্তি: _____
_____
_____
_____

গ) একটি প্রযুক্তিগত কার্যপ্রণালি রেসিপি যা সমাজ অনুসরণ করেছে: _____
_____
_____
_____

২। সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের বিবৃতি অনুসারে সামাজিক অসুস্থতা দূর করার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উপায়সমূহের সফল প্রয়োগের পূর্বশর্ত কী? _____

_____

৩। সমাজের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের বিবৃতি আমাদের কী বলছে? _____

_____

৪। ন্যায় বিচারালয় কাকে এমন একটি মাধ্যম বলে মনে করে যার মাধ্যমে মানবতার কাছে বাহাউল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে? _____

_____

এখন, উপরের চিন্তাভাবনাগুলো মাথায় রেখে এই কোর্সটি অধ্যয়নরত তোমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবে কীভাবে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে তরুণগণ সমাজের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রণালি ( চ্যানেল) হিসেবে কাজ করতে সক্ষম।

## পরিচ্ছেদ ১৯

নিঃসন্দেহে শেষ অংশের শেষে আলোচনা তোমাকে আরও ভাবতে বাধ্য করেছে যে ধর্মের অগ্রযাত্রায় তরুণদের ভূমিকা পালন করতে হবে। *গড পাসেস বাই* থেকে নীচের অনুচ্ছেদে, শৌগী এফেন্দি ধর্মের প্রথম দিকের বীরদের (চ্যাম্পিয়নদের) একটি প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছেন, যাদের বীরত্বপূর্ণ কাজগুলো যুগে যুগে মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে যে অনেকেই অল্পবয়সী ছিলেন, আমরা এখানে তাদের অসামান্য গুণাবলি বর্ণনা করার জন্য প্রিয় অভিভাবক প্রদত্ত শব্দগুলোর ওপর অনুচিন্তন করব। এটা করার আগে তুমি নিম্নলিখিত শব্দকোষটি পড়াটা দরকারি বলে মনে করতে পারো:

| | |
|---|---|
| উল্কার ন্যায়: | এটা উল্কার মতো; এক লেজ সদৃশ আলোকিত পথ দ্রুত আকাশে জুড়ে প্রদর্শিত হয় এবং চলাচল করে |
| ভ্রমণকারী: | পুরো জায়গা জুড়ে ভ্রমণ |
| অন্ধকারাচ্ছন্ন: | মলিন এবং বিষণ্ন |
| উপগ্রহ: | মহাকাশীয় বস্তু যা অন্য একটি বড় আকারের বস্তুকে প্রদক্ষিণ করছে |
| ছায়াপথ: | আকাশে তারার এক বৃহৎ সমষ্টি |
| বিকিরণ: | আলোক রশ্মি প্রেরণ |
| দ্যুতিময়: | তীব্র তাপে জ্বলজ্বল করছে; আকর্ষণীয়ভাবে উজ্জ্বল |
| উদ্ভাবিত: | সম্প্রতি অস্তিত্বে এসেছে |
| প্রতিযোগিতা: | বিজয়ের লড়াই |
| অগ্রযাত্রী (ট্রেইল ব্রেকার): | অগ্রগামী |
| চক্রান্ত:গোপন | পরিকল্পনা |
| দুরাচার: | দুর্নীতি, দুষ্টতা |
| ব্যাপক: | বিস্তৃত পরিসরের; অপ্রতিরোধ্য |
| ধর্মানুরাগ: | ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতি ভক্তি |
| উৎসাহ: | অনুভূতির তীব্রতা |

| | |
|---|---|
| সিংহ সদৃশ: | সিংহের মতো |
| পরিত্যাগ: | ত্যাগ করা; বাদ দেওয়া |
| স্থিরসংকল্প: | শক্তিশালী উদ্দেশ্য |
| গ্রানাইট-সদৃশ: | দৃঢ়তা এবং সহনশীলতায় অদম্য |
| আশ্চর্যজনক: | আশ্চর্যজনক মহত্ত্বের |
| শ্রদ্ধা: | শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় |
| বিভ্রান্তিকর: | বিভ্রান্তিকর; হতবুদ্ধিকর |

প্রিয় অভিভাবক লিখেছেন:

**"আমরা যখন দেখছি এক দুর্দান্ত নাটক তখন এটার অভিনয়ের প্রথম পর্বগুলো পর্যবেক্ষণ করি যেখানে এর প্রধান অগ্রনায়ক বাব-এর ব্যক্তিত্বকে যিনি শিরাজের দিগন্তে উল্কার ন্যায় উঠে পারস্যের অন্ধকার আকাশের দক্ষিণ থেকে উত্তরে দ্রুততার সহিত অতিক্রম করে এবং পতন হয় দুঃখজনক দ্রুততার সাথে ও গৌরবের আগুনে প্রাণ হারান। আমরা তার উপগ্রহগুলোকে দেখতে পাই এমনভাবে যারা ঈশ্বরে-মতুয়ারা বীর যারা তাদের অগ্রনায়কের ন্যায় একইভাবে গ্যালাক্সির মতো সেই একই দিগন্তের উপরে উদিত হয়, সেই একই ভাস্বর আলোকে আলোকিত করে, সেই স্ব-একই দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ও ঈশ্বরের নতুন জন্ম নেওয়া ধর্মের জন্য তাদের অবিরতভাবে ভরবেগের গতিতে এক অতিরিক্ত প্রেরণাস্বরূপ অর্পণ করে।...**

**যে-সব বীরদের কাজগুলো এই ভয়ংকর আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতার ঐতিহাসিক লিপিতে জ্বলজ্বল করে। যেক্ষেত্রে একযোগে জনগণ, যাজক, রাজা এবং সরকার জড়িত হয়ে এত ষড়যন্ত্র, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, নিষ্ঠুরতা, কুসংস্কার এবং ভীরুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যাদের মধ্যে তারা ছিলেন বাবের নির্বাচিত শিষ্য, জীবন্ত অক্ষরমালা এবং তাদের সঙ্গীরা, নতুন দিনের অগ্রগামী পথিকরা। যারা ছিলেন এক উচ্চাভিলাষী, অদম্য এবং বিস্ময়কর উদ্দীপক, আশ্চর্যজনকভাবে গভীর জ্ঞানের, বাগ্মিতার শক্তিতে প্রসারিত, এক অসামান্য ধার্মিকতায় মতুয়ারা, সাহসিকতায় এক সিংহ সদৃশ প্রচণ্ডতা। সাধুতাপূণ বিশুদ্ধতায় আত্মত্যাগ, সংকল্পের দৃঢ়তা যেন গ্রানাইটের মতো, তার সুদূর পরিসরে অসাধারণ এক দৃষ্টি, তাঁদের বার্তাবাহক ও ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা, উদ্বেগজনকভাবে বিরোধীদের বোঝানোর শক্তি, বিশ্বাসের এক মানদণ্ড এবং এক আচরণবিধি যা তাদের দেশবাসীর জীবনকে চ্যালেঞ্জ ও বৈপ্লবিকভাবে আলোড়িত করেছে।"[৫০]**

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

ক) চিরঞ্জীবের বর্ণমালা এবং তাদের সঙ্গীরা নিযুক্ত ছিল _____এক প্রতিযোগিতায় ।

খ) একযোগে জড়িত এই প্রতিযোগিতায় _____ , _____ , _____ এবং _____।

গ) ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের নায়করা ষড়যন্ত্র, অজ্ঞতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতার, কুসংস্কার এবং কাপুরুষতার বিরোধিতা করেছিলেন এমনভাবে যেন

_ একটি আত্মা, _____,_____এবং _____,

_ তাদের জ্ঞান _____,

_ তাদের বাগ্মিতা _____,

_ তাদের ধার্মিকতা _____,
_ তাদের সাহস _____,
_ তাদের আত্মহারা _____,
_ এক সংকল্প _____,
_ এক দূরদৃষ্টি _____,
_ বার্তাবাহক ও ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা _____, _____,
_ এক একাগ্রচিত্ততা _____,
_ বিশ্বাসের এক মানদন্ড এবং এক আচরণবিধি _____
_____

_____

২। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে প্রিয় অভিভাবক কর্তৃক বিবৃত ধর্মের প্রাথমিক যুগের নায়কগণ যে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটির উদ্দেশ্য কি ছিল? _____

_____

_____

_____

৩। আজকের দিবসে যারা যুব তারা যখন স্বর্গীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে তারা কি তাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় সেই একই আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত? _____

_____

_____

_____

৪। আজকের দিবসে যারা যুব তাদের প্রতিযোগিতা কীভাবে ধর্মের প্রাথমিক যুগের বীরগণ যে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতা করেছিলেন সেটির অনুরূপ? _____

_____

_____

_____

৫। আজকের দিবসে যারা যুব তারা কীভাবে ধর্মের প্রাথমিক বীরত্বের যুগে তাদের আধ্যাত্মিক ভাই-বোনের ন্যায় সেই একই আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত থেকে সফলতা অর্জন করবে?

_____

_____

_____

পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাওয়ার পূর্বে তুমি সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় দ্বারা লিখিত একটি বার্তা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের ওপর অনুচিন্তন করতে পার:

**"যখন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বাব তাঁর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব বিশ্বের কাছে তাঁর বিপ্লবী বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল, তখন তাঁর শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছিলেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ ছিলেন, এমনকি বাবের থেকেও কম বয়সী। তাদের বীরত্ব, সর্বক্ষেত্রে অমর। *দ্য ডন-ব্রেকার্স*-এ এর উজ্জ্বলতার তীব্রতা, আগামী শতাব্দীর মানব ইতিহাসের ইতিহাসকে আলোকিত করবে এভাবেই এক আদর্শ নমুনা যাতে প্রতিটি প্রজন্মের**

**যুবক, একই ঐশ্বরিক উদ্দীপনা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বিশ্বকে নতুন করে নির্মাণ করার জন্য, মানবজাতির জীবনকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে উন্মোচন করার সর্বশেষ পর্যায়ে অবদান রাখার সুযোগটি গ্রহণ করেছে। এটা এমন এক আদর্শ নমুনা যা বাবে'র সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি।"[৫১]**

## পরিচ্ছেদ ২০

ক্রমাগত সংকট এবং বিজয়ের চক্রের মধ্য দিয়ে প্রতিটি প্রজন্মের যুবকরা উষা আনয়নকারীদের দ্বারা উদ্দীপ্ত পথ অনুসরণ করেছে এবং বাহা'র কার্যকলাপের অগ্রভাগে থেকেছে, মানবজাতির কাছে বাহা'উল্লাহর বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় লিখেছেন:

**"বাহা'ই যুগের শুরু থেকেই, যুবকরা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাব নিজেই যখন তাঁর ধর্মকে ঘোষণা করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর, যখন চিরঞ্জীবের বর্ণমালার মাঝে অনেকেই ছিল তার চেয়েও কম বয়সী। প্রিয় মাস্টারকে ইরাক ও তুরস্কে তাঁর পিতার সেবায় গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়েছিল, এবং তার ভাই পবিত্রতম শাখা বাইশ বছর বয়সে পরম মহান কারাগারে ঈশ্বরের কাছে তার জীবন সমর্পণ করেছিলেন। যাতে ঈশ্বরের সেবকরা 'উজ্জীবিত হতে পারে, এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলে একত্রিত হতে পারে' শৌগী এফেন্দি অক্সফোর্ডের একজন ছাত্র ছিলেন যখন তার উপর অভিভাবকত্বের সিংহাসনে আরোহণের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং বাহা'উল্লাহর বীর হিসেবে খ্যাত অনেকেই যুব ছিলেন যারা দশ বছরের ক্রুসেডের সময় অমর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।"[৫২]**

১৯৮৪ সালে লেখা একটি বার্তায় সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় অতীতের নায়কদের ন্যায় অতি সাম্প্রতিক সময়ের একই ধরনের অবদানকে স্মরণ করে তাদের শ্রদ্ধা জানায় নিম্মোক্তরূপে:

**"উদাহরণস্বরূপ, শিরাজে বিগত গ্রীষ্মে ছয়জন যুবতীর ঘটনা বিবেচনা কর, তাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর, যাদের জীবন জল্লাদের ফাঁদে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। সকলেই তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রলোভনের চেষ্টার সম্মুখীন হয়েছিল; সবাই অস্বীকার করতে প্রত্যাখান করেছিল, তাদের প্রাণপ্রিয় শিশু এবং যুবকদের দ্বারা বারবার দেখানো বিস্ময়কর দৃঢ়তার বিবরণ দেখুন তারা শিক্ষক এবং ধর্মীয় নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হয়েছিল এবং তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করার জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের সম্প্রদায়ের উপর এত নিষ্ঠুরভাবে আরোপিত বিধিনিষেধের অধীনে রাখা হয়েছিল। সারা দেশে বাহা'ই প্রতিষ্ঠানের অধীনে তাদের শক্তি প্রয়োগ করে এই বিশুদ্ধ কাজগুলোর চেয়ে বেশি উপযুক্ত বাচনভঙ্গি তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারে না। নিঃস্বার্থ এবং নিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে বাহা'ইদের বিশ্বাসের জন্য এত বড় মূল্য নেই বা বীরদের চেয়ে বেশি ইচ্ছুক, দীপ্তিময় বাহক পাওয়া যাবে না ইরানের বাহা'ই যুবক। তাহলে এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যাবে না যে তুমি যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা এমন একটি অসাধারণ সময়ে বসবাস করছ, এমন সাক্ষী তোমার ইরানের বন্ধু সহযাত্রীদের বীরত্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উদাহরণ এবং এই ধরনের চলাফেরার স্বাধীনতার অনুশীলন যেন 'বাতাসের মতো অপ্রতিরোধ্য' হয়ে বহমান বাহা'ই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে?"[৫৩]**

বিশ্বজুড়ে বীরত্বপূর্ণ আত্মার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো প্রতিফলিত করার সুযোগ প্রতিটি প্রজন্মের যুবকদের বোধশক্তির অনুভূতি অর্জনে সহায়তা করতে পারে। সাপ্তাহিক শিশুদের ক্লাসে এবং গৃহে বর্ণিত গল্পগুলোর মাধ্যমে শৈশবে এই অসামান্য ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি হয়, তবে ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে এবং অবশ্যই, যৌবনের পুরো সময় জুড়ে এই প্রয়োজনটি মোকাবেলা করার জন্য আরও ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যত্ন সহকারে নির্বাচিত উদাহরণ, কিছু নাটকীয় ঘটনা এবং অন্যগুলো কোনো অংশে কম নয় এমনভাবে সাহস, দৃঢ়সংকল্প, উদ্যোগ এবং নিঃস্বার্থতার মতো গুণাবলি প্রদর্শন করতে পারে যেগুলো তরুণদের অনুকরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

১। ধর্মের প্রাথমিক ইতিহাস থেকে বা সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি পর্ব থেকে শনাক্ত কর যার উপর তুমি মনে কর যৌবনের প্রতিফলন হওয়া উচিত: _____

_____

_____

_____

_____

২। এই নির্দিষ্ট পর্বগুলো নির্বাচন করার জন্য তোমার যুক্তি দেখাও: _____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ২১

এমনকি উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের ছোট নমুনা থেকে এটা দেখা সম্ভব যে ধর্মের প্রাথমিক যুগের বীরগণ (চ্যাম্পিয়ন) এবং তাদের অনুসরণকারী বীর আত্মাদের জীবন উদ্দেশ্যের অনুভূতি দ্বারা আলাদা ছিল। এটা সমানভাবে স্পষ্ট যে, তারা প্রত্যেকেই অবশ্যই তাদের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের তাৎপর্য উপলব্ধির অধিকারী ছিল যেখানে তারা বসবাস করছিলেন, সেইসাথে মানবজাতিকে যে পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছিল সেটির বিশালতার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ঐশ্বরিক বাণীর প্রসারের জন্য নিবেদিত একটি জীবনে উদ্দেশ্যের এই অনুভূতিটি প্রকাশ পেয়েছে তাও স্পষ্ট। তবুও, যেহেতু আমরা তাদের সম্পাদিত বীরত্বপূর্ণ কাজগুলো এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রতি চিন্তাভাবনা করি, আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো একাই এই পবিত্র অস্তিত্বকে আলাদা করেছে। এটা কি তাদের জীবনের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল? কোন আবেগ তাদের আবিষ্ট করেছিল এবং কী তাদের নিঃস্বার্থ সেবার এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পরিচালিত করেছিল? ঈশ্বরের ভালবাসা কি তাদের হৃদয়ে এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠেছিল না? তারা কি তাদের প্রিয়তমের সৌন্দর্যে মত্ত ছিল না? আমরা কি কখনো আশা করতে পারি যে তরুণদের পরবর্তী প্রজন্মের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে যদি আমরা তাদের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ হওয়াকে গড়ে না তুলি, যদি আমরা সত্যিকারের জ্ঞানের স্নিগ্ধ প্রবাহিত স্রোতে অংশ নেওয়ার জন্য তাদের সহজাত ইচ্ছাকে লালন না করি, যদি আমরা তাদের সৃষ্ট ঠিক কর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য না করি? আসুন আমরা নিম্নলিখিত শব্দগুলোতে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে এই অনুচ্ছেদটি শেষ করি:

**"যেহেতু সত্যিকারের প্রেমিক এবং একনিষ্ঠ বন্ধু যখন প্রেয়সীর সান্নিধ্যে পৌঁছায়, তখন প্রিয়জনের দীপ্তিমান সৌন্দর্য এবং প্রেমিকের হৃদয়ের আগুন জ্বলে উঠবে এবং সমস্ত আবরণ এবং আচ্ছাদনকে পুড়িয়ে ফেলবে। হ্যাঁ, তার যা আছে হৃদয় থেকে চামড়া সবই জ্বলে উঠবে, যাতে বন্ধু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"[৫৪]**

"হে বন্ধুরা! এমন সৌন্দর্যের জন্য চিরস্থায়ী সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করো না যা অবশ্যই মরণশীল, এবং ধূলিকণার এই নশ্বর পৃথিবীতে তোমার মমতাকে স্থাপন করবে না।"[৫৫]

"তুমি জেনে রাখো যে তিনি সত্যই জ্ঞানী যিনি আমার প্রত্যাদেশকে স্বীকার করেছেন, এবং আমার জ্ঞানের সাগর দ্বারা উন্মাদ হয়েছেন, এবং আমার ভালোবাসার আবহমণ্ডলে উড্ডয়ন করেছেন, এবং আমাকে ছাড়া অন্য সকলকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং যা প্রেরিত হয়েছে উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছেন। আমার বিস্ময়কর উচ্চারণের রাজ্য থেকে তিনি, সত্যই, মানবজাতির কাছে চোখের মতো, এবং সমস্ত সৃষ্টির দেহের কাছে মহিমান্বিত হন যিনি তাকে আলোকিত করেছেন এবং তাকে উদিত করেছেন এবং তাঁর মহান এবং পরাক্রমশালী ধর্মের সেবা, এই ধরনের একজন মানুষ উচ্চতম রাজ্যের সেনাদল দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, এবং যারা রাজকীয় তাঁবুর মধ্যে বসবাস করে, যারা আমার নামে আমার নামাঙ্কিত মদিরা পান করেন যিনি অসীম ক্ষমতাধর, সর্বশক্তিমান।"[৫৬]

"হে ঈশ্বরের সেনাদল! যখনই তুমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখবে যার সম্পূর্ণ মনোযোগ ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ; যার একমাত্র লক্ষ্য হলো, ঈশ্বরের বাণীকে কার্যকর করা; যিনি দিনরাত্রি, বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে, প্রতিনিয়ত ধর্মের সেবাদান করছে; যার আচরণ থেকে অহংবোধ বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের সামান্যতম চিহ্নও চোখে পড়ে না—যারা বরং ঈশ্বরের প্রেমের প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের পানপাত্র থেকে পান করে, এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সুগন্ধ ছড়ানোর জন্য নিমগ্ন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের পবিত্র বাণীগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন—তুমি নিশ্চিতভাবে জানো যে এই ব্যক্তিকে স্বর্গ থেকে সমর্থন করা হবে এবং শক্তিশালী করা হবে যে ভোরবেলার তারার মতো, অনন্ত করুণার আকাশ থেকে তিনি চিরকাল উজ্জ্বল হবেন। কিন্তু যদি সে স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মপ্রেমের সামান্যতম কলঙ্ক দেখায়, তবে তার প্রচেষ্টা কিছুই হবে না এবং শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৫৭]

"তুমি অবশ্যই জ্ঞাত যে ঐশ্বরিক দূরদর্শিতার হস্ত তোমাকে তাঁরই রাজ্যের সিংহাসনের দিকে আকৃষ্ট করেছে, এবং ঐশ্বরিক সুসংবাদ তোমার মধ্যে এমন আনন্দ ও সুখময়তা সৃষ্টি করেছে যে, তুমি আবরণটি সরিয়ে ফেলেছ এবং মুখ থেকে পর্দা তুলে ফেলেছ। ঐশ্বরিক সৌন্দর্য, তোমার অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উজ্জ্বল মুখটি দেখেছ, এবং এই ঐশ্বরিক ধর্মের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়েছ!"

"এখন, ঈশ্বরের ভালোবাসায় উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে, সকলের সাথে আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর এবং এই নির্দেশিকা এবং এই উচ্চতম উপহারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। আর তুমি জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার উপহারের অগ্রগামীরা তোমাকে সকলের কাছ থেকে গ্রাস করবে যখন তোমার চরণ এই পথে সুদৃঢ় হয়।"[৫৮]

"হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর! তোমার এই সেবককে, তোমার দিকে অগ্রসর করা হয়েছে, আবেগে তোমার প্রেমের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াই, তোমার পথে হেঁটে যাই সেবাদানে, তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি তোমার অনুগ্রহের আশায়, ভরসা করি তোমার রাজ্যের উপর এবং তোমার উপহারের মদিরার নেশায় মত্ত। হে আমার ঈশ্বর! তোমার প্রতি তার স্নেহের উচ্ছ্বাস, তোমার প্রশংসার স্থিরতা এবং তোমার প্রতি তার ভালোবাসার আকুতি বৃদ্ধি কর।"

"সত্য সত্যই, তুমি অতি উদার, অধিক অনুগ্রহের প্রভু, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই যিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"[৫৯]

# REFERENCES


1. ‘Abdu’l-Bahá, in *Bahá’í Prayers and Tablets for the Young* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1978), no. 38, p. 30.

2. ‘Abdu’l-Bahá, in *Bahá’í Prayers: A Selection of Prayers Revealed by Bahá’u’lláh, the Báb, and ‘Abdu’l-Bahá* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2002, 2017 printing), pp. 246–47.

3. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá* (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 225.9, p. 394.

4. ‘Abdu’l-Bahá, cited in a letter dated 11 April 1985 written on behalf of the Universal House of Justice to an individual, published in *Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986: The Third Epoch of the Formative Age* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1996), no. 426.3a, p. 665.

5. ‘Abdu’l-Bahá, in *Bahá’í Prayers*, p. 248.

6. Bahá’u’lláh, cited in the Riḍván 1982 message to the Bahá’ís of the world, published in *Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986*, no. 321.5a, p. 538.

7. From a message dated 25 May 1975 written by the Universal House of Justice to all National Spiritual Assemblies, ibid., no. 162.34, p. 310.

8. From a message dated 1 July 2013 written to the participants in the forthcoming 114 youth conferences throughout the world, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 27.3, p. 176.

9. From a message dated 10 June 1966 written to the Bahá’í youth in every land, published in *Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986*, no. 37.2, p. 92.

10. From a letter dated 23 February 1995 written on behalf of the Universal House of Justice to selected National Spiritual Assemblies.

11. From a message dated 29 December 2015 written to the Conference of the Continental Boards of Counsellors, published in *Framework for Action*, no. 35.39, p. 226.

12. From a letter dated 23 April 2013 written on behalf of the Universal House of Justice to a National Spiritual Assembly, ibid., no. 52.3, p. 296.

13. From a letter dated 19 April 2013 written on behalf of the Universal House of Justice to a small group of individuals, ibid., no. 51.9, p. 293.

14. From a message dated 12 December 2011 written by the Universal House of Justice to all National Spiritual Assemblies, ibid., no. 20.21, p. 138.

15. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CXXXVII, par. 4, p. 338.

16. From a letter dated 8 December 1923 written by Shoghi Effendi to a Bahá'í community, in "Trustworthiness: A Cardinal Bahá'í Virtue", compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, published in *The Compilation of Compilations* (Maryborough: Bahá'íPublications Australia, 1991), vol. 2, no. 2075, p. 345.

17. *'Abdu'l-Bahá in London: Addresses and Notes of Conversations* (London: Bahá'í Publishing Trust, 1987), p. 66.

18. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XXIX, par. 1, p. 78.

19. Bahá'u'lláh, in "Trustworthiness", published in *The Compilation of Compilations*, vol. 2, no. 2032, p. 332.

20. 'Abdu'l-Bahá, *The Secret of Divine Civilization* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2007, 2016 printing), par. 5, p. 5.

21. Ibid., par. 6, p. 6.

22. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XLIII, par. 4, p. 105.

23. Ibid., CXXVI, par. 2, p. 306.

24. Bahá'u'lláh, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 48, p. 47.

25. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, LX, par. 3, p. 133.

26. Bahá'u'lláh, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice*, par. 39, p. 34.

27. Ibid., par. 39, pp. 34–35.

28. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1915, 1940 printing), vol. 2, p. 436. (authorized translation)

29. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXLIII, par. 3, p. 354.

30. Ibid., LXX, par. 1, p. 154.

31. 'Abdu'l-Bahá, in *Some Answered Questions* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2014, 2016 printing), no. 10.8, p. 58.

32. From a talk given on 17 November 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), par. 4, p. 618.

33. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 29 August 1912, ibid., par. 4, p. 405.

34. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Persian no. 6, p. 24.

35. *Will and Testament of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1944, 2013 printing), pp. 26–27.

36. *The Hidden Words*, Persian no. 49, p. 39.

37. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 10.2, pp. 41–42.

38. The Báb, cited in *The Dawn-Breakers: Nabíl's Narrative of the Early Days of the Bahá'í Revelation* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1932, 2018 printing), p. 93.

39. *Will and Testament of 'Abdu'l-Bahá*, pp. 27–28.

40. From a talk given on 17 November 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Baháin 1911* (Wilmette: Bahá'íPublishing, 2006, 2016 printing), no. 49.17, pp. 199−200.

41. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 1 September 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 7, p. 417.

42. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 105.2, p. 186.

43. From a letter dated 17 February 1933 written on behalf of Shoghi Effendi to an individual, in *Social Action: A Compilation Prepared by the Research Department of the Universal House of Justice* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2020), no. 90, p. 44.

44. From a message dated April 1955 written by Shoghi Effendi, published in *Messages to the Bahá'í World, 1950–1957* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1971, 1999 printing), p. 76.

45. From a letter dated 4 May 1953 written by Shoghi Effendi, ibid., p. 155.

46. From a message dated 1 July 2013 written by the Universal House of Justice to the participants in the forthcoming 114 youth conferences throughout the world, published in *Framework for Action*, no. 27.2, p. 175.

47. Ibid., no. 27.6, p. 177.

48. From a message dated 8 February 2013 written by the Universal House of Justice to the Bahá'ís of the world, ibid., no. 22.4, p. 147.

49. From a message dated 8 January 2000 written to the friends gathered at the youth congress in Paraguay, published in *Turning Point: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 1996–2006* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2006), no. 20.3–4, pp. 123–24.

50. Shoghi Effendi, *God Passes By* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1974, 2019 printing), pp. 4–6.

51. From a message dated 1 July 2013 written by the Universal House of Justice to the participants in the forthcoming 114 youth conferences throughout the world, published in *Framework for Action*, no. 27.1, p. 175.

52. From a message dated 10 June 1966 written to the Bahá'í youth in every land, published in *Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986*, no. 37.1, p. 92.

53. From a message dated 3 January 1984 written by the Universal House of Justice to the Bahá'í youth of the world, ibid., no. 386.6, p. 616.

54. *The Call of the Divine Beloved: Selected Mystical Works of Bahá'u'lláh* (Haifa: Bahá'íWorld Centre, 2018), no. 2.76 p. 46.

55. *The Hidden Words*, Persian no. 14, p. 26.

56. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 14.4, pp. 207–8.

57. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 35.7, pp. 103–4.

58. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1909, 1930 printing), vol. 1, p. 182.

59. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahá'í Prayers*, p. 173.

# সম্ভাবনাময় সময়কাল

## উদ্দেশ্য

১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে
অনুসন্ধান করে দেখা এবং সেটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা। যাতে করে তাদের
জন্য এমন এক সহায়ক পরিবেশের জোগান দেওয়া যায়
যেটির মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন সম্পন্ন করা যায়

## পরিচ্ছেদ ১

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা তরুণদের স্বতন্ত্ররূপে বিবেচনা করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটের উদ্দেশ্য হল কিশোরদের অপার সম্ভাবনা এবং তাদের জীবন গঠনকারী শক্তির ওপর অনুচিন্তন করা। তুমি এখানে যে ধারণাগুলো পরীক্ষা করবে তা কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে। যাদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে তাদের বিশেষ চাহিদা বহু আগে থেকেই বাহাই সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত। এই বয়সী দলের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী প্রচেষ্টা থেকে কীভাবে তাদের সক্ষমতা উন্মুক্ত করা যায় এবং তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রণালীযুক্ত করার জন্য আমরা এই বইটিতে কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিটি অনুসন্ধান করছি এবং তা ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে। তুমি কর্মসূচিটির সাথে পরিচিত হতে পার, হয়ত তুমি যখন ছোট ছিলে তখন নিজে এতে অংশ নিয়েছ অথবা তোমার বন্ধুদের কোনো একজনের সাথে কাজ করে যে কিশোরদের একটি দলের সাথে কাজ করেছে। এছাড়াও অন্যদের সাথে তোমার প্রতিবেশী গ্রামে তরুণদের বাবা-মায়েদের পরিদর্শনের সময় ইহার বিভিন্ন পন্থা এবং মূলভাব নিয়ে আলোচনা করতে দেখা করেছ। তুমি এখন যে শিক্ষা উপকরণ অধ্যয়ন করছ এটার উদ্দেশ্যে হচ্ছে তোমাকে প্রাথমিকভাবে তিন বছর উৎসর্গ করতে সাহায্য করা। কিন্তু সম্ভবত আরও অনেকেই এই প্রশসংনীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে যেখানে একই বয়সের বেশ কয়েকজন সদস্যকে তাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করার পর্যায়ে উন্নীত করবে।

সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় নিম্মোক্তরূপে কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি সম্পর্কে লিখেছেন:

**"কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসূচির দ্রুত বিস্তার বাহাই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির আরেকটি অভিব্যক্তি। যদিও বিশ্বব্যাপী প্রবণতা হচ্ছে এই বয়সী দলের সদস্যদের ভাবমূর্তিকে সমস্যাযুক্ত হিসেবে তুলে ধরে যেখানে তাদের পরিবর্তনশীল অশান্ত শারীরিক এবং মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়াহীন এবং স্ব-গ্রাসী পরিস্থিতির মধ্যে হারিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাহা'ই সম্প্রদায়—যে ভাষা ব্যবহার করে এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করে—তা নিঃসন্দেহে বিপরীত দিকে অগ্রসরমান হচ্ছে। যেখানে কিশোরদের মধ্যে পরার্থপরতার পরিবর্তে ন্যায়বিচারের তীব্র অনুভূতি, মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং একটি উন্নত বিশ্ব গঠনে অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। অনেক বিচার-বিবেচনার পর দেখা যাচ্ছে যেখানে সমস্ত গ্রহের যুবক-যুবতীরা এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করে, এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈধতার সাক্ষ্য দেয়। যে কর্মসূচিটি তাদের সম্প্রসারিত চেতনাকে বাস্তবতার অন্বেষণে নিযুক্ত করে যা তাদের সমাজে কাজ করা গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে এবং এই শক্তিগুলো তাদের চিন্তা ও কর্মের উপর যে প্রভাব ফেলে তা চিনতে, তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তীক্ষ্ণ করে, তাদের প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ায় এবং নৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা যা তাদের সারা জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করবে। যে বয়সে ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক শক্তিগুলো সবেমাত্র বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিকট সুলভ করে তুলছে। যার মাধ্যমে তাদেরকে সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলোর জোগান দিচ্ছে যা তাদের মহৎ ব্যক্তি হিসেবে তাদের আসল পরিচয়কে এবং সর্ব-জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করার অদম্য ইচ্ছাকে ছিনিয়ে নিবে ।"**[১]

উপর্যুক্ত বাণীতে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় দ্বারা উল্লিখিত অনেক ধারণা এবং বিশ্বাস হল এই ইউনিটে অধ্যয়নের মনোনিবেশের মূল প্রতিপাদ্য। এবং তুমি এটার অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তোমার মনের মাঝে তাদের সম্পর্কে ভাবমূর্তি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপাতত তুমি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর:

১। কিশোর বয়সী দলের সদস্যদের ভাবমূর্তিকে বৈশ্বিক প্রবণতা অনুযায়ী কীভাবে তুলে ধরে? _____

_____

_____

_____

২। কিশোর বয়সী দলের সদস্যদের ভাবমূর্তিকে বাহা'ই সম্প্রদায় কীভাবে দেখে বা বিচার-বিবেচনা করে? _____

৩। বাস্তবতার অন্বেষণে কিশোর বয়সী দলের সদস্যদের ক্রমবর্ধমান চেতনাকে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসূচি তাদের কী করতে সাহায্য করে? _____

৪। কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোর বয়সী দলের সদস্যরা যে হাতিয়ারগুলো লাভ করে উহা তাদের কী করতে সক্ষম করে?

৫। কেন তুমি মনে কর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী যুবকেরা এমন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে? _____

৬। উপরের উপস্থাপিত বিষয়ের আলোকে এবং তুমি ইতোমধ্যেই অবগত এমন কিছুসংখ্যক কিশোর বয়সীদের কথা মনে রেখে তুমি কি এই তরুণ প্রজন্মের কিছু স্বতন্ত্র চাহিদা চিহ্নিত করতে পারবে? _____

৭। সেবাদানের এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে তোমাকে এমন কোন বিষয়টি অনুপ্রাণিত করেছে? _____

## পরিচ্ছেদ ২

বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেন যে, একজন ব্যক্তি ১৫ বছর বয়সে পরিপক্কতার শুরুতে পৌঁছায়, যখন বাধ্যতামূলক প্রার্থনা এবং উপবাসের মতো আইনগুলো বাধ্যতামূলক হয়। এই দৃষ্টি ঠিক কোণ থেকে দেখা যায় উক্ত বয়সের ঠিক আগের বছরগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কয়েক বছরের মধ্যেই শৈশব থেকে যৌবনের সময়কালের রূপান্তর ঘটে। আকস্মিক এবং দ্রুত

পরিবর্তনগুলো সাধারণত এই পরিবর্তনের সাথে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানসিক প্রভাব আচরণের সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন উপায়ে।

১২ বছর বয়সের মধ্যে পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। অনেক যুবক পরবর্তী তিন থেকে চার বছরে তাদের জীবনের অন্য যে কোনো পর্যায়ের তুলনায় শারীরিকভাবে আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। তাদের উচ্চতা এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে এবং হরমোনের পরিবর্তন অনুভব করবে। ছেলেরা গভীর ভারী কণ্ঠের বিকাশ ঘটাবে এবং মেয়েদের শারীরিক গঠন যুবতী মহিলাদের ন্যায় বৃদ্ধি হতে শুরু করবে। উভয়ই বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাবে যখন তারা সন্তান জন্ম দেওয়ার শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করবে।

এই সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তি যে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনগুলো অনুভব করে তা পরস্পর সম্পর্কিত। নতুন শক্তির উত্থান নিয়ে উত্তেজনা এবং তাদের পরিচালনা করার আগ্রহের সাথে আনাড়িভাব, সংবেদনশীলতা এবং উদ্বেগের অনুভূতি রয়েছে। এই আবেগগুলো পরস্পরবিরোধী আচরণের জন্ম দিতে পারে। কেউ লাজুক মনের হতে পারে, তবুও মাঝে মাঝে বেশ সামাজিকও হতে পারে; একা থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে, তবুও সমানভাবে মনোযোগ স্বাগত জানাই; কিছু পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস্য সাহস থাকতে পারে এবং অন্যদের মধ্যে বরং ভীতিকর অবস্থা থাকতে পারে। নিজের প্রতিভা এবং ক্ষমতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ধীরে ধীরে নিজের মাঝে প্রকাশ করে। যেমন বিশ্বে একজনের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার একটি বর্ধিত অনুভূতি বিশেষ করে সমবয়সীদের এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের সাথে সম্পর্কের প্রসঙ্গে। অন্যরা যেভাবে একজনের চেহারা দেখে এবং একজনের ধারণার ওপর প্রতিক্রিয়া দেখায় তা গুরুত্ব পায়।

১৫ বছর বয়সে পৌঁছানোর আরও কয়েক বছর আগে ব্যক্তি এবং যৌথ জীবন সম্পর্কে মৌলিক ধারণাগুলো আমাদের মনে দানা বাধতে শুরু করে। আমাদের বিশ্লেষণের শক্তি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আমাদের যা শেখানো হয়েছে তার অনেক কিছু নিয়ে আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করতে পারি এবং আমাদের চারপাশের জগতের দ্বন্দ্বগুলো দেখতে পাই যা আগে দৃষ্টিগোচরের বাইরে ছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ডগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করতে আমরা আগের মতো ইচ্ছুক নই। এই পরিবর্তনের সময়ে একজন ব্যক্তি সর্বদা প্রায়শই প্রকৃতিতে দার্শনিকের ন্যায় প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এবং একটি নতুন চেতনা দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

তরুণদের যদি তাদের উদীয়মান ক্ষমতাকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করতে হয়, তাহলে তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা এড়িয়ে চলা অপরিহার্য যেগুলো একদিকে তাদের শৈশবকে দীর্ঘায়িত করে এবং অন্যদিকে, তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের ন্যায় ভাসাভাসা এক বর্ণনার অনুকরণ করতে উৎসাহিত করে। অনেক দিক থেকে এ প্রবণতা যা দুর্ভাগ্যবশত আরও বেশি সংখ্যক সমাজে গভীর শিকড় প্রোথিত হচ্ছে। 'আব্দুল-বাহা এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন:

> **"এক সময় সে যৌবনের সময়কালে প্রবেশ করে যেখানে তার পূর্বের শর্ত এবং চাহিদাগুলোর মাত্রার অগ্রগতির জন্য প্রযোজ্য নতুন প্রয়োজনীয়তা দ্বারা স্থগিত হয়। তার পর্যবেক্ষণের মানসিক শক্তি বিস্তৃত এবং গভীর হয়; তার বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা প্রশিক্ষিত এবং জাগ্রত হয়; এর সীমাবদ্ধতা এবং পরিবেশ যা শৈশবে ছিল তা আর তার শক্তি এবং কৃতিত্বকে সীমাবদ্ধ করে না।"**[২]

শৈশবের বছরগুলোর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে তোমার উপলব্ধির উন্নতি সাধন করতে এবং যৌবনকাল নিয়ে তোমার দলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর:

১। পর্যবেক্ষণের মানসিক শক্তিকে বিস্তৃত এবং গভীর করা এর অর্থ কী বোঝাচ্ছে? তুমি কি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তোমার মন্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ? _____
_____
_____
_____
_____

২। একজন কিশোর বয়সীর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা কীভাবে শিশুদের থেকে আলাদা? _____
_____
_____
_____
_____

৩। শৈশবের এমন কিছু সীমাবদ্ধতা কী যা একজন কিশোর বয়সীর শক্তিকে আর সীমাবদ্ধ করে না? _____
_____
_____
_____
_____

## পরিচ্ছেদ ৩

প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১৫ বছর বয়সের ঠিক আগের বছরগুলোতে এমন ধরনের শিক্ষা এবং লালনপালন করা উচিত যা যৌবনকালের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবির্ভূত হতে দেয়। এই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এটা স্বীকৃত হয় যে, ১৫ বছর বয়সের মধ্যে একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা এবং আচরণের অনেকগুলো ইতোমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে। যেমন 'আব্দুল-বাহা ব্যাখ্যা করেন,

> **"বয়ঃসন্ধি পার হয়ে গেলে ব্যক্তিকে শেখানো এবং তার চরিত্রকে পরিমার্জন করা অত্যন্ত কঠিন। ততক্ষণে, অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা গেছে, এমনকি যদি তার কিছু প্রবণতা সংশোধন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তবে এটার দ্বারা কিছুই লাভ করা সম্ভব না। সম্ভবত আজ কিছুটা সে উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই সে ভুলে যায় এবং তার অভ্যাসগত অবস্থা এবং প্রচলিত পথে ফিরে যায়।"**[৩]

তুমি "বয়ঃসন্ধিকাল" শব্দটির সাথে পরিচিত, যা প্রায়শই ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী যুবকদের উল্লেখ করার জন্য আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও "প্রাথমিক বয়ঃসন্ধি" বাক্যাংশটি বয়সের সীমার মধ্যে যাদের আমরা সাধারণত "কিশোর" বলি তাদের শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এখানে আমরা এই বিষয়ে অত্যধিক নির্দিষ্ট নই এবং বারো থেকে পনেরো বছর বয়সী যুবকদের উল্লেখ করার জন্য শব্দগুলোকে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করি। বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর:

_____ শৈশবে যথাযথ শিক্ষা না পেলেও বয়ঃসন্ধিকালে যথাযথ লালনপালন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ সংশোধন করতে সাহায্য করতে পারে।

_____ শৈশবে যারা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছে তারাই কেবল তাদের পূর্ণ সক্ষমতা বিকাশ করতে সক্ষম।

_____ বয়ঃসন্ধিকালে যথাযথ মনোযোগ এবং যত্ন ছাড়া একজন ব্যক্তি বিপথে যেতে পারে, এমনকি শৈশব জুড়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেলেও।

_____ বয়ঃসন্ধিকালেই ব্যক্তিরা তাদের জীবনকে এমন শক্তির সাথে বিন্যাস করতে শুরু করে যা সমাজকে এগিয়ে নেয় বা সামাজিক বিভেদের শক্তির দ্বারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।

## পরিচ্ছেদ ৪

বয়ঃসন্ধিকালে সচেতনতা বৃদ্ধি দুটি প্রান্তের একটির দিকে পরিচালিত হতে পারে: যেখানে হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ এবং মানবজাতির জন্য আত্মত্যাগী সেবা বা আত্ম-অহংবোধ ও আবেগের কারাগারে বন্দী হওয়ার দিকে। এক্ষেত্রে 'আব্দুল-বাহা স্পষ্ট করেছেন নিম্মোক্তরূপে:

**"প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর স্বতন্ত্রতা নিদিষ্ট হয় ঐশ্বরিক বিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নেই। যদিও ব্যক্তিত্বের স্থায়ীত্বের কোন উপাদান নেই। এটা মানুষের মধ্যে একটি সামান্য পরিবর্তনযোগ্য গুণ যা উভয় দিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। যদি সে প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জন করে তবে তা মানুষের ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে এবং তার নিহিত শক্তিগুলোকে প্রকাশমান করে, কিন্তু যদি সে ত্রুটিগুলো অর্জন করে তবে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য এবং সরলতা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং নিজের মাঝে ঈশ্বর প্রদত্ত গুণগুলো নোংরা পরিবেশে রুদ্ধ হয়ে যাবে।"[৪]**

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন একটি আগ্রাসী বস্তুবাদী সংস্কৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রমণ করছে। এই বিস্তৃত সংস্কৃতি নিজের সাথে বুননে বোনা অতিরঞ্জিত ব্যস্ততা আমাদেরকে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সামনে উপস্থাপন করে যখন আমরা কিশোরদের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার চেষ্টা করি। এমনকি এমন প্রচেষ্টার জন্য যা আন্তরিকভাবে তরুণদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে এবং তাদের শক্তিমত্তাকে তাদের শক্তির দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করতে চায়। সর্বসাধারণের মঙ্গলের মূলে ব্যক্তিবাদী বিশ্ব দৃষ্টির বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সমস্যা হচ্ছে জটিলতা যেখানে আজকের বিশ্ব ব্যবস্থা উদ্দেশ্যমূলক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বঞ্চিত করে; সুতরাং, একজনের নৈতিক শক্তির উপর আস্থা রেখে একটি সমস্যা যা সমাধান করা উচিত। এটা মানুষের উচ্চ আহ্বানকে অস্পষ্ট করে; অতএব, একজনের মহৎ আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি একটি বৈধ উদ্বেগ। এটা বহুলোককে আত্মার জীবন থেকে অমনোযোগী করে তোলে; অতএব, একজনের প্রকৃত সম্ভাবনার আবিষ্কার মনোযোগের দাবি রাখে। তবুও, যে কমসূচীগুলো "আত্ম-অহংবোধের" উপর জোর দেয় তা অগত্যা পরিস্থিতির প্রতিকার করে না। প্রায়শই যা ঘটে তা হল, আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্ম-সম্মানের নামে, এই জাতীয় কমসূচীগুলো ব্যক্তিকে আবেগপ্রবণ (রোমান্টিক ) করে এবং অহংবোধকে শক্তিশালী করে। আমাদের চ্যালেঞ্জ হল তরুণদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতাকে লালন করা, যাতে তাদের কোমল হৃদয় সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ দ্বারা আলোড়িত হতে পারে এবং মানবজাতির জন্য নিঃস্বার্থ সেবার উচ্চ আদর্শের দিকে ফিরে যেতে পারে। তাদের জীবনের এই গঠনমূলক পর্যায়ের শিক্ষামূলক চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলোকে জেদকারী হিসেবে নিজেকে জাহির করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি অন্বেষণ করার জন্য, তোমাকে বলা হয়েছে, পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদ, নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করা লেখনীগুলোর কিছু অনুচ্ছেদের অনুচিন্তন করতে। যাইহোক প্রথমত, তোমার দলে এই শব্দগুচ্ছের অর্থ নিয়ে আলোচনা করাটা তোমার জন্য বেশ কাজে লাগতে পারে "আত্ম- অহংবোধ নিজেই জাহির হয়ে উঠে"। তাহলে ইহা দ্বারা কীভাবে একজন নিশ্চিত করতে পারে যে সেবাদানের ক্ষেত্রকে আত্ম-অহংবোধ লাভের প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করবে না?

## পরিচ্ছেদ ৫

নীচের উদ্ধৃতিগুলোর প্রথম গুচ্ছ "ব্যক্তিত্ব" এর দিকগুলোর সাথে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এটার বিকাশ সাধন করার সাথে সংশ্লিষ্ট:

**"হে আমার সেবক! আমার অনুগ্রহ ও বদান্যতার কী বিস্ময় তোমাদের আত্মার মাঝে আমি অর্পণ করতে চেয়েছি তা কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো, তোমরা সত্যিকার অর্থে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে এবং নিজেদের সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবে—এক জ্ঞান যা আমার নিজের সত্তার উপলব্ধির মতোই, আমাকে ছাড়া তুমি অন্য সকলের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে খুঁজে পাবে এবং তোমার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করবে এবং আমার উজ্জ্বল নামের সমুদ্রের প্রকাশের মতো প্রকাশ করবে, আমার স্নেহ-মমতা এবং অনুগ্রহ তোমার মধ্যে বিরাজ করুক।"[৫]**

**"তোমারই গৌরব থেকে অনেক দূরে যা নশ্বর মানুষ তোমারই সম্পর্কে নিশ্চিত করতে পারে বা তোমারই প্রতিটি গুণাবলীর প্রশংসা করতে পারে যা দিয়ে সে তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারে! তোমার মর্যাদা ও গৌরবকে সর্বোত্তম প্রশংসা করার জন্য তোমার সেবকদের জন্য যে কর্তব্য তুমি নির্ধারণ করেছ তা কিন্তু তাদের প্রতি তোমারই অনুগ্রহের একটি নিদর্শন, যাতে তাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত সত্তা, তাদের নিজেদের জ্ঞানের পদমর্যাদায় অর্পিত অবস্থানে আরোহণ করতে সক্ষম হয়।"[৬]**

**"মাতৃ গ্রন্থের দিগন্ত থেকে যে প্রথম তারাজ এবং দীপ্তি থেকে প্রথম উচ্ছ্বাস উদ্ভাসিত হয়েছে তা হল মানুষ তার নিজের আত্মাকে চিনতে পারা এবং তাকে চিনতে পারা যা উচ্চতা বা বিনম্রতা, গৌরব বা অবজ্ঞা, সম্পদ বা দারিদ্রের দিকে নিয়ে যায়।"[৭]**

**"হে পরমাত্মার সন্তান! আমি তোমাকে ধনশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি কেন তুমি নিজেকে দরিদ্র করিতেছ? এবং আমি তোমাকে সম্ভ্রান্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি কীসের জন্য তুমি নিজেকে হীনপদস্থ করিতেছ? এবং জ্ঞানের সারাংশ হইতে তোমাকে প্রকাশ করিয়াছি কেন তুমি আমাকে ব্যতীত অপরকে অন্বেষণ করিতেছ? এবং প্রেমের মৃত্তিকা হইতে তোমাকে আমি গঠিত করিয়াছি কেন তুমি নিজেকে আমি ব্যতীত অপরের সহিত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ? অতএব তোমারই দিকে তোমার চক্ষু ফেরাও যেন তুমি তোমারই মধ্যে অবস্থানকারী শক্তিশালী প্রতাপ সম্পন্ন ও চিরস্থায়ীরূপে আমাকে দেখতে পাও।"[৮]**

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

ক) যখন আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে অর্পণ করতে ইচ্ছুক তাঁর দয়ার বিস্ময় _____ দ্বারা যাতে আমরা ঈশ্বরকে _____ এবং সত্যিকার অর্থে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর _____ নিজেদের সম্পর্কে _____ অর্জন করতে পারি।

খ) আমরা নিজেদের খুঁজে পাব _____ এবং উপলব্ধি করব আমাদের ভিতরের ও বাইরের চক্ষু দিয়ে _____ _____ _____ ।

গ) ঈশ্বরের মহিমা ও প্রভার প্রশংসা করার জন্য আমাদের জন্য যে দায়িত্ব নির্ধারিত করা হয়েছে তা আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন, যাতে আমরা সক্ষম হতে পারি _____ _____ _____ _____।

ঘ) আমাদের নিজেদেরকে জানা উচিত এবং চিনতে হবে যা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায় _____
_____ , _____বা _____,
_____ বা _____ দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) আমরা সৃষ্টি করেছি _____এবং ঈশ্বর আমাদেরকে_____ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
তিনি আমাদের কাছে আমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে বলেন, যাতে আমরা দেখতে পারি ঈশ্বর হচ্ছেন _____
_____।

উপরের উদ্ধৃতিগুলো আমাদের প্রকৃত আত্মা এবং এর প্রকৃতি উপলব্ধির গুরুত্বকে নির্দেশ করে। আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে আমাদের সত্তার আভিজাত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আত্ম-উদ্দীপনার দিকে নিয়ে যায় না বরং ঈশ্বর ও তাঁর সেবকদের সামনে বিনয়ের দিকে পরিচালিত করে। তোমার দলে আলোচনা কর কীভাবে আমাদের সত্যিকারের আত্ম-জ্ঞান আমাদের অহংবোধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সহায়তা করে।

## পরিচ্ছেদ ৬

উদ্ধৃতিগুলোর দ্বিতীয় গুচ্ছটি নিজেদেরকে প্ররোচিত করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে:

**"প্রতিটি অপরিপূর্ণ আত্মার আত্মকেন্দ্রিকতা এবং শুধু এমন কথাই চিন্তা করে যে নিজের মঙ্গলই হোক।"[৯]**

**"কিন্তু যদি সে স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং আত্ম-প্রেমের সামান্যতম কলঙ্ক দেখায়, তবে তার সব প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে এবং সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়বে।"[১০]**

**"বিশেষ করে তোমার আত্ম-অহংবোধ থেকে পরিত্রাণ কামনা কর। অহংবোধকারের এই স্বভাবটি যা বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ধ্বংস করেছে। একজন ব্যক্তি যদি সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি অহংবোধকারী হয় তাহলে সে ওই সমস্ত গুণাবলি এবং ভাল বৈশিষ্ট্যগুলো বিনষ্ট করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ত্রুটি দ্বারা পরিবর্তিত হবে।"[১১]**

**"এ জগতে এবং পরকালে তুমি যে হতাশা লাভ করবে তা হচ্ছে আত্ম-মাতোয়ারা থেকে উদ্ভূত; নিদারুণ ঘৃণা এবং দুর্দশা যা তোমার ধর্মান্ধতার ফসল স্বরূপ প্রাপ্ত হবে, যা মূর্খতা এবং বুদ্ধিহীনদের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।"[১২]**

**"বিশ্বের সমস্ত মানুষ আজ আত্ম-স্বার্থে লিপ্ত এবং তাদের নিজস্ব বস্তুগত স্বার্থকে উন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও কার্য প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তারা নিজেদের পূজা অর্চনা করছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বা মানব জগতের জন্য নয়।"[১৩]**

**"এমনকি তুমি যেমন লিখেছিলে এই পরীক্ষাগুলো হৃদয়ের আয়না থেকে আত্ম-অহংবোধ এর দাগকে পরিষ্কার করে, যতক্ষণ না সত্যের সূর্য তাতে ইহার রশ্মি ফেলতে পারে; কেননা আত্ম-অহংবোধ যতই দুর্বল হোক না কেন এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী বাধা স্বরূপ অন্য আর কোনও পর্দা নেই। হতে পারে যে পর্দা শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবে এবং তাঁরই অনন্ত অনুগ্রহের অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করবে।"[১৪]**

**"দেখুন কীভাবে সমস্ত সৃষ্টির উপর সূর্যের আলো জ্বলে উঠে, তবে কেবল বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কৃত করা পৃষ্ঠগুলোই এর মহিমা এবং আলো প্রতিফলিত করতে পারে। অন্ধকার আত্মার কোন অংশ নেই বাস্তবতার মহিমান্বিত উজ্জ্বলতার**

**উদ্ঘাটন করতে পারে; এবং সেই মাটি নিজেই আলোর সদ্ব্যবহার করতে অক্ষম যার ফলে জীবনের সমৃদ্ধি ঘটায় না।"[১৫]**

**"যে কোনো আত্মা কেমন করে এই অন্ধকার উপভোগ করতে পারে, সে নিজেকেই ব্যাপৃত করে, নিজেকে বন্দী করে আত্ম-অহংবোধ এবং আবেগের দ্বারা ফলে সে নিজেকে জড় জগতের কর্দমায় নিমজ্জিত দেখতে পায়![১৬]**

"আত্মকেন্দ্রিকতা", "আত্মপ্রেম", "আত্ম-উপাসনা", "আত্ম-অহংবোধ ", "আত্ম-স্বার্থে প্রবৃত্ত" এবং "আত্ম-অহংবোধ ও আবেগের বন্দী" সেই পরিবেশের জন্ম দেয় যা আমাদের ব্যক্তিত্বের মাঝে ঈশ্বর প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যকে দমিয়ে রাখে। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে, কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা কর যে কীভাবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততা আধ্যাত্মিক সমবৃদ্ধি এবং নৈতিক বিকাশকে রুদ্ধ এবং সেবাদানের কার্যকারিতা হ্রাস করে।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ৭

উদ্ধৃতিগুলোর তৃতীয় গুচ্ছটি নিজের জেদীভাব আচরণের উপর কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয় সে সম্পর্কে লেখনীগুলোতে পাওয়া বেশকিছু সংখ্যক পরামর্শের একটি ছোট নমুনা উপস্থাপন করে:

**“আজ আভা রাজ্যের নিশ্চয়তা তাদের সাথে, যারা নিজেকে ত্যাগ করে, তাদের নিজস্ব মতামত ভুলে যায়, ব্যক্তিত্বকে দূরে ফেলে দেয় এবং অন্যের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। যে নিজেকে হারিয়েছে সে যেন মহাবিশ্বকে খুঁজে পেয়েছে এবং এর বাসিন্দারা যেন তারই দখলে আছে। যে কেউই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে যেন উদাসীনতার এবং অনুতাপের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। আত্মবিস্মৃতিই হলো আত্ম-অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণের মূল-চাবিকাঠি।”[১৭]**

**"তিনি আমাদেরকে কোনো বস্তুর বাস্তবতাকে ভেদ করার ক্ষমতা দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের অবশ্যই আত্মত্যাগী হতে হবে, আমাদের অবশ্যই বিশুদ্ধ আত্মা, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং মানব জগতে চিরন্তন গৌরব অর্জনের জন্য হৃদয় ও আত্মার সাথে সংগ্রাম করতে হবে।"[১৮]**

**"যেহেতু শয়তানের আত্মার পর্দাগুলোকে অবশ্যই প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে আত্মাকে পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ করা যায় এবং এইভাবে যাতে তাঁরই অবস্থানকে ধরে রাখতে পারে। যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁরই জন্য অন্যথায় করা হত না।"[১৯]**

**"নিজের সমস্ত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ কর এবং শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করার চেষ্টা কর। কেবল এইভাবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হয়ে উঠব এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব।।"[২০]**

**"নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর এবং সেই উজ্জ্বলতর মুখমণ্ডলের সাথে নিজেকে আবদ্ধ কর; এবং একবার যদি তুমি সেই দাসত্বের উচ্চতায় পৌঁছে যাও তাহলে, তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে আপন ছায়াতলে যেখানে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে জড়ো হওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। এটা সীমাহীন অনুগ্রহ; এটা সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব এই জীবন হচ্ছে তেমনই যা অবশেষে অমর, তারা ব্যতীত অবশেষে অন্য সকলেই বরং এক সর্বনাশ এবং বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে।"[২১]**

**"অতএব, হে বন্ধু, নিজেকে পরিত্যাগ কর, যাতে তুমি অতুলনীয়কে খুঁজে পেতে পার; এবং এই নশ্বর জগতের ওপারে উড্ডীন হতে পার, যাতে তুমি স্বর্গের আবাসে তোমার নীড় খুঁজে পাও। নিষ্ফল হবে না, যদি তুমি সত্তার আগুন জ্বালাও এবং প্রেমের পথের জন্য উপযুক্ত হও।"[২২]**

**"আসুন আমরা নিজের সমস্ত চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখি; আসুন পৃথিবীর সকলের প্রতি আমাদের চোখ বন্ধ করি, আসুন আমাদের দুঃখ প্রকাশ করি না বা আমাদের প্রতি অন্যায়ের অভিযোগ আমরা করি না, বরং আসুন আমরা নিজেদের সম্পর্কে আমাদেরকে উদাসীন হতে দিই এবং স্বর্গের মদিরা পান করি। চলুন আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ সেটির জন্য আনন্দের জয়োল্লাস করি এবং সর্ব-গৌরবান্বিত সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।"[২৩]**

**"হে বিশ্ববাসী! আত্ম-অহংবোধের প্ররোচনাকে অনুসরণ করো না, কারণ এটা পাপাচার এবং লালসাকে জোর করে ডেকে আনে; বরং তাকে অনুসরণ কর, যিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মালিক, যিনি তোমাদেরকে ধার্মিকতার পথ প্রদর্শন করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের বহিঃপ্রকাশ করতে বলেছেন।"[২৪]**

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিজের ভাবমূর্তি এবং আত্মতৃপ্তির আচ্ছন্ন মনোভাবের সাথে তীব্র আকারে বিপরীতে দাঁড়িয়েছে যা আজকের অনেক সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই অনুচ্ছেদগুলো থেকে কিছু মনোভাব চিহ্নিত কর যা আমাদের নিজের মাঝে বিকাশ সাধন করা উচিত। তোমাকে সহায়তা করার জন্য দুটি উদাহরণ সম্পন্ন করে দেওয়া হল।

_ আমাদের নিজেদের ত্যাগ করতে শিখতে হবে, নিজেদের মতামত ভুলে যেতে হবে, ব্যক্তিত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্যের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে।

_ আমাদের আত্মত্যাগী হতে শেখা উচিত। _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

_ আমাদের শেখা উচিত _____

_____

তোমার দলে আলোচনা কর কীভাবে তুমি মনোভাবকে চিহ্নিত করেছ যা একটি মহৎ সত্তার বিকাশে অবদান রাখে এবং ক্ষমতায়নের সাথে সেবাদানের কাজগুলোকেও অনুমোদন করে।

## পরিচ্ছেদ ৮

পরিশেষে, 'আব্দুল-বাহার নিম্নোক্ত শব্দগুলো আমাদের আত্মত্যাগ এবং সমাজের পরিবর্তনে অবদান রাখার ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথাই মনে করিয়ে দেয়:

**"সর্ব-জনসাধারণ আত্ম-অহংবোধ ও জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় নিমগ্ন, নিম্নস্থ জগতের সাগরে নিমজ্জিত এবং প্রকৃতি জগতের বন্দী, যারা জড় জগতের শৃঙ্খল ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের আত্মাকে রক্ষা কর এবং দ্রুত উড়ন্ত পক্ষীর মতো যেন তারা এই সীমাহীন রাজ্যে উড্ডয়ন করছে। তারা জাগ্রত এবং সজাগ, তারা প্রকৃতির জগতের অস্পষ্টতাকে এড়িয়ে চলছে, তাদের সর্বোচ্চ ইচ্ছা অস্তিত্বের সংগ্রাম মনুষ্যদের মধ্যে থেকে নির্মূলের উপর কেন্দ্রীভূত রয়েছে। আধ্যাত্মিকতা এবং উচ্চতম রাজ্যের ভালবাসা, মনুষ্যদের মধ্যে পরম দয়ার অনুশীলন করা, ধর্মগুলোর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগের উপলব্ধি এবং আত্মত্যাগের আদর্শ অনুশীলন তখনই মানবজাতির বিশ্ব রূপান্তরিত হবে যেন এক ঈশ্বরের রাজ্যরূপে।"[২৫]**

**"হে ঈশ্বরের সেনাদল! আজ এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মরুভূমিতে বিপথগামী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার নিজস্ব অভিলাষ ও লোভের হুকুম অনুসারে, নিজস্ব বিশেষ চাতুর্যের অনুসরণ করে চলেছে। পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে, শুধু এই মহান নামের সম্প্রদায়টি মানুষের ওসব পরিকল্পনা থেকে মুক্ত এবং নির্মল এবং তাদের সকলের মধ্যে কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য নেই বর্ধিত করার, এই সকল মনুষ্য ঈশ্বরের শিক্ষার অনুসরণ করে, সবচেয়ে সাগ্রহে পরিশ্রমী এবং প্রচেষ্টা করে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে উত্থিত হয়েছে। একটি একক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত: এই নিম্নস্থ ধূলিকণাকে উচ্চতর স্বর্গে পরিণত করা, এই বিশ্বকে উচ্চতম রাজ্যের জন্য এক আয়নাস্বরূপ করা, এই বিশ্বকে একটি ভিন্ন জগতে পরিবর্তন করা এবং সমস্ত মানবজাতিকে ধার্মিকতার পথ এবং একটি নতুন জীবনধারা গ্রহণ করা।"[২৬]**

**"হে ঈশ্বরের প্রিয়জনগণ! এক্ষেত্রে বাহা'ই বিধানে ঈশ্বরের ধর্মের চেতনা বিশুদ্ধ। কারণ ইহা বস্তুজগতের নয়। এটা বিবাদ বা যুদ্ধের জন্য নয়, অনিষ্ট বা লজ্জাজনক কাজের জন্যও আসে নাই; এটা অন্য ধর্মের সাথে বিবাদ করার জন্যেও নয়, জাতিগুলোর সাথে বিরোধের জন্য নয়। এর একমাত্র সেনাদল হল ঈশ্বরের ভালবাসা, তার একমাত্র**

**আনন্দ তাঁরই জ্ঞানের স্বচ্ছ মদিরা, এর একমাত্র যুদ্ধ সত্যের ব্যাখ্যা; এর একটি ধর্মযুদ্ধ হল জেদী আত্ম-অহংবোধের বিরুদ্ধে, মানুষের হৃদয়ের মন্দ প্ররোচনার বিরুদ্ধে। এর বিজয় হল আত্মসমর্পণ করা এবং হার মানা এবং নিঃস্বার্থ হওয়াই এর চিরন্তন গৌরব।"[২৭]**

উপরের অনুচ্ছেদগুলো তাদের কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি বর্ণনা করে যাদেরকে 'আব্দুল-বাহা' "ঈশ্বরের সেনাদল" হিসেবে মনে করেন, যাদেরকে তিনি "ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন" হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যারা "জড় জগতের শৃঙ্খল ও বন্ধন থেকে মুক্ত"। তুমি নীচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করার সাথে সাথে এই পার্থক্যগুলোর ওপর অনুচিন্তন কর।

ক) সর্ব-জনসাধারণ নিমগ্ন হচ্ছে _____ _____, _____ _____নিমজ্জিত এবং বন্দী হচ্ছে _____ _____ ।

খ) যারা জড় জগতের শৃঙ্খল ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে _____এবং যারা দ্রুত উড়ন্ত পাখির মতো এই সীমাহীন রাজ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা হলেন _____ _____; তারা _____এড়িয়ে চলে এবং তাদের সর্বোচ্চ ইচ্ছা _____মধ্যে থেকে নির্মূলের উপর কেন্দ্রীভূত করা এবং _____ _____ অনুশীলন; ধর্মগুলোর মধ্যে একটি _____ উপলব্ধি এবং _____ অনুশীলন।

গ) আজ এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব _____হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তারা যেন চলমান নিজস্ব _____এবং নিজস্ব _____ _____ অনুসরণ করে চলছে।

ঘ) সর্বশ্রেষ্ঠ নামের একমাত্র এই সম্প্রদায় _____ এবং তাদের সকলের মধ্যে কোন _____; তাদের সকলের মধ্যে এই সকল মনুষ্য _____অনুসরণ করে; এসব মনুষ্য উত্থিত হচ্ছে সবচেয়ে অধিক সাগ্রহে _____ জন্য; তারা একটি _____ ধাবিত: যাতে _____ পরিবর্তন করতে; এই বিশ্বকে _____জন্য এক আয়নাস্বরূপ করা; এই বিশ্বকে একটি _____ সমস্ত মানবজাতির জন্য _____ গ্রহণ করা।

ঙ) ঈশ্বরের ধর্মের চেতনা হল _____ কারণ ইহা _____নয়। এটার একমাত্র সেনাদল হলো _____ এটার একমাত্র আনন্দ হলো তাঁরই _____ এর বিজয় হলো _____ এবং নিঃস্বার্থ হওয়াই এর _____।

## পরিচ্ছেদ ৯

তুমি বাহা'উল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ করা প্রার্থনা থেকে নিম্নলিখিত অংশগুলো মুখস্থ করতে ইচ্ছা পোষণ করতে পার:

**"হে আমার প্রভু, তোমারই আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তুমিই যিনি তোমারই সম্মুখে তাদের নিজস্ব শক্তিহীনতার অনুভূতি দিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করো এবং তোমারই স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ধন-সম্পদের বহুবিধ নিদর্শনের সম্মুখে তাদের নিজস্ব দরিদ্রতার প্রকৃতিকে চিনতে শেখার সুযোগ দাও। যাতে তারা তোমারই ধর্মের চারপাশে ঘিরে একত্রিত হতে পারে এবং তোমারই করুণার আঁচলকে আঁকড়ে থাকতে পারে এবং তোমারই ইচ্ছার শুভ-সন্তুষ্টির রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে।"[২৮]**

**"হে আমার ঈশ্বর, তোমারই সেবকদের আত্ম-অহংবোধ ও আকাঙ্ক্ষার পোশাক থেকে দূরে সরিয়ে দাও, অথবা তোমারই জনগণের চক্ষু এমন উচ্চতায় উন্নীত করে দাও যেন তারা মৃদু বাতাসের আলোড়ন ছাড়া আর কিছুই বুঝতে না পারে। তোমারই চিরন্তন মহিমা এবং তোমারই নিজস্ব করুণাময় আত্মার প্রকাশ ব্যতীত তাদের নিজের মধ্যে আর কিছুই যেন চিনতে না পারে, যাতে পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা তোমারই নিকট অপরিচিত যা কিছু বা তোমারই নিজেকে ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করে তা থেকে নির্মল করা যেতে পারে।"[২৯]**

## পরিচ্ছেদ ১০

কিশোরদের লালন-পালনের প্রতি তোমাদের আগ্রহ গভীর হওয়ার সাথে সাথে তুমি অনেক তত্ত্বের সাথে পরিচিত হবে যা বয়ঃসন্ধিকালকে বর্ণনা করার চেষ্টা করে। তুমি বারবার যে শব্দগুলোর মুখোমুখি হবে তার মধ্যে একটি হল "সংকট"—পরিচয়, আবেগ, পিতামাতার সাথে সম্পর্ক, কর্তৃত্বের সাথে মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত। তোমাকে এই তত্ত্বগুলোকে সমালোচনামূলকভাবে দেখতে হবে, এ ছাড়াও তোমরা প্রত্যেক কৈশোরের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে সঙ্কটের অবস্থা বিবেচনা করতে পার। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর জীবনের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বা অন্য ধরনের উত্থান-পতন দ্বারা চিহ্নিত করা কি অপরিহার্য? ইতিহাস জুড়ে কিশোররা কি অশান্তি এবং বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং তারা কি আজ প্রতিটি সংস্কৃতি ও সমাজে এই ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার সময়, তোমার সচেতন হওয়া উচিত যে তরুণদের বেশিরভাগ প্রচলিত অধ্যয়নগুলো এমন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয় যেগুলো নিজের উপর, তৃপ্তির উপর, জৈবিক পরিবর্তনের উপর, যৌন সচেতনতার উপর এবং বস্তুগত অর্জনের উপর অত্যধিক জোর দেয়—পেশা (ক্যারিয়ার), আয়, এবং সামাজিক অবস্থা এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রায়ই শ্রেণি, জাতি এবং লিঙ্গের উপর সংকীর্ণভাবে মনোনিবেশ করে, প্রতিটি মানুষের আত্মার অন্তর্নিহিত ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলিকে উপেক্ষা করে। এই অধ্যয়নগুলো থেকে তুমি অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে যা সহায়ক হবে কেননা তোমরা

এই বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা কর। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহজনক নেই যে এই ধরনের অধ্যয়নের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রচেষ্টাগুলো তরুণদেরকে বস্তুবাদী সমাজের নিয়মে গড়ে তোলার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে হতে পারে। আমরা জানি, এমন একটি সমাজ যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতাকে ধ্বংস করে দেয়। বিপরীতে, তুমি কিশোরদের ধারণাটি দ্বারা এমন ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক পরিচয়ের বিকাশের আহ্বান কি জানানো হচ্ছে না যারা "এক চির অগ্রসরমান সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে" এবং যারা "ঐক্যের নির্মাতা" এবং "ন্যায়বিচারের চ্যাম্পিয়ন" হয়ে উঠবে।

এই ক্ষেত্রে যা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে তরুণদের অন্যরা যেভাবে দেখে তা তাদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এইভাবে সমাজে বয়ঃসন্ধিকালের অন্ধকার চিত্রটি অবাঞ্ছিত আচরণের নিদর্শনগুলো প্রচারের জন্য শর্তগুলোকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, সিগমন্ড ফ্রয়েডের বিবৃতিটি ধরুন যে বয়ঃসন্ধিকাল একটি অস্থায়ী মানসিক রোগ বা এনা ফ্রয়েডের পরামর্শ যে বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিক থাকা যেন নিজেই অস্বাভাবিক। এই ধরনের বক্তব্য কি পর্দার মতো কাজ করে না যা মানুষকে কিশোরদের প্রকৃত সক্ষমতা দেখতে বাধা দেয়? কোন প্রমাণে বিজ্ঞানীদের এ ধরনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে? অবশ্যই, অনেক শিক্ষাবিদ আছেন যারা বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে আরও বেশ অনুকূল যুক্তিসংগত উপায়ে কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের ধারণাগুলো এই বিষয়ে তাদের বক্তব্যে প্রাধান্য পায় না। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মনের মধ্যে যে ভাবমূর্তি টিকে থাকে তা বিদ্রোহাত্মক, অযৌক্তিকতা এবং অসারতার। যে সমাজের এই ধারণাগুলো শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়, আমরা কীভাবে কিশোর-কিশোরীদের এই বইয়ের প্রথম ইউনিটে বর্ণিত গুণাগুণের যুব সদস্য হিসেবে পরিগণিত হতে সাহায্য করতে পারি?

## পরিচ্ছেদ ১১

তোমাকে উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত অবস্থানটি গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে চাই: যখনই কিশোরদের কোনো দল অবাঞ্ছিত আচরণ বিকাশ করে—যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার ক্রমাগত সংকট এবং বিজয়ের বৈশিষ্ট্য থেকে স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে প্রাপ্ত হয়। সামাজিক পরিবেশে এর কারণগুলো অনুসন্ধান করা উচিত, সম্ভবত তরুণদের জাগ্রত মন ও প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে যে স্পষ্ট দ্বন্দ্বগুলো আবিষ্কার করে যা আগে কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই বিশ্বাস করা হয়েছিল বা প্রাপ্তবয়স্কদের অক্ষমতার কারণে শৈশবের কোনো একজন একক ব্যক্তির যৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দিতে অক্ষমতার কারণে।

অবশ্যই, এই অবস্থান বয়ঃসন্ধিকালের আচরণে প্ররোচনা বা বিদ্রোহের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে যুক্তি দেয় না। যা প্রস্তাব করা হচ্ছে তা হল সামাজিক পরিবেশ, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ, এই বয়সের সাথে যুক্ত হওয়া অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জন্য মূলত দায়ী। আমরা এ দাবির প্রভাব অন্বেষণ করতে বলছি তোমার দলে তুমি নিম্নলিখিত বিবৃতির যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করতে পার এবং অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে ধারণাটি আরও বিশদভাবে বর্ণনা কর:

- প্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে কিশোররা বিদ্রোহ করে যারা তাদের মানদন্ড মেনে চলতে বলে যা তারা নিজেরাই অনুসরণ করে না।

- কিশোরদের যখনই উপদেশ দেওয়ার মতো প্রকাশের ভঙ্গিতে বলা হয় তা যেন নৈতিকতা শিখানো হচ্ছে ঠিক তখনই তারা বিদ্রোহীরূপে প্রতীয়মান হয়।

- তারা অস্থিরচিত্তের হয়ে ওঠে যখন এ পৃথিবী তাদের নিছক অগভীর কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই দেয় না যা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

- তারা শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞা দেখায় যখন প্রাপ্তবয়স্করা তাদের উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করে যদিও তারা বিশেষ করে শিশুকাল হিসেবে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

- তারা আবেগপ্রবণ বলে মনে হয় যখন তাদের আশেপাশের প্রাপ্তবয়স্করা তাদের সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে তাদের সাহায্য করতে জানে না।

- তারা গর্ববোধ অনুভব করার প্রবণতা প্রদর্শন করে যখন তাদেরকে সমাজের নিঃস্বার্থ সেবাদানের পরিবর্তে আত্ম-গুরুত্বের বিষয় শেখানো হয়।

- ক্রমাগত প্ররোচনামূলক প্রচার-প্রচারণা যখন তাদের শারীরিক কামনা চরিতার্থ করতে প্রলুব্ধ করে তখন তারা আত্মভোলা হয়ে ওঠে।

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

## পরিচ্ছেদ ১২

সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় একটি "অনুমোদনকারী সমাজ" এর "শিথিলতা এবং বিকৃতরুচিহীনতা" এর প্রভাব থেকে নিম্মোক্তরূপে যুবকদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন:

**"... ঈশ্বরের ধর্মের প্রভূত উপকার সাধন করবে যখন এটা লক্ষ্য করা যায় যে বাহা'ই এবং বিশেষ করে বাহা'ই যুবকরা, অনুমোদনকারী সমাজের শিথিলতা এবং বিকৃতরুচিহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, ইহা যেন উচ্চতর মানদন্ডের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করে যে ক্ষেত্রে এটার আধ্যাত্মিক নীতিগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা হয়। যেটি তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান এবং সত্যিকারের সুখময়তা প্রদান করে। অন্যদিকে যখনই কেবল ধর্মের অনুসারীরা যদি বর্তমান স্ফীত জোয়ারে নিজেদের নিমজ্জিত করে তখনই সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাধিত হতে পারে।"[৩০]**

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে, প্রিয় অভিভাবক আমাদের এ ধরনের একটি সমাজের প্রকৃতি এবং এটা আমাদের সকলের উপর যে প্রভাব ফেলে তা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে:

**"আসলে, সমাজে এখন যেরূপে মন্দ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রধান কারণ হল আধ্যাত্মিকতার অভাব। আমাদের যুগের বস্তুবাদী সভ্যতা মানবজাতির শক্তি এবং আগ্রহকে এতটাই শুষে নিয়েছে যে সাধারণভাবে মানুষ ঐসকল অশুভ শক্তি এবং তাদের দৈনন্দিন বস্তুগত অস্তিত্বের শর্তাবলির দরুন আর নিজেদেরকে উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব**

**করে না। আমাদের দৈহিক অস্তিত্বের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা থেকে আলাদা করার জন্য আমাদের আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়া উচিত যদিও এমন বিষয়াদির জন্য তেমন পর্যাপ্ত চাহিদা নেই।"[৩১]**

নৈতিক অবক্ষয়ের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে যা প্রিয় অভিভাবক শনাক্ত করে ঠিক যেভাবে তিনি আজকের দিনের সমাজে বিদ্যমান ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোর বর্ণনা দেন। তিনি তার যোগাযোগের বিভিন্ন নথিতে যেসব শর্ত তুলে ধরেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিবাহের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাব এবং এর ফলে বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান জোয়ার; পারিবারিক সংহতি দুর্বল হওয়া এবং পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিথিলতা; পার্থিব দাম্ভিকতা, ধন-সম্পদ এবং আনন্দের প্রতি অতি উত্তেজনাপূর্ণ সাধনা; বিলাসবহুল ভোগ-বিলাসের ভ্রষ্টতা, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের অবক্ষয়; সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মানদন্ডের অবনতি; এবং জাতিগত বিদ্বেষ এবং দেশপ্রেমিকতার অহংবোধ। যদিও কেউ এই সব অসুস্থতার প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত এমন নয়, যেক্ষেত্রে এসব এক নির্দিষ্ট উপায়ে কিশোর-কিশোরীদের প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ বিচ্ছেদের কিছু পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর। অল্পবয়সী শিশুরা নিঃসন্দেহে গভীর দুঃখ অনুভব করে যখন তাদের বাবা-মা বিবাহবিচ্ছেদ করে এবং তাদের নিরাপদ থাকাটা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মা-বাবা দু'জনের একত্রিত প্রয়াস হিসেবে পেতে আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালেই ব্যক্তিরা অপরাধবোধ, ক্রোধ, লজ্জা এবং অপমানের মতো আবেগের অভিভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ঠিক তখনই তাদের পিতামাতার বিয়ে ভেঙে যায়। তারা যদিও তাদের পিতামাতাকে দায়ী করে এমন ঘটনার জন্য। এক্ষেত্রে তো মা-বাবাকে তাদের পরিবারের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেদেরকে দায়ী করতে সাহায্য করতে পারে না। বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি সংশয়ের বীজ তাদের মনের মধ্যে ঠিক তখন থেকেই রোপিত হয় এবং তাদের হতাশাগ্রস্ততা তাদের চারপাশের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপকতা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

১। উল্লিখিত চিহ্নিত কিছু সামাজিক পরিস্থিতিতে কিশোর-কিশোরীদের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি এক্স সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে, তারা যেভাবে নিজেদের করে, জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের অনুভূতি এবং আবেগ, তাদের মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করা তোমার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। অন্যদের প্রতি তাদের আচরণ এবং সমাজের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আস্থার মধ্যে যে কোনটিই সঠিক বা ভুল হতে পারে। উল্লিখিত বিভিন্ন শর্ত নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং তোমার ধারণাগুলো লিখতে তোমার জন্য কিছু খালি জায়গা দেওয়া হয়েছে।

ক) একটি অনুমোদনকারী সমাজের শিথিলতা এবং বিকৃতরুচিহীনতা: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

খ) পারিবারিক সংহতির দুর্বলতা এবং পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিথিলতা: _____

_____

_____

_____

_____

_____

গ) পার্থিব দাম্ভিকতা, ধন-সম্পদ এবং আনন্দের প্রতি অতি উত্তেজনাপূর্ণ সাধনা; বিলাসবহুল ভোগ-বিলাসের ভ্রষ্টতা :

ঘ) শিল্প ও সঙ্গীতের অবক্ষয় এবং সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মানদন্ডে অবনতি:

ঙ) জাতিগত বিদ্বেষ এবং দেশপ্রেমিকতার অহংবোধ :

২। সামাজিক অবক্ষয়ের অবনতি কীভাবে কিশোরদের জীবনকে প্রভাবিত করে তা অনুচিন্তন করার সময় কোন অনুভূতিগুলো তোমার হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করে? কোনো উপায়ে এই সচেতনতা তাদের সত্যিকারের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলো বিকাশে সহায়তা করার জন্য তোমার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে?

# পরিচ্ছেদ ১৩

একটি ভঙ্গুর বিশ্বের লক্ষণগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মানে এটা নয় যে গঠনমূলক শক্তিগুলোর তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যা আজকের সমাজে কার্যকরীভাবে বিদ্যমান। যা করা দরকার তা হল কিশোরদের এমন একটি পরিবেশ দেওয়া যেখানে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে লালন পালন করা যায়, একইভাবে নিশ্চিত করা যায় যে তারা উপযুক্ত সামাজিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্ষতিকর সামাজিক অবস্থা থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা অবশ্যই বৃথা যাবে। ইহার পরিবর্তে তাদের চারপাশের বিশ্ব তাদের চিন্তাভাবনা এবং আবেগকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণে সহায়তা করা উচিত। এই ক্ষেত্রে, প্রচারের প্ররোচনা প্রশ্নে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ বেশিরভাগ সমাজে প্ররোচনামূলক প্রচার ক্রমবর্ধমানভাবে কিশোরদের মূল্যবোধ, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করছে। বিজ্ঞাপনের কিছু বৈশিষ্ট্যের এক সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয় ঠিকভাবে বোঝানোর জন্য যথেষ্ট।

যে বস্তুবাদী শক্তিগুলো প্ররোচনামূলক প্রচার চালায় তারা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত ভাবমূর্তির চিত্রের রূপায়ণ, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিখুঁত চেহারার শারীরিক অবয়ব যা কখনোই বাস্তবে অর্জনযোগ্য নয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে কিশোর-কিশোরীদের আত্ম-সচেতনতার সময় তাদের আবেগের অনুভূতিকে খেলনায় পরিণত করে। বার্তার পর বার্তা দ্বারা এমনভাবে ব্যস্ত করে যেন যুবতী মেয়েদের প্রধান পেশা হচ্ছে পুরুষদের নিকট নিজেদের আকর্ষণীয় হিসেবে প্রদর্শন করা। অধিকন্তু, শারীরিক সক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পুরুষত্বকে সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা হচ্ছে যেন অতিরঞ্জিত, যেখানে প্রায়শই সহিংস কাজ, ঝুঁকি গ্রহণ এবং যৌন দুঃসাহসিক কাজ এবং বিজয়কে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। দুর্বলতা হিসেবে যা কিছু চিহ্নিত করা হয় তা যেন হৃদয়হীনভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আক্রমণাত্মক আচরণ, পদ্ধতিগতভাবে প্ররোচনামূলক প্রচারণা করা হয়। মজার বিষয় হল, একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের দৃঢ়তার মানকে আকর্ষণীয় হিসেবে সংরক্ষিত করা হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের এটা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করা।

অল্পবিস্তর সন্দেহ থাকতে পারে যে তরুণদের কথা মাথায় রেখে পরিচালিত বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একটি বৈশ্বিক সংস্কৃতি তৈরি করা যাতে তারা সেখানে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। এই সংস্কৃতিতে তারা একটি সাধারণ ভাষায় কথা বলতে শিখবে, একইভাবে আচরণ করবে এবং সর্বোপরি পণ্যের একটি অফুরন্ত মজুদকে গ্রাস করবে। এখানেও আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের একটি বিস্তৃত মূল্যবোধ ব্যবস্থার সূচনা করা হবে যা তাদের বাকি জীবনের জন্য এমনকি ভোগ্যপণ্যের ধরণ কীরূপ সেটিও নির্ধারণ করবে। এটা লক্ষণীয় যে "কিশোর" শব্দটি নিজেই কয়েক দশক আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল প্রতিশ্রুতিশীল বাজারের সুবিধা নেওয়ার জন্য যারা সমাজের এই অংশটিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

জাগ্রত আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারিত সংস্কৃতি একজন তরুণ-তরুণীর ব্যক্তি জীবনের কেন্দ্রে যৌনতাকে রাখে। কোমল পানীয়ের মতো পণ্য যেমন যৌনতার সাথে কোনো সংযোগ নেই, তবুও সেগুলো তরুণ-তরুণীদের মনে রোমান্টিক সম্পর্কের বিভ্রমকে জাগাতে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত অপ্রতুলতার অনুভূতি এবং শরীরের গন্ধ, অপূর্ণ ত্বক, বা ফ্যাশনবিহীন পোশাকের কারণে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উদ্বেগকে প্রসাধনী পণ্য এবং নতুন শৈলীতা প্রবর্তন করার জন্য লালনপালন করা হয় যা যৌন আবেদন এবং বিব্রত থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি অটোমোবাইলগুলোকে "কামোদ্দীপিত"; "সুদর্শন" বা "মধুময় হস্তের ছোঁয়া"—ইত্যাদি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যার সবই যৌনতার অর্থকে নিদেশ করে। বিগত কয়েক দশক ধরে নৈতিক মানদন্ড হ্রাস পাওয়ায় বিজ্ঞাপনে নৈতিকভাবে আপত্তিকর বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে মনে হবে ভোগবাদের কিছু দিক নিজেদের মধ্যে যৌন কার্যকলাপের রূপ হয়ে উঠছে।

বিশ্বব্যাপী "কিশোর" বাজারে ব্র্যান্ডগুলোর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যেহেতু ইহা ব্যাপক হারে বিস্তৃত হচ্ছে। অধ্যয়ন যা অন্বেষণ করে কীভাবে এই বাজারের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হয় এবং পরামর্শ দেয় যে ব্র্যান্ড আইকনগুলোর পূজা যেন ভোগবাদের একটি শক্তিশালী উপাদান। দৃশ্যত, ব্র্যান্ডগুলো বয়ঃসন্ধিকালের অনিশ্চিত জগতের মাঝে একটি নোঙর ফেলে। তারা হয়ত প্রায়শই আরো কিছু বৈশ্বিক যুব সংস্কৃতির পাসপোর্ট হিসেবে দেখানো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেশ আকর্ষণীয়রূপে।

এই বিপণন কৌশলগুলো যে সংস্কৃতিকে প্ররোচিত করার প্রচারণা চালায় তা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান হারে জাতির মধ্যে বর্ধমান দারিদ্র্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে; এটা বিশ্বের জনসংখ্যার মাঝে সংখ্যালঘুদের দ্বারা উপভোগ করা প্রাচুর্যের চিত্রগুলোকে কল্পনা করে যাতে প্রতিটি পটভূমির তরুণদের বোঝানো হয় যে ভোক্তাকৃত পণ্যগুলো সীমাহীন আনন্দের উৎস।

"কিশোর" বাজারের কিছু নির্দিষ্ট গবেষণায়, যুবকদের এমন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে রাখা হয় যা তাদের নির্দিষ্ট ধরনের পণ্যের শ্রেণীতে ব্যবহারের প্রতি প্রবণতা তৈরি করে যা বিজ্ঞাপনগুলোকে আরও বেশি কার্যকারিতার সাথে লক্ষ্য স্থির করার অনুমোদন দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ গবেষণায় তারা ছয়টি দলে বিভক্ত: "হাল ছেড়ে দেওয়া", যারা তাদের ভাগ্যকে যেন সিলমোহর যুক্ত করা হয়েছে বলে উপলব্ধি করে এবং যারা ন্যূনতম মাত্রার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; "রোমাঞ্চকর-এবং-শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া (থ্রিলস-এন্ড-চিলস)", যারা আনন্দের সন্ধানী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত মন নিয়ে ব্র্যান্ড আইকনদের পূজায় মগ্ন থাকতে প্রস্তুত; " কঠোর অধ্যবসায়ী (বুটস্ট্র্যাপার)"। যদিও তারা মূলত পূর্ববর্তী দলের মতো তাদের অগ্রসর হওয়ার এবং কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা রয়েছে এবং পণ্য ও পরিষেবাগুলোকে একটি প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগতি বজায় রাখার উপায় হিসেবে দেখেন; "ধীরস্থির অর্জনকারী ,"যারা অনুগত থাকে এবং তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিদ্রোহকে এড়িয়ে চলে। এবং তাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে এবং যারা পণ্যের গুণমান ও সুবিধার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের সাথে বৈষম্য করছে; "পৃষ্ঠপোষক (আপহোল্ডার)", যারা সঙ্গতিবাদী কিন্তু তেমন শিক্ষিতও নয় এবং যারা ক্রীড়া পরিসংখ্যান এবং অ্যাথলেটিক দল এবং খেলোয়াড়দের নাম দিয়ে তাদের মন পূর্ণ করে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর তেমন কোনো ভাবনার বিষয় নয়; এবং অবশেষে "বিশ্ব সংরক্ষণকারী (ওয়ার্ল্ড সেভারস)", যারা বিশ্বে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চায় এবং যাদের নিকট গুরুত্ব রয়েছে তারা বিপণনকারীদের (মার্কেটারদের) সামাজিক কারণগুলোকে বিক্রিযোগ্য পণ্যে পরিণত করার সুযোগ দেওয়ার মধ্যে নিহিত।

মনে হবে যেন সমস্ত জিনিস ব্র্যান্ডিং এবং ভোগবাদের জন্য সংবেদনশীল। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল অঙ্গনে একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিকই ভোগের জন্য উপাদান হয়ে উঠতে পারে। "ভাগাভাগি (শেয়ারিং)", "বন্ধুত্ব (ফ্রেন্ডশিপ)" এবং "আন্ত-যোগাযোগ (নেটওয়ার্কিং)" এর মাধ্যমে বিশ্বকে একটি উত্তম স্থানরূপে গড়ে তোলার জন্য দৃশ্যত তৈরি করা প্ল্যাটফর্মগুলো আসলে বিজ্ঞাপনের বিস্ময়কর বিন্যাসের জন্য চ্যানেল হিসেবে কাজ করেছে, তাদের আয়ত্তকে সম্প্রসারিত করেছে এবং তাদের অনুপ্রবেশকে আরও গভীর করেছে। যতই বিরক্তিকর হোক নয়া কেন তবুও এখানে উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণটি বিজ্ঞাপনকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যে করা এমন কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হল প্ররোচিত প্রচারের সমালোচনামূলক—বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক—পরীক্ষা করার জন্য তোমার সক্ষমতা বাড়ানো যাতে তুমি কিশোরদের চিন্তাভাবনা এবং আচরণের উপর এর প্রভাব শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পার। নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো তোমাকে এই জটিল বিষয়ে আরও অনুচিন্তন করতে সহায়তা করতে পারবে:

১। বিজ্ঞাপনগুলো চটকদার ভাষা ও কাল্পনিক চিত্রকে ব্যবহার করে সাধারণ পণ্যগুলোকে হুজুগের হিসেবে অভিহিত করে। উত্তেজনাকর বস্তু এবং ঘটনাকে অনেক বেশি গুরুত্ববহ করে তুলতে প্রতীক ব্যবহার করা হয় যদিও উক্ত পণ্য তেমনটি যোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পানীয় এটা কী হিসেবে বর্ণনা করা যায় না—এমন কিছু যা তৃষ্ণা নিবারণ করে—কিন্তু এটা আনন্দের আশ্রয়দাতা এবং পরিপূর্ণতা হিসেবে চিত্রিত হয়। ফ্যাশন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকগুলো পোশাককে এবং প্রসাধনী সামগ্রীকে আকর্ষণীয় (গ্ল্যামারাইজ) করে তোলে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের প্রতীক হিসেবে ক্যান্ডিবার বিক্রি করে। অ্যালকোহল প্রচার করতে সাহায্য করে এমন প্রতীক হচ্ছে দুঃসাহসিক এবং খেলাধুলা। তুমি কি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করতে পারবে যেখানে বিজ্ঞাপন, শব্দগুচ্ছ ও চিত্র (ইমেজ) তারা ব্যবহার করে কিছু তৈরি করছে কিন্তু বাস্তবে সেটা তেমন কোনো কিছু হতে পারে না?

_____

_____

_____

_____

_____

২। যে কোন পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সুখের মোহমায়া নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হতে হবে, অন্যথায় আমার যা কিছু আছে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকতাম। তাই বিজ্ঞাপন হচ্ছে ইচ্ছাকে ক্রমাগতভাবে পুনরায় তৈরি করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা কখনই পরিতৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট নই। এক্ষেত্রে কীভাবে এই লক্ষ্যটিকে অর্জন করা হয়?

৩। আমরা উল্লেখ করেছি যে এমনকি সামাজিক কারণগুলোও কখনও কখনও ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়। তুমি এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারবে?

৪। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে মিডিয়ার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিবেশকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে। শব্দ এবং বাক্যাংশ যা আমাদের মধ্যে মহৎ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিককে ক্রয় করা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তুমি কিছু উদাহরণ দিতে পারবে?

৫। সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলোর কথা চিন্তা কর যেগুলোর সাথে তোমার অঞ্চলের কিশোররা জড়িত। এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে তাদের অংশগ্রহণ কীভাবে তাদের বন্ধুত্বের প্রকৃতি, নিজেদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে? এরই আলোকে নিম্নলিখিত বিবৃতিটির বৈধতা বিবেচনা কর: সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কিশোররা অবচেতনভাবে নিজেদেরকে পণ্য হিসেবে উপলব্ধি করতে এবং উপস্থাপন করতে পারে।

## পরিচ্ছেদ ১৪

এখানে সতর্কতার একটি শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক। তরুণদের উপর বর্তমান সমাজের প্রভাব যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, তোমার প্রচেষ্টায় তাদের উপর বেশি জোর দেওয়া ভুল হবে। খুব সহজে কিশোরদের সূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে আচরণ করার অভ্যাসের মধ্যে পড়ে যাওয়া, এর ফলে যাদেরকে তাদের পরিবেশের মন্দ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করতে হবে। এই ধরনের পদ্ধতি তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের দিকে পরিচালিত করবে না। তোমার প্রচেষ্টার মনোনিবেশ কি হওয়া উচিত তা হল তাদের সামাজিক রূপান্তরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার এবং সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখার সম্ভাবনার উপলব্ধি। এমনকি বর্তমান বিপর্যস্ত বিশ্বে প্রতিটি সংস্কৃতিতে কিশোরদের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে তারা যে পরিবেশে বসবাস করে উহার শোচনীয় অবস্থাকে অতিক্রম করেছে এবং যারা ধারাবাহিকভাবে সেবাদানের জন্য উৎসাহ, শেখার আগ্রহ, তীব্র অনুভূতির মতো গুণাবলি ন্যায়বিচার এবং পরার্থপরতার প্রতি এক শক্তিশালী প্রবণতা প্রদর্শন করছে।

অনেক শিক্ষাবিদ সহজাত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে বোঝায় যা বয়ঃসন্ধির ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে নিজেকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ এমন কিছু বিষয় আছে যা তাত্ত্বিক সমস্যায় কিশোরদের আগ্রহকে অবমূল্যায়ন করে। একজন শিক্ষাবিদ সামাজিক পরিবর্তনে তারা যে ভূমিকা পালন করতে পারে তার উপর জোর দিয়েছেন, প্রতিটি প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদেরকে "বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্জন্মকারী" হিসেবে অভিহিত করেছেন, "যা সত্য বলে মনে হয় এবং যা অব্যাহত থাকে তার সংরক্ষণের জন্য তার আনুগত্য এবং শক্তি উভয়ই দিতে পারে। এর পুনর্জন্মগত তাৎপর্য হারিয়েছে ইহার বৈপ্লবিক সংশোধন দ্বারা।" এছাড়াও অন্য একজন চিন্তাবিদ বয়ঃসন্ধিকালকে ব্যাখ্যা করেছেন "যদিও জৈবিক আধার সম্পূর্ণরূপে গঠিত তবে এখনও ক্রমবর্ধমান" এর সাথে তুলনা করেছেন, যা তাদের সমস্ত "সত্তা" সহ গ্রহণ করতে সক্ষমতা। তিনি তাদের রূপান্তরকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জোর দেন যে শিক্ষাকে উপলব্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং সেইসাথে যুবকদের যে কোনো অভিজ্ঞতার জন্য যে তীব্রতা আনতে পারে, সেরকম তীব্রতা "সামগ্রিক সত্তার অবিচ্ছেদতা।" মানব সমাজকে "একটি ঠান্ডা, যান্ত্রিক, খালি তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে বরং একটি জীবন্ত, সমৃদ্ধিশীল, সত্যিকারের প্রেমময়, আনন্দদায়ক পূর্ণতা এবং উচ্ছ্বসিত জীব হিসেবে তৈরি করতে পারে।" তার কথা হচ্ছে, "এটাই রূপান্তরের জাদু এবং এটাই কৈশোরের সম্ভাবনা।"

এই কয়েকটি সম্পর্কযুক্ত তথ্য (রেফারেন্স) বিগত কয়েকটি অনুচ্ছেদে গৃহীত বিশ্লেষণের সাথে বয়ঃসন্ধিকালের ধারণাটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তোমাকে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা নির্দেশ করে। যদিও তুমি নিঃসন্দেহে সামনের বছরগুলোতে এই বিষয়ে সমালোচনামূলকভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করবে, মানব জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের তাৎপর্য সম্পর্কে মূলত তোমার নিজের উপলব্ধি হবে এরকম এবং তা পূর্ববর্তী ইউনিটে উদ্ধৃত লেখনীর অনুচ্ছেদগুলোর দ্বারা তৈরি হবে। এবং কোন সন্দেহ নেই যে তোমার প্রত্যয় হবে কিশোরদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা সেটি নিশ্চিত করা হবে।

## পরিচ্ছেদ ১৫

কিশোরদের অধ্যয়নের জন্য রুহি ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রস্তুত করা পাঠ্যের উপকরণের গুচ্ছকে অনেকটা এর মূল অনুক্রমের বইগুলোর মতোই আপাতদৃষ্টিতে ভুল ধারণা হিসেবে সহজরূপে প্রদর্শিত হতে পারে। বিশেষত প্রথমটি মূলত ভাষায় ব্যবহৃত সরলতা এবং উপস্থাপন করা অনুশীলনের মধ্যে নিহিত। আলোচনা করা ধারণাগুলো উভয়ইরূপে জটিল এবং গভীর। চিন্তাভাবনার প্রবাহ যা সমস্ত উপকরণ জুড়ে চলমান তা যেন শিশুসুলভ আচরণ ছাড়া অন্য কিছু নয় এমন মনে হতে পারে, কিন্তু তারাই কিশোরদের চ্যালেঞ্জ করবে যারা এ বিষয়গুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করে চিন্তাভাবনা করবে। তাদের সক্ষমতার প্রশংসা করতে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমরা এখানে এবং অন্য দুটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করছি যার মাধ্যমে প্রকাশ করা কয়েকটি ধারণা নিজেরাই বেশ কিছুসংখ্যক কিশোরদের বাস্তব ঘটনা যাদের সবাই কোনো না কোনোভাবে সহিংসতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

এই ধরনের কিশোর-কিশোরীদের হিংসাত্মক আচরণের ছবি এত বেশি মিডিয়ায় তুলে ধরা হয় যে তাদের ক্ষয়ক্ষতি এবং আশার কিছু অকথিত গল্প শুনতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম বিবরণটি হচ্ছে একজন ১৩ বছর বয়সী ছেলের কথায় আসা যাক, এ ক্ষেত্রে তার আসল পরিচয় গোপন রাখার জন্য তাকে পিটার নাম হিসেবে ডাকা হবে। সে আট বছর বয়স থেকে সহিংসতা এবং যুদ্ধের প্রভাব দেখেছিল। যখন সে ১৩ বছর বয়স থেকেই স্কুল এবং যুব সংগঠনগুলোতে শান্তির প্রচার শুরু করেছিল যার ফলশ্রুতিতে তাকে পরিণতিকে মেনে নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে তার কিছু সহকর্মীর কঠোর পরিহাসও অন্তর্ভুক্ত ছিল:

*এর কোনোটাই আমাকে বিরক্ত করেনি। আমার পরিবার বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায়ের যত্ন নেওয়া এবং আমরা যা করতে পারি তা করাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমার বয়স মাত্র ১৩ তবে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সহিংসতা এবং যুদ্ধ। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল শান্তির। অবশ্যই, একজন শিশুর পক্ষে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা কতই না কঠিন, তবে চেষ্টা করাই একমাত্র উপায় যাতে কখনও উহা ঘটতে পারে..*

*আমার দেশে এত বছর ধরে এত মিথ্যা বলা হয়েছে যে মানুষ আর কাউকে বা কীভাবে বিশ্বাস করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। তারা সবসময় সংবাদপত্র, রেডিও বা টেলিভিশন, রাজনীতিবিদ, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিশ্বাস করতে পারে না—কিন্তু যখন তারা শিশুদের মুখ থেকে সহিংসতা সম্পর্কে কথা বলতে শোনে এবং কীভাবে এটা আমাদের প্রভাবিত করে এবং আমরা কীভাবে শান্তি চাই তা শুনে তখনই তারা জানে যে তারা সত্যিকার অর্থে শুনছে।*

*কিছু লোক বলে যে তারা দরিদ্রদের জন্যই লড়াই করছে, তবে যুদ্ধে অন্য কারও চেয়ে দরিদ্ররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি মনে করি যে কিছু লোক প্রতিশোধের জন্য বা ক্ষমতার জন্য অথবা তারা মনে করে যে তাদের অন্য কোন বিকল্প নেই বলেও লড়াই করছে। কিছু যুবকরা সশস্ত্র দলে যোগ দেয় কারণ তাদের পরিবার দরিদ্র ফলে তারা আর অন্য কোন উপায় দেখতে পায় না।*

পিটার এবং তার পরিবার, চলমান গৃহযুদ্ধের সময় হুমকির মুখে পড়ে ফলে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে সরে যেতে হয়েছিল। তার বাবা তার অফিস এবং নতুন শহরে যেখানে তারা বসবাস করে সেই জায়গাতে তার বাবা প্রতিনিয়ত যাওয়া-আসা করতো। কিন্তু তারা যে আপেক্ষিক শান্তি উপভোগ করতে লাগল তা বজায় রাখা যায়নি। শান্তির প্রক্রিয়ায় তার পিতার সক্রিয় সমর্থন অবশেষে তাকে হত্যার শিকার হতে হল:

*আমি ভেবেছিলাম আমি যুদ্ধ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি কারণ আমি সংঘাতের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকতাম। রাতে রাস্তায় রাস্তায় মারামারি হয়। আমি প্রায়ই বন্দুকের এগুলোর শব্দে জেগে উঠতাম। সকালে যখন স্কুলে যেতাম তখন প্রমাণ দেখেছি ফুটপাতে রক্ত, গুলিবিদ্ধ ভবন। এবং আমি আমার বাবার অফিস থেকে কিছু দূরে মর্গে জীবন্ত বলি হওয়াদের দেখেছি।*

*আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম, যেন আমি জানতাম যুদ্ধ মানে কি—কিন্তু যখন আমার বাবাকে খুন করা হয়েছিল, তখন আমি শুধু শোকের কারণে নয় বরং যুদ্ধটাকে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমি জানতে চাই যুদ্ধ করতে কেমন লাগে। আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি যতই শান্তি প্রত্যাশা করো না কেন, তুমি যখন সহিংসতার দিকে পা বাড়াবে তখন যুদ্ধ তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করবে। এটা একই ফাঁদ যা আমার দেশের এত লোককেই আক্রান্ত করেছে..*

*পরে আর কিছুই আগের মত ছিল না। ঘরটা একটা মৃত্যুপুরীর ন্যায় খালি খোলসের মত মনে হল। রাস্তার সাথে এতই পরিচিতি তবুও সবই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। কোথাও এবং কোনো কিছুই যেন নিরাপদ বোধ করা যাচ্ছিল না, শান্তির জন্য আমার সমস্ত কাজের কোনো মূল্য ছিল না কারণ এটা আমার ভাবনাতে বাবাকে বাঁচাতে পারেনি। এই ভয়ংকর সহিংসতা যা আমাদের শহরকে গ্রাস করেছিল এবং অবশেষে আমার হৃদয়কে আঘাত দ্বারা জর্জরিত করেছিল। পরিবার এবং আমি এটা বন্ধ করতে অক্ষম। আমি নিজেকে দোষারোপ করছি যেহেতু আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, "আমি কি এমন কিছু করেছি যে আমার বাবাকে এমন হিংস্রভাবে মারা উচিত?*

প্রতিনিয়ত পরিবারটি হুমকি পেতে থাকে এবং পিটার তার প্রিয়জনদের রক্ষা করার জন্য একটি বন্দুক কিনেছিলেন। এক সন্ধ্যায়, তার বাবাকে হত্যার প্রায় দশ দিন পর, পিটারের পরিবারের সদস্যরা তাদের বাড়ির উপরের তলার একটি ঘরে জড়ো হয়েছিল। পিটার রান্নাঘরে নেমে আসার সাথে সাথে সে বাগানে বন্দুক নিয়ে একজন অনুপ্রবেশকারীকে দ্বিতীয় তলার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে:

*আমি জানতাম যে আমি আমার বন্দুক নিয়ে এই লোকটিকে হত্যা করতে পারব... এটা আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি আমার পরিবারকে রক্ষা করব। এবং আমার দেশের প্রায় কেউই তাকে গুলি করার জন্য আমাকে দোষারোপ করবে না। যদিও এই সব সত্য ছিল তবুও আমি কিছুই করিনি। আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি শান্তির জন্য কাজ করি। আমি এখন কীভাবে হিংস্র হতে পারি? একমাত্র উপায় যেটা আমি আমার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দেখাতে পারি, একমাত্র উপায় হলো আমার পরিবারকে আমি বাঁচাতে সাহায্য করতে পারি, তা হল শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা। লোকটিকে হত্যা করার মাধ্যমে আমার, আমার পরিবার বা আমার দেশে শান্তি আসবে না। আসলে ওকে মেরে আমি সব হারাতাম। আমি তার চেয়ে কোনোভাবেই ভালো এমন কিছু হব না।*

পিটার নিঃশব্দে অনুপ্রবেশকারীকে দেখেছিল, সে কিছুক্ষণ পরে এবং আপাতত কোনও কারণ ছাড়াই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। সেই ঘটনার পরপরই, পিটার তার বন্দুক থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সে আর কখনও এটা স্পর্শ করবে না।

পরবর্তী বিবরণ পড়ার আগে, তুমি হয়ত পিটারকে আলাদা করে এমন কিছু গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবে এবং গভীর বিষয়গুলো্র ওপর অনুচিন্তন করার সক্ষমতা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পার।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৬

মেরি হচ্ছে অন্য একটি কল্পিত নাম। সে এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল যেখানে সংঘর্ষের ক্রমাগত হুমকি বিরাজমান ছিল; সে অল্প বয়সে একদল বন্ধুর সাথে কোনো বিষয়ে মতবিরোধের ফল আবিষ্কার করেছিল:

*যখন আমি এগারো বছর বয়সী তখন আমার নিজের সাথে নীরবে এমন কিছু আচরণ করা হয়েছিল। কারণ আমি কোনো একটি বিতর্কের পক্ষ নিতে অস্বীকার করেছিলাম। আমার একদল বন্ধু আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনেছিল, পরবর্তীতে তারই জের ধরে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সে আমাকে বলল, তোমাকে হয় এই মেয়েটির পক্ষে যেতে হবে, না হয় তার বিরুদ্ধে, এবং আমার সমস্ত বন্ধুরা তার বিরুদ্ধে ছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল যে আমি তাদের পাশে দাঁড়াব, কিন্তু মেয়েটি যে চোর ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। যদিও আমার বন্ধুদের বিরোধিতাও আমি করতে চাইনি, তাই আমি কিছুই বলিনি। এতে সবাই যেন উন্মাদ হয়ে গেল এবং পুরো এক বছর কেউ আমার সাথে কথা বলল না।*

মেরি একজন যুবকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করেছিলেন এবং অন্যান্য মেয়েরা যদিও তাকে তার সম্পর্কে উত্ত্যক্ত করেছিল। তবুও সে তার প্রতি উষ্ণ অনুভূতি প্রদর্শন করেছিল। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত একসাথে দীর্ঘ পথ হাঁটাহাঁটি করত এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলত যতক্ষণ না একদিন সে তার বন্ধুকে একটি বন্দুক পরিষ্কার করতে দেখে, যেটা মেরি জানত না যে তার মালিকানাতে এমন কিছু রয়েছে:

*আমি যখন ভিতরে গেলাম, সে আমার দিকে একটি হাসি দিয়ে তাকাল, যেন সে সাধারণ একটা কাজ ছাড়া তেমন কোনো কিছু করছেন না। আমি সবসময় সহিংসতাকে ঘৃণা করি, বন্দুক তো ঘৃণাই করি এবং যুদ্ধকেও ঘৃণা করি। সে অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে সব লোকেরাই তো একইভাবে এটা করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি তাকে বলেছিলাম যে এটা আমাদের মধ্যকার সব সম্পর্ক এখানেই শেষ করে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, "আমি নিজের জন্য বা আমার সন্তানদের জন্য এই ধরনের জীবন চাই না।" এত অল্প বয়সে এটা তখন যেন এক রসিকতার মতো মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি অনুভব করেছি যে আমার পৃথিবী যেন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে।*

এই ঘটনার পর মেরির স্কুলের গ্রেড কমতে শুরু করে এবং এতে তার মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারপর মেরি তার একজন শিক্ষকের সাথে কথা বললেন:

*আমি শিক্ষকের নিকট আমার বন্ধু, বন্দুকের ঘটনা, আমার বন্ধুদের নীরবতা, মেয়ে বন্ধুদের উত্ত্যক্তের (টিজিংয়ের) পুরো গল্পটি মন উজাড় করে দিয়ে বলেছি, আমার বিব্রতবোধের প্রতি এবং ভগ্ন হৃদয় দেখে তিনি হাসেননি, বা আমাকে এমন অনুভব করতে দেননি যে আমি তরুণ এবং উপহাসযোগ্যও অনুভব করেননি...*

*তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, তোমার নিজের ভবিষ্যৎকে নিজ হাতে তুমিই সংরক্ষণ করেছ এবং তোমার ভবিষ্যৎ অন্য কারোর হাতে নয়, এমনকি তোমার পিতামাতারও নয় এবং বিশেষ করে এই ছেলেটির জন্যও নয়। এটা একান্তই তোমার এবং তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই তৈরি করতে পারবে।"*

ইতোমধ্যেই মেরি চৌদ্দ বছর বয়সে তার সমবয়সীদের মধ্যে তার স্কুলের একজন ছাত্রনেত্রী ছিল এবং তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শান্তির প্রচার করেছিল। সেই দিনগুলোতে তার মনকে অভিভূত করা এমন কিছু চিন্তাভাবনা এখানে রয়েছে:

*আমরা জানতাম যে দারিদ্র্যের অবসান হলে যুদ্ধেরও অবসানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে কিছুই করতে পারিনি। আমরা জানতাম যে বেকারত্ব কমানোয় সাহায্য করবে, কিন্তু আমরা সে বিষয়েও কিছুই করতে পারিনি। আমরা হিংস্রতার বন্দুকের গোলাগুলো ও ছুরিকে থামাতে পারিনি। আমরা সহিংসতাই শেষ করতে পারিনি। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কাজ তো শুরু করতে পেরেছি।*

*আমি জানতাম যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা বিপজ্জনক হতে পারে এবং আমি যে কোন কিছুর প্রতি সংবেদনশীল ছিলাম যা সাধারণের বাইরে ছিল। কখনও কখনও যে শুধু ভয়ানক খারাপ কোনো কিছু ঘটতে পারে তেমন শঙ্কাও ছিল। বিশেষ করে আমার পরিবারের জন্য আমাকে তো কাঁদায় এবং পালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা মনের মাঝে তোলপাড় করে। তবুও অন্যান্য শিশুরা আমার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং একইভাবে আমি অনুভব করেছি যে আমার নিজের অনাগত সন্তানরাও আমার উপর নির্ভর করছে। আমি যতই ভয় পাই না কেন মুখ ফিরিয়ে নিতে পারিনা। আমি কেবল সতর্ক থাকতে পারি এবং নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতে পারি।*

মেরীর অসামান্য কিছু গুণাবলি কী কী?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৭

এখানে আরও তিনজন যুবক-যুবতীর দেওয়া বিবরণ রয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই মহৎ চিন্তাভাবনা এবং সবচেয়ে কোমল আবেগ প্রকাশ করে। প্রথমটি হল একজন ১৬ বছর বয়সী মেয়ের কথা, সে ১২ বছর বয়সে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারানোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, যে একটি কিশোর গ্যাং দলের লড়াইয়ের সময় ধরা পড়ে এবং ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিল। তিনি তার বন্ধুকে কখনই ভুলে যায়নি এবং শান্তির প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে সে সহিংসতায় আক্রান্ত শিশুদের সাহায্য করতে শুরু করে:

*আট বা নয় বছরের কম বয়সী শিশুরা কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল কারণ তারা ভেবেছিল এটা ঠিক কাজ, কারণ তারা ভেবেছিল গ্যাংগুলো রাস্তায় তাদের সুরক্ষা দেবে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে তারা বাড়ির সহিংসতা থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা রাস্তায় আরও জঘন্য কিছু অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পেয়েছিল।*

*আমাকে বাসে করেই যেতে হবে... কিন্তু বেশিরভাগ বাস ড্রাইভার জানে যে আমি যে কাজটি করার চেষ্টা করছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার ফলে তারা ভাড়ার ক্ষেত্রে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ভাড়া নেয় এবং প্রায়ই আমাকে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ দেয়। যাওয়ার সময় রাস্তার পথিমধ্যে... থাকা অবস্থায় ঝোড়ো হাওয়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ের ওপর অবস্থিত কুঁড়েঘর কেমন যেন বিপজ্জনকভাবে কম্পমান। পাহাড়গুলো গভীরভাবে গর্তযুক্ত যেখান থেকে নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য পাথরগুলো সরানো হয়েছে। এই ধরনের কাজ কঠিন, কঠোর কায়িক পরিশ্রমের এবং কম মজুরির। কিন্তু বাস্তুচ্যুত পরিবারের অনেক শিশু এই এলাকাগুলোতে কাজ করে। তাদের পরিবারগুলো এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়েছে যে শিশুরা স্কুল ছেড়ে দেয় এবং অর্থ উপার্জনের জন্য যা যা করা দরকার তাই করে।*

*রাস্তা অতিক্রম করে আমি গোড়ালি পর্যন্ত গভীর পিচ্ছিল কাদার মধ্যে হাঁটছি, যেখানে একটি অস্থায়ী ফুটওভার ব্রিজের নিচে এক দুর্গন্ধযুক্ত, দূষিত নদী প্রবহমান। যেখানে টিনের ছাদের নিচে গুচ্ছবদ্ধ আধা ডজন জরাজীর্ণ কক্ষ নিয়ে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। কাঠের টেবিলগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, শ্রেণীকক্ষের পাশে ময়লা আবর্জনা এবং বিদ্যুৎ নেই। একটি শ্রেণীকক্ষে শুধু একটি স্কাইলাইট আছে এবং অন্য কোন জানালা নেই। মেঝে ময়লা দিয়ে ভরা। যখন বৃষ্টি পড়ে ছাদে তখন এতই আওয়াজ করে যে সবাইকে শোনার জন্য চিৎকার করতে হয় এবং সর্বত্র টিনের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে। একটি শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। যেখানে সুন্দর ঘরের চিত্রের সাথে যা তাদের আশেপাশের পরিবেশের সাথে তীব্রভাবে বিপরীতের কথা। সম্ভবত এগুলো সেই বাড়ির ছবি যা তাদের একসময় ছিল বা তারা ভবিষ্যতের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে....*

*অভিভাবকদের অনেকের মুখেই বিষাদের ছাপ। তাদের বাচ্চাদের সাথে তারা আক্রমণাত্মকভাবে কথা বলে, তাদের প্রতি রুক্ষ আচরণ করে। তবে কর্মশালার সময় তারা মাঝে মাঝে পরিবর্তন হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে তাদের প্রতি এমন আচরণ করা দরকার যে তাদের বাচ্চাদের হয়ত মারতেও হবে, কিন্তু তারপর তারা বুঝতে পারে যে মারধর করার মাধ্যমে একজন শিশুকে দূরে সরিয়ে রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে।*

পরের অনুচ্ছেদটি একটি অল্পবয়সী ১১ বছর বয়েসের মেয়ের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পডার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। কিন্তু তার বন্ধুর অবিরাম প্রচেষ্টায় অবশেষে রক্ষা পেয়েছিল এবং তারপরে সে শান্তির জন্য নিবেদিত একটি যুব আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল:

*আসলে আমাদের জীবন কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি এটা স্বীকার করতে ভয় পেতাম যে, তুমি যতই শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা কর না কেন, তবুও তোমাকে টেনেহিঁচড়ে সহিংসতার দিকে নিয়ে যেতে পারে.... আমি সবসময় এই জীবন থেকে পালাতে চেয়েছি। এটা স্বীকার করা কঠিন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আবার শান্তির আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছি। আমি নিজের সাথে নিজেই মিথ্যা বলছি এবং আমার বন্ধুদের কাছে ভান করছি যে সব কিছু ঠিক আছে। এটা সত্য হবে না। মাঝে মাঝে আমি উত্তেজিত হয়ে যাই। প্রতিদিন রাতে বাড়িতে মারামারি হয়। যখন তারা আমার সাথে চিৎকার ও চেঁচামেচি করতে পারে না তখন আমার মা এবং সৎ বাবা একে অপরের সাথে*

*চিৎকার করে ঝগড়া করে। আমি থাকতে পারব না এভাবে তাই আমি ঘরের বাইরে রাস্তায় পালিয়ে যাই এবং সেখানে অনেক কিছু আছে যা একজন যুবকের ক্ষতি করতে পারে। আমি একই সময়ে দুটি পথে হাঁটি এবং আমি এখনও শান্তির পথে চলতে পারি। আমি মনে করি যে আমার সংগ্রাম এবং আমি যেভাবে বেঁচে আছি তার মূল্য কি হওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে তরুণরা শান্তিতে সাহায্য করার জন্য আরও অনেক কিছু করবে, যদি প্রাপ্তবয়স্করা আরও বেশি সহযোগিতা করে আমরা যা শিখেছি তা শুনতে এবং আমাদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়। আমরা যদি বাড়িতে শান্তিতে থাকতাম, তাহলে সেটার শুরুটা হতো দারুণ।*

শেষ অনুচ্ছেদটি পনের বছরের একটি ছেলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যার ভাই একটি বিপ্লবী দল দ্বারা অপহৃত হয়েছিল। কিছু দিন পরে বন্দী অবস্থায় তার পরিবার তার কাছ থেকে খবর পেয়েছিল এবং তাদের সাথে তার সাথে চিঠিপত্রের যোগাযোগ চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল:

*আমি তার কাছে কবিতা পাঠিয়েছি যাতে সে আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী থাকতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। আমি তাকে বলি যে আমি তার পরামর্শ শুনি এবং কঠোরভাবে অধ্যয়ন করি। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যখন সে সম্প্রতি আবার লিখেছিল এবং বলেছিল, "আমি খুশি যে তুমি স্কুলে এত ভাল করেছ.... সেখানেই আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার পড়াশোনায় আমি সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি সত্যিই যেমনভাবে পড়াশুনা করা উচিত ছিল ঠিক সেভাবে করিনি, যেমন...তবুও এখানে আমি সব ধরনের সর্বমোট ত্রিশটিরও বেশি বই পড়েছি এবং আরও কিছু পড়ার বাকি আছে। এমনকি আমি অভিধান পেয়েছি এবং এমন অদ্ভুত অজানা শব্দ খুঁজছি যা আমি জানি না... আমি কখনই কিছুই করব না যেখান আগে নিজের ইচ্ছায় এটা সেটা করেছি..."*

*যদিও তাকে নিরাপদ মনে হচ্ছে। আমি এখনও চিন্তামুক্ত নই। যারা আমার ভাইকে ধরে রেখেছে তাদের সাথে যদি আমি কথা বলতে পারতাম, আমি তাদের সহানুভূতি কামনা করতাম এবং তাদের বলতাম এমন পরিস্থিতিতে তারা যা করেছে তা বুঝতে।*

*আমি মনে করি যে আমরা যদি শান্তি অর্জন করতে চাই তবে ক্ষমা হচ্ছে এটার মৌলিক দিক। ক্ষমা ছাড়া যুদ্ধ শেষ হতে পারে না। এটা বিশেষ করে আমাদের মত লোকেদের জন্য ক্ষমা করা গুরুত্বপূর্ণ যারা নিদারুণ দুঃখকষ্টে ভুগছেন।*

*আমি মনে করি এই জন্য আমি কাজ করছি—আমি ক্ষমার জন্য কাজ করছি।*

এই পরিচ্ছেদের উদ্ধৃত তরুণদের দ্বারা ব্যক্ত করা কিছু গুণাবলীর উদাহরণ তোমার  দলে আলোচনা কর এবং তোমার কিছু চিন্তাভাবনা লিখ।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৮

পরিশেষে বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতির যে কোনো ধরনের অন্বেষণ যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন ধর্মের তরুণ বীর রুহুল্লার জীবনকে উপেক্ষা করতে পারে না। সে বারো ১২ বয়সে আনন্দের সাথে জীবন উৎসর্গের পেয়ালা থেকে পান করেছিল। সাত বছর বয়সে রুহুল্লা  যখন  তার পিতা ধর্মবাহু ভারকা এবং তার বড় ভাইয়ের সাথে পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তখন রুহুল্লাহ সেই পবিত্র পরিবেশে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভ করেছিল এবং বাহা'উল্লাহর উপস্থিতির উজ্জল্যের উষ্ণতা দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। আমারা জানি যে, একদিন বাহা'উল্লাহ রুহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন "আজ তুমি কি করেছ?"

"প্রতি উত্তরে সে বলেছিল আমি (একজন নির্দিষ্ট শিক্ষক) থেকে শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করছিলাম।"

বাহা'উল্লাহ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন বিষয় শিখছিলে?"

"রুহুল্লাহ জবাব দিয়ে বলল, (বার্তাবাহকদের) প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে"।

বাহা'উল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এর মানে ব্যাখ্যা করবে?"

সে উত্তর দিয়েছিল "'প্রত্যাবর্তন' দ্বারা বাস্তবতা এবং গুণাবলীর প্রত্যাবর্তন বোঝায়"।

বাহা'উল্লাহ লক্ষ্য করে বললেন "তোমার শিক্ষকের কথাগুলো ঠিক। বিষয়টি সম্পর্কে তোমার নিজের উপলব্ধি কি সেটা তোমার নিজের ভাষায় আমাকে বল।"

এর জবাবে রুহুল্লাহ বলল: "এটা যেন এ বছর গাছ থেকে কোনো একটি ফুল তোলার মতো। তবে আগামী বছর একই গাছ থেকে যদি কোনো ফুল তোলা হয় সেই ফুলটি হুবহু এইটির মতো দেখাবে, কিন্তু সেটা একই রকম নয়।"

রুহুল্লার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর বাহা'উল্লাহ-কে খুশি করেছিল, যিনি প্রায়শই তাকে সম্মানসূচক উপাধি জনাব-ই-মুবাল্লিগ (বাহা'ই শিক্ষক) হিসেবে উল্লেখ করতেন।

আরও বেশ কিছু বিবরণ রয়েছে যা রুহুল্লার মহৎ গুণাবলিকে প্রকাশ করে। এটা অবশ্যই সত্য যে, ১২ বছর বয়সে সে যে ত্যাগের উচ্চতার স্থান অর্জন করেছিলেন, সে তো কোনও সাধারণ যুবক হতে পারে না। ধর্মের প্রতি ত্যাগ এবং প্রিয়তমের পথে আত্মত্যাগকে অবশ্যই জীবন উৎসর্গের সাথে যুক্ত করার দরকার নেই। তবুও রুহুল্লাহ কত আকাঙ্ক্ষা এবং সীমাহীন আনন্দের সাথে ত্যাগের রহস্য বর্ণনা করেছেন তার বিখ্যাত কবিতায় এবং সেটির অংশ বিশেষ নিচে উদ্ধৃত হলো।

ঐশ্বরিক অনুগ্রহের পেয়ালা থেকে আমাকে পান করতে দাও।
এবং আমাকে পাপ ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি দাও;
যদিও আমার পাপ সত্যিই বিশাল হলেও
সেক্ষেত্রে আমার প্রভুর করুণা তার চেয়েও অনেকগুণ বৃহৎ।

তোমাকে স্বাগত জানাই, হে তুমি ঐশ্বরিক ভোজসভার পানপাত্র!
তুমি এসো, আমার আত্মাকে সতেজ কর
আমি যাতে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারি
আমারই শ্রেষ্ঠ-প্রেয়সীর পথে নিজেকে উৎসর্গ করতে।

তুমি শীঘ্রই যে দলটি সংগঠিত করবে সেই কিশোররা রুহুল্লাহর ন্যায় জীবনযাপন করবে না। তবু এখানে এবং পূর্ববর্তী কয়েকটি অংশে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলো একটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন মানুষ খুব অল্প বয়স থেকেই কী আভিজাত্য প্রকাশ করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে সচেতনতা বৃদ্ধি এই ইউনিটে অনেক আগেই ব্যক্ত করা বক্তব্যের কথা আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের দিকে দুটি প্রান্তের একটির দিকে পরিচালিত হতে পারে এবং মানবজাতির জন্য আত্মত্যাগমূলক সেবাদান বা আত্ম-অহংবোধ ও আবেগের কারাগারে বন্দিত্বের দিকে। পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে যে আলোচনা হয়েছে, আমরা এর প্রকৃতি অন্বেষণ করেছি তাহলো বয়ঃসন্ধিদের, কিশোরদের সম্ভাবনা এবং তাদের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব। তোমার পক্ষে এখানে বিরতি দেওয়াই উপযুক্ত হবে এবং তুমি এ সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা কর উহা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পার এবং সেটিই তোমার পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে। এখন বিবেচনা কর যদি আমরা কিশোরদের তাদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির বিকাশ এবং সহজাত সম্ভাবনা ঘটাতে চাই তাহলে কি করা দরকার?

## পরিচ্ছেদ ১৯

এই ইউনিটের বৃহত্তর অংশে তরুণ কিশোর-কিশোরীদের সম্ভাবনা অন্বেষণ করার পরে, আমাদের এখন কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে তোমার অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু কথা বলা উচিত। এই বয়স সীমার মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এমন একদল সমবয়সীদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুবক-যুবতীরা তাদের বোঝে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বন্ধুদের কাছে পরামর্শ চাওয়াকে আশ্বস্ত করে। এটা বৈধ একটি প্রয়োজনের জন্য একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে, কর্মসূচিটি একটি "কিশোরদের দল" এর ধারণাকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে, যার সদস্যরা নিয়মিতভাবে একত্রিত হয় এবং কাজ করতে এবং শেখার জন্য পদ্ধতিগতভাবে নির্দেশিত হয়। সভার পরিবেশ, আনন্দময়তা, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময়

হালকাভাবের হওয়া উচিত নয়। এটার ক্ষেত্রে বরং একটি জীবনের অবদান রাখা উচিত সেই গুণাবলি এবং মনোভাব বৃদ্ধিতে যা ধর্মের এবং মানবজাতির সেবাদানে প্রয়োজন। কিশোরদের এই ধরনের পরিস্থিতিতে দলের সদস্যরা নিন্দা বা উপহাসের ভয় থেকে মুক্ত থেকে তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের মন দখল করে এমন অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারে। তারা শুনতে, কথা বলতে, অনুচিন্তন করতে, বিশ্লেষণ করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং ওই সবের উপর কাজ করতে শেখে।

প্রতিটি দলে একজন বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন যিনি তরুণদের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে তাদের সক্ষমতা বিকাশে তাদের সহায়তা করতে পারেন। যারা এই কার্যটি সম্পাদন করে তারা "অ্যানিমেটর" হিসেবে পরিচিত। অ্যানিমেটরের উপস্থিতি দলের সদস্যদের আশাবাদী এবং সুনিশ্চিত থাকতে সাহায্য করে যে তারা কেবল তাদের চারপাশের সমাজে বিদ্যমান নৈতিক অবক্ষয়ের শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না বরং এর উন্নতিতেও অবদান রাখতে পারে। যদিও এই সক্ষমতায় সেবাদান করা কোনো নির্দিষ্ট বয়সের একচেটিয়া বিশেষত্ব নয়, সতেরো বছর বা তার বেশি বয়সের যুবকেরা চমৎকাররূপে অ্যানিমেটর হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার প্রবণতা দেখার কারণ তারা কিশোরদের সমান হিসেবে আচরণ করা সহজ মনে করে। শিশুর মতো নয় এমনভাবে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, স্পষ্টতা খোঁজার জন্য উৎসাহিত করে এবং বাস্তবতা অনুসন্ধানে নিয়োজিত করে। নীচের অনুচ্ছেদে, 'আব্দুল-বাহা তার আশা প্রকাশ করেছেন যে তারুণ্যময় আত্মাকে এমনভাবে লালন-পালন করতে হবে:

> **"এটা 'আব্দুল-বাহার আশা যে গভীর জ্ঞানের স্কুলের শ্রেণীকক্ষে সেই তারুণ্যময় আত্মাদের প্রতি যত্নবান হবেন যিনি তাদের ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেবেন। যাতে তারা সকলেই চেতনার সেই স্তরে উন্নীত হতে পারে, লুকানো রহস্যময় বিষয়গুলো ভালোভাবে শিখতে পারে। যে রহস্যগুলো এতই উত্তম যে উহা সর্ব-গৌরবময় রাজ্যে স্বর্গীয় বুলবুল পক্ষীর ন্যায় তাদের প্রত্যেকের সুমধুর কণ্ঠ লাভ করবে এবং উচ্চস্বরে ঐসকল স্বর্গীয় রাজ্যের রহস্যগুলো প্রকাশ করবে। যখন পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকের মতো তার দুঃখজনক ক্ষতের জন্য তার প্রেয়সীর প্রয়োজনীয়তা যাচন করবে।"**[৩২]

কোনো একটি কিশোর দলের শিখন কার্য শিশুদের ক্লাসের মতো নয়। এটাতে একটি অধ্যয়ন চক্রের (স্টাডি সার্কেলের) কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে এর প্রাথমিক কাজটি হল এর সদস্যদের জন্য পারস্পরিক সমর্থনের পরিবেশ হিসেবে পরিবেশন করা। যেখানে তারা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং চিন্তাভাবনা এবং আচরণের ধরণগুলো বিকাশ করতে পারে যা তাদের সারা জীবন তাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে। রুহি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর, তোমার একটি অধ্যয়ন চক্রের (স্টাডি সার্কেলের) সদস্য হিসেবে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সম্ভবত তৃতীয় কোর্সটি অধ্যয়ন করার পরে তুমি শিশুদের কিছু ক্লাস পরিচালনা করে শিখেছে। নীচের বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকাটি দেখ। প্রতিটির জন্যই কোর্সে তোমার সহকর্মী অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা কর যে তুমি একটি শিশু ক্লাস, একটি কৈশোরের দল এবং একটি অধ্যয়ন চক্রের (স্টাডি সার্কেলের) মধ্যে কী মিল এবং পার্থক্য খুঁজে পেতে চাও।

- কার্যকলাপের প্রকৃতি
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্ক
- সমাবেশের পরিবেশ
- একজন যিনি সেবাদানের কাজটি পরিচালনার জন্য ভূমিকা রাখছে—সেক্ষেত্রে তিনি কি একজন শিক্ষক, অ্যানিমেটর বা টিউটর হিসেবে কাজ করছে

## পরিচ্ছেদ ২০

সেবাদানের এ ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করার সাথে সাথে তুমি শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, অনেকাংশে তোমার প্রচেষ্টার কার্যকারিতা নির্ভর করে দলের সাথে তোমার সম্পর্কের মানের উপর। ফলশ্রুতিতে তাদের কথা শোনার জন্য, পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমার জন্য তাদের যে শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিম ভালবাসা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের সততার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাদের প্রত্যেকে যাতে উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা চালাতে অনুপ্রাণিত করবে। তোমাকে তাদের মঙ্গল এবং অগ্রগতির প্রতি তোমার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে হবে। এক্ষেত্রে

অবশ্যই পিতৃত্ববাদ, আত্মস্বীকৃত সাধুতা, বা কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের—মনোভাবগুলোর ন্যূনতম চিহ্ন ছাড়াই হতে হবে যা কিশোরদের বিকাশের জন্য সহায়ক কোনও কিছু হতে পারে না। তাদের হৃদয় ও মনে সত্যিকারের বিশ্বাসের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা জাগানোর জন্য তোমাকে প্রতিটি সুযোগ নিতে হবে। আব্দুল-বাহা নিম্নোক্তরূপে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন:

> **"প্রথমত একে অপরের জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হও, তোমার ব্যক্তিগত মঙ্গলের চেয়ে সর্বসাধারণের মঙ্গলকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমন সম্পর্ক তৈরি কর যা কোনো কিছুতেই এর ভিতকে নাড়া দিতে না পারে; এমন একটি সমাবেশের পরিবেশ তৈরি কর যা কোনো কিছুর দ্বারা যেন ভেঙে যেতে না পারে; এমন একটি মন রাখ, যা কখনোই ধন-সম্পদ অর্জন করার আকুল আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। যদি প্রেমের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে কি বাস্তবতা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? এটা হচ্ছে ঈশ্বরের সেই প্রেমের অগ্নি যা মানুষকে পশুর চেয়েও শক্তিশালী করে তোলে। যাতে তারা বিশ্বের মাঝে সেই উচ্চতম শক্তিকে মজবুতকরণ দ্বারা উন্নতি লাভে সক্ষম হয়ে উঠে।"[৩৩]**

নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কীভাবে একটি কিশোর দলের সদস্যদের নিরস্ত করবে এবং কোন চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণ একজন অ্যানিমেটরকে এই ধরনের প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে তা আলোচনা কর।

পিতৃত্ববাদ: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

আত্মস্বীকৃতসাধুতা: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

কর্তৃত্ববাদীনিয়ন্ত্রণ: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ২১

তোমার সম্পর্কের উত্তম উদাহরণও একটি দিক যা কিশোরদের যে কোনও দলের সদস্যদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তোমার বিন্যাস করা ব্যবস্থা এমন হবে, যা একজন যুবকের জীবনে উদাহরণের প্রভাবকে অত্যধিকরূপে মূল্যায়নকে খাট করে বিবেচনা করা যায় না। তাহলে এই পরিস্থিতির আলোকে, আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করার জন্য আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা অতিরিক্ত তাৎপর্য বহন করে। এছাড়াও "অরুচিকর বস্তুবাদ", "জাগতিক জিনিসের প্রতি আসক্তি যা মানুষের আত্মাকে আচ্ছন্ন করে", "ভয় এবং উদ্বেগ যা তাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে", "আনন্দ এবং অপচয় যা তাদের সময়কে গ্রাস করে, কুসংস্কার এবং শত্রুতা যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্ধকার করে, উদাসীনতা এবং অলসতা যা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলোকে পঙ্গু করে দেয়" এগুলো হলো "প্রবল বাধাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত"। প্রিয় অভিভাবক আরো উল্লেখ করে বলেন, "বাহাউল্লাহর সেবার পথে দন্ডায়মান প্রত্যেকেই একজন যোদ্ধার ন্যায় পরিগণিত হবে"। তিনি আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নির্ভর করবে আমরা নিজেরা কতটা "এই অপবিত্রতা" থেকে মুক্ত, "এই ক্ষুদ্র উদ্বেগ এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত," "এই কুসংস্কার এবং বিরোধিতা থেকে মুক্ত," "আত্ম শূন্য" এবং "ঈশ্বরের আরোগ্য এবং টেকসই শক্তিতে পরিপূর্ণ" তার উপর।

কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য তোমার প্রচেষ্টার জন্য অভিভাবকের পরামর্শের কিছু প্রভাবসমূহ কী কী তা উল্লেখ কর?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ২২

কিশোরদের একজন সত্যিকারের বন্ধু এবং সেই সাথে আনন্দের সময় তাদের বিজ্ঞ উপদেষ্টা হিসেবে এবং অসুবিধার সময় তাদের সাথে থাকা তোমার জন্য অপরিহার্য হবে। যদি তারা উৎকর্ষতার বৃহত্তর এবং বৃহত্তর উচ্চতা অর্জন করতে চায় তবে তাদের উৎসাহের প্রয়োজন হবে। ত্রুটি এবং ভুলের পরিবর্তে তুমি যে পরিমাণে তাদের কৃতিত্বের উপর অধিকতর মনোনিবেশ করবে এবং তাদের সহায়তা করতে সক্ষম হবে। তুমি উৎসাহ দেবে, তবে অবশ্যই এমনভাবে নয় যা অহংবোধকে বাড়িয়ে তোলে। তুমি কৃতিত্বের উপর মনোনিবেশ করবে তবুও পরামর্শ দিতে ভয় পাবে না। যদি তুমি তাদের এমন পরিস্থিতিতে দেখবে যা তাদের নৈতিক সততার সাথে আপস করতে পারে।

দলের সাথে তোমার বন্ধুত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে, প্রিয় অভিভাবকের পক্ষে লেখা একটি চিঠি থেকে নীচের অংশটি পড়। যদিও এটা ব্যক্তির সাথে ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক বর্ণনা করে, তবুও এটা একটি কিশোর দলের অ্যানিমেটর হিসেবে তোমার প্রচেষ্টার সাথে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক:

> **"ধর্মের বিশ্বাসীদের বৃহত্তর অংশের বেশিরভাগই তরুণ এবং যদি তারা ভুল করে তবে এটা আংশিক গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি না তাদের এমনভাবে সব সময় বলা হয়ে থাকে যে—এটা করো এবং ওটি করো না! তাহলে সেটা তাদের আত্মাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।"[৩৪]**

কেন একজন যুবকের আত্মাকে বারবার তার ভুলের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং ক্রমাগত কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তা বলার দ্বারা বিচূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা কর। এখানে তোমার চিন্তাভাবনার কিছু দিক সমূহ লিখ।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

নির্বিচারে উৎসাহ প্রদান করাটা প্রশংসার মতো নয়; এটা অবশ্যই আন্তরিক এবং কপটতা থেকে মুক্ত হতে হবে, অন্যথায় এটা অহংবোধকার বা আত্ম-বিশ্বাসের অভাবের দিকে নিয়ে যাবে। কীভাবে 'আব্দুল-বাহা' বিশ্বাসীদের তাদের ধর্মের সেবা করার প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করেছিল ওই সবের কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

**"তোমাকে তাঁরই মহান কাননে তাঁরই ধর্মের সেবা করতে সাহায্য করার জন্য সত্যিই আমি ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানাই।"[৩৫]**

**"তোমাকে সর্ব-মহিমান্বিতের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাঁরই ধর্মকে বিজয়ী করার কাজে তোমাকে শক্তিশালী করার জন্য, জনগণের মধ্যে তোমাকে তাঁরই নামে আহ্বান করতে বেছে নেওয়ার জন্য আমি সত্যিই আমার পরম প্রভুর প্রশংসা করি"[৩৬]**

**"সত্যিই, ঈশ্বর তোমাকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন যখন তিনি তোমাকে তাঁর করুণার সাগরে নিমজ্জিত করেছিলেন এবং তোমাকে বিশ্বাসের পেয়ালা এবং স্বীকৃতির বিশুদ্ধ মদিরা পান করতে দিয়েছিলেন। শাবাশ! শাবাশ! তোমার ইচ্ছাকে তুমি সমর্পণ করতে আগ্রহী ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসা বাড়াতে, তাঁর সম্পর্কে তোমার জ্ঞানকে প্রসারিত করতে এবং তাঁর পথে অবিচল থাকতে চাও।"[৩৭]**

**"হে আমার আধ্যাত্মিক প্রিয়জনরা! ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, তোমরা পর্দা সরিয়ে দয়াময় প্রিয়পাত্রকে চিনতে পেরেছ এবং এই আবাসস্থল থেকে দ্রুত স্থানহীন রাজ্যে চলে গেছ। তোমরা ঈশ্বরের জগতকে মহিমান্বিত করতে তোমাদের তাঁবু স্থাপন করেছ। শাবাশ! হাজার বার শাবাশ! কারণ তোমরা আলোর উদ্ভাস দেখেছ, আর তোমাদের পুনর্জন্মপ্রাপ্ত সত্তার মধ্যে তোমরা চিৎকার করে বলেছ, 'ধন্য প্রভু, সকল স্রষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ!'"[৩৮]**

**"হে বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ, তোমরা আকাঙ্খাকারীরা, তোমরা যারা চুম্বকীয়ভাবে আকৃষ্ট হয়েছ, তোমরা যারা ঈশ্বরের ধর্মের সেবা করার জন্য, তাঁর বাক্যকে উচ্চারণ করতে এবং তাঁর মিষ্টি স্বাদকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিতে উত্থিত হয়েছ! তোমার চমৎকার চিঠিটি আমি পড়েছি, শৈলীতার দিক থেকে সুন্দর, শব্দের চয়নে বাগ্মিতা, অর্থের দিক থেকে গভীর, এবং আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলাম এবং তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য এবং তোমাকে তাঁর বিস্তৃত কাননে তাঁরই সেবা করতে সক্ষম করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।"[৩৯]**

**"তোমার চিঠিটি ছিল সুগন্ধিযুক্ত ফুলের তোড়ার মতো, যা বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের সুগন্ধ ছড়িয়েছিল। শুভকামনা! শুভকামনা! তুমি অদৃশ্য রাজ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছ। দুর্দান্ত! দুর্দান্ত! তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে। সর্বশক্তিমানের সৌন্দর্য! বিস্ময়কর! বিস্ময়কর! কত ভাগ্যবান তুমি ছিলে এই সর্বোচ্চ অনুগ্রহ লাভ করার জন্য!"[৪০]**

'আব্দুল-বাহা যেভাবে বন্ধুদের প্রশংসা করেছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, তুমি শীঘ্রই যে দলের সদস্যদের সহায়তা করবে তাদের কীভাবে তুমি উৎসাহিত করবে তা কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা কর।

## পরিচ্ছেদ ২৩

পরিশেষে, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে একটি কিশোর দলের সদস্যদের সাথে প্রেমময় বন্ধুত্বের গভীর বন্ধন স্থাপন এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করার জন্য তোমার প্রচেষ্টা সেই পরিমাণে ফল দেবে যে পরিমাণে তুমি একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে।

**"আনন্দ আমাদের ডানা দেয়! আনন্দের সময় আমাদের শক্তি বেশি প্রাণবন্ত, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং আমাদের বোধশক্তি কম মেঘাচ্ছন্ন থাকে। আমরা বিশ্বের সাথে মানিয়ে নিতে এবং আমাদের উপযোগিতার ক্ষেত্রটি খুঁজে পেতে আরও বেশি সক্ষম বলে মনে হয়।"[৪১]**

দলের জন্য একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে তোমাকে আনন্দ অনুভব করতে হবে। এমন কিছু কিশোরদের কথা চিন্তা কর যাদের সাথে তুমি ইতোমধ্যেই পরিচিত যারা শীঘ্রই যে দলের সাথে যুক্ত হতে চান তার অংশ হতে পার। তাদের সম্পর্কে তোমার মনে এমন কোন চিন্তাভাবনা কি আসে যা তোমাকে আনন্দ দেয়?

এই ধরনের একটি দলের সভাগুলোকে তুচ্ছ হিসেবে না দেখে আনন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার জন্য তুমি কোন ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে পার?

_____

_____

_____

_____

এই চিন্তাভাবনাগুলো মাথায় রেখে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পক্ষে লেখা একটি চিঠি থেকে নীচের অনুচ্ছেদটি পড়:

**"ক্ষণস্থায়ী আবেগের বিপরীতে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে অন্তর্নিহিত আনন্দ খোঁজে, তা বাইরের প্রভাবের উপর নির্ভর করে না; এটি এমন একটি অবস্থা, যা নিশ্চয়তা এবং সচেতন জ্ঞান থেকে জন্ম হয়, একটি বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা লালিত, যা স্থায়ীত্ব এবং যা অগভীর তার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম।"**[৪২]

আসুন আমরা 'আব্দুল-বাহা'র নিম্নলিখিত বাণীর ওপর অনুচিন্তন করে আমাদের এই ইউনিটের অধ্যয়নটি শেষ করি:

**"মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হল সার্বজনীন প্রেম সেই চুম্বক যা অস্তিত্বকে চিরন্তন করে তোলে। এটা বাস্তবতাকে আকর্ষণ করে এবং জীবনের মাঝে অসীম আনন্দকে ছড়িয়ে দেয়। এই ভালবাসা যদি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে তবে মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি তার মধ্যে উপলব্ধি করবে। কারণ এটা একটি ঐশ্বরিক শক্তি যা তাকে একটি ঐশ্বরিক অবস্থানের স্তরে নিয়ে যায় এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আলোকিত হয়, বাস্তবতার প্রেম-শক্তি বৃদ্ধি করতে, তোমার হৃদয়কে আরও বেশি আকর্ষণের কেন্দ্র করে তুলতে এবং নতুন আদর্শ এবং সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে।"**[৪৩]

## REFERENCES


1. From the Riḍván 2010 message written to the Bahá'ís of the world, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 14.16, p. 82.

2. From a talk given on 17 November 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), par. 3, p. 617.

3. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 111.7, p. 192.

4. *Abdul Baha on Divine Philosophy* (Boston: The Tudor Press, 1918), pp. 131–32.

5. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CLIII, par. 6, p. 370.

6. Ibid., I, par. 5, p. 3.

7. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 4.7, pp. 34–35.

8. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 13, pp. 6–7.

9. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 34.2, p. 100.

10. Ibid., no. 35.7, p. 104.

11. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1909, 1930 printing), vol. 1, p. 136. (authorized translation)

12. 'Abdu'l-Bahá, *The Secret of Divine Civilization* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2007, 2017 printing), par. 186, p. 136.

13. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 68.3, pp. 147–48.

14. Ibid., no. 155.4, p. 253.

15. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 26 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 3, p. 205.

16. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 11 June 1912, ibid., par. 4, p. 258.

17. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahai Scriptures: Selections from the Utterances of Baha'u'llah and Abdul Baha* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1928), no. 992, p. 548.

18. From a talk given by ‘Abdu’l-Bahá on 11 June 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 6, p. 261.

19. *The Call of the Divine Beloved: Selected Mystical Works of Bahá’u’lláh* (Haifa: Bahá’íWorld Centre, 2018), no. 2.22, p. 21.

20. From a talk given on 28 October 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by ‘Abdu’l-Baháin 1911* (Wilmette: Bahá’íPublishing, 2006, 2016 printing), no. 15.12, p. 53.

21. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 36.5, p. 111.

22. *The Call of the Divine Beloved*, no. 2.19, p. 19.

23. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 195.5, p. 327.

24. Bahá’u’lláh, in *The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1993, 2013 printing), par. 64, pp. 42–43.

25. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 223.1, pp. 388–89.

26. Ibid., no. 35.4, p. 102.

27. Ibid., no. 206.9, p. 354.

28. *Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1987, 2008 printing), XXXVI, par. 4, p. 47.

29. Ibid., CLXXXIV, par. 2, p. 324.

30. From a letter dated 23 November 1983 written on behalf of the Universal House of Justice to an individual, published in *Lights of Guidance: A Bahá’í Reference File* (New Delhi: Bahá’í Publishing Trust, 1988, 2010 printing), no. 1206, pp. 359–60.

31. From a letter dated 8 December 1935 written on behalf of Shoghi Effendi to an individual, published in *Prayer and Devotional Life: A Compilation of Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh, the Báb, and ‘Abdu’l-Bahá and the Letters of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2019), no. 71, p. 30.

32. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 107.1, p. 188.

33. *Abdul Baha on Divine Philosophy*, p. 112.

34. From a letter dated 30 June 1957 written on behalf of Shoghi Effendi to a National Spiritual Assembly, in “The National Spiritual Assembly”, published in *The Compilation of Compilations* (Maryborough: Bahá’í Publications Australia, 1991), vol. 2, no. 1502, p. 128.

35. *Tablets of Abdul-Baha Abbas*, vol. 1, p. 11. (authorized translation)

36. Ibid., p. 18. (authorized translation)

37. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1915, 1940 printing), vol. 2, pp. 266–67. (authorized translation)

38. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 236.4, p. 439.

39. Ibid., no. 199.1, pp. 332–33.

40. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1916, 1930 printing), vol. 3, p. 530. (authorized translation)

41. From a talk given by 'Abdu'l-Baháon 22 November 1911, published in *Paris Talks*, no. 35.2, p. 135.

42. From a letter dated 19 April 2013 written on behalf of the Universal House of Justice to a small group of individuals, published in *Framework for Action*, no. 51.7, p. 292.

43. *Abdul Baha on Divine Philosophy*, pp. 111–12.

# অ্যানিমেটর হিসেবে সেবাদান

**উদ্দেশ্য**

ঐ সকল ধারণার ওপর অনুচিন্তন করা যা কিশোরদের
আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অবয়বকে সুসংগঠিত করে

## পরিচ্ছেদ ১

এই বইয়ের দ্বিতীয় ইউনিটে আমরা প্রাথমিক বয়ঃসন্ধিকালে একজন যুব ব্যক্তির জীবনে সামাজিক পরিবেশের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছি। কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি অনুযায়ী, কোনো একটি "কিশোরদের দলের" ধারণাকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে। আমরা বলেছি যে একটি কিশোর দলের কার্যক্রম কোনোভাবেই শিশুদের কোনো ক্লাস নয়। এটাতে একটি অধ্যয়ন চক্রের (স্টাডি সার্কেলের) কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে এর প্রাথমিক কাজটি হল এর সদস্যদের জন্য পারস্পরিক সমর্থনের পরিবেশ হিসেবে পরিবেশন করা, যেখানে তারা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং চিন্তাভাবনা এবং আচরণের ধরণগুলো বিকাশ করতে পারে, যা সারা জীবনব্যাপী তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করবে। .

একটি কিশোর দলের সদস্যরা নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্তত একবার মিলিত হয় এবং তিন বছরের মেয়াদে বার্ষিক বিভিন্ন সমাবেশে (ক্যাম্পে) যোগ দেয়। সদস্যরা একটি দল হিসেবে একসাথে কাটানো সময়টি এমন উপাদানগুলোর অধ্যয়নের উপর কেন্দ্রীভূত হয় যা বিশেষভাবে ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অল্পবয়সীরা সম্প্রদায়ের সেবা প্রকল্পগুলোর বিষয়ে পরামর্শ, পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করে, খেলাধুলা করে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যেমন নাটক এবং কারুশিল্প যা তাদের আশেপাশের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। ক্যাম্পে, যা বেশ কয়েক দিন ধরে চলে সেটা হলো, তারা একটি পৃথক দল হিসেবে নিবিড় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে এবং তাদের আশেপাশের বা গ্রামের অন্যান্য দলের সাথে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাওয়া সম্মিলিত ইভেন্ট এবং কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। এই ইউনিটে, আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করব যার সাথে তোমার পরিচিত হওয়া উচিত।

## পরিচ্ছেদ ২

প্রথমে দলের সদস্যপদ বিবেচনা করা যাক। যখন কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্যাম্পে কিশোররা কর্মসূচিতে আগ্রহ দেখায়, তখন সাধারণত ১০ থেকে ১৫ সদস্যের একটি দল গঠন করা সম্ভব। যদিও বেশিরভাগেরই বয়স ১২ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে হবে, যুবকদের মধ্যে কেউ ১২ বছরের নিচে এবং অন্যদের বয়স ১৪ বছরের মতো হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে কর্মসূচীটি সবচেয়ে কার্যকরী প্রমাণিত হয় যখন সদস্যরা, তাদের বয়স যাই হোক না কেন, পুরো তিন বছরের জন্য একসাথে থাকে এবং একটি দল হিসেবে কোর্সটি সম্পন্ন করে। এমন পর্যায়ে যারা ইচ্ছুক তারা শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারে, ইনস্টিটিউট কোর্সের মূল অনুক্রম অধ্যয়ন করে এবং তাদের জন্য উন্মুক্ত সেবার পথকে অনুসরণ করে।

নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় যে সকল যুবকরা একটি দলে যোগদান করবে তারা বাহা'ই শিশু ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, অনেক পরিস্থিতিতে, যে সকল যুবক-যুবতীরা এই কর্মসূচির মুখোমুখি হবে তাদের সাথে ধর্মের পূর্বের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। বয়সের পার্থক্য ছাড়াও, পটভূমি এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রায়শই কিছু ভিন্নতা থাকবে। কোনও দল কখনও একজাতীয় নয় এবং অ্যানিমেটাররা ধারাবাহিকভাবে যুবকদের বিভিন্ন আগ্রহের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ফলে এমন পরিস্থিতিতে তাকে বেশ নমনীয় ও সৃজনশীল উপায় ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও তোমাকে প্রতিবারে যখনই দলের সাথে মিলিত হবে তখনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে তুমি কীভাবে সাড়া প্রদানপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করবে?

- তুমি যে কিশোর দলকে সহায়তা করছো তার কিছু সদস্য তাদের পড়ার বোধগম্যতায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।
- তুমি যখন তাদের সাথে আলাদাভাবে কাজ করার চেষ্টা করো তখন দলের তরুণ সদস্যরা বিব্রত বোধ করে।

- এক বা দুইজন অধিকতর বয়স্ক সদস্য দলের কিছু কার্যক্রমকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং মনে করে না।
- দলের কিছু সদস্য একটি নির্দিষ্ট কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে।
- দলের কিছু সদস্য অন্যদের চেয়ে দ্রুতগতিতে উপাদানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা দেখায়।
- দলের মেয়েরা এবং ছেলেরা একসাথে কিছু কাজে অংশগ্রহণ করতে নারাজ।
- অনেক সদস্যের কাছে একটি দলের মাট পর্যায়ে যাতায়াতের (আউটিংয়ের) জন্য খরচ করার পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই।
- দু-একজন সদস্যের উপস্থিতিতে অনিয়মিত।
- একজন সদস্য সভা চলাকালীন সময়ে অনুপযুক্ত হাস্য-রসিকতা করে।
- দলের কিছু সদস্য তাদের ছোট ভাইবোনদের সাথে করে সভায় নিয়ে আসে।
- সদস্যদের মধ্যে দু-একজন দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না।

তোমার দলের ক্ষেত্রে এই ধরনের এবং অনুরূপ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা কর। অবশ্যই তুমি সেবার এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সাথে সাথে, তোমার সহকর্মী অ্যানিমেটরদের সাথে তুমি পর্যায়ক্রমিক বৈঠকে অনুচিন্তন করে এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো বারবার অন্বেষণ করবে এবং নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করবে।

## পরিচ্ছেদ ৩

যে বইগুলোর অধ্যয়ন কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত—সেগুলোর মধ্যে কিছু বই তুমি পড়েছ যেমন—রুহী বই-২ এ এটা করার পরামর্শ অনুসরণ করে—ভাষা এবং ধারণাগুলো অন্বেষণ করা উভয় ক্ষেত্রেই অসুবিধার স্তর দ্বারা আলাদাভাবে সাজানো হয়েছে। ওইগুলো দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সবের একটি বাহা'ই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম সম্বোধন করা দিক, কিন্তু তা ধর্মীয় দিকনির্দেশনা মোতাবেক নয়। এই অর্থে তাদের "বাহা'ই অনুপ্রাণিত" বলা যেতে পারে। তারা কর্মসূচির একটি প্রধান শিক্ষা উপকরণ গঠন করে। অন্য বিভাগের পাঠ্যক্রমরূপে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু, সংখ্যায় কম, যা স্বতন্ত্রভাবে একটি বাহা'ই শিক্ষা উপকরণ হিসেবে প্রদান করে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই বাহা'ই অনুপ্রাণিত শিক্ষা উপকরণের বইগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রকৃতির উপর মনোনিবেশ করব।

সাধারণভাবে, এই ধরনের শিক্ষামূলক শিক্ষা উপকরণগুলো এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তৈরি করা হয় যে, বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের সাগরে জ্ঞানের অসংখ্য মুক্তা রয়েছে যা আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে অর্পণ করা উচিত, এমনকি যখন তারা এখনও তাঁর স্থানকে চিনতে পারে না, তুমি ইতোমধ্যেই এই ধারণাটির সাথে পরিচিত কারণ, রুহী বই-২ এর দ্বিতীয় ইউনিট, "কথোপকথনের উন্নতি সাধন"-এ তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিকে একীভূত করার সক্ষমতা বিকাশের জন্য 'আব্দুল-বাহা'-র আলোচনা এবং ফলকলিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে অনুচ্ছেদগুলো অধ্যয়ন করেছ। যার মাধ্যমে তোমার দৈনন্দিন কথোপকথনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি এভাবেই অর্জিত হয়।

তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি জানতে সক্ষম হয়েছ যে, সেই ইউনিটে অন্বেষণ করা দিকগুলো অন্যদের সাথে আলোচনা করার সময়, তুমি কিছু অনুষ্ঠানে তোমার অনুপ্রেরণার উৎস প্রাকৃতিক উপায়ে উল্লেখ করতে পারবে। যদিও, কখনও কখনও তুমি এটা না করাই ভালো মনে করতে পার। প্রতিটি পরিস্থিতিতে চাহিদা অনুযায়ী. বাহা'ই-অনুপ্রাণিত উপাদানের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পক্ষে লেখা একটি চিঠিতে এই বিষয়ে নিম্মোক্তরূপে উল্লেখ করে:

> **"বাহা'ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মৌলিক নীতি হল যে বন্ধুদের উচিত বাহা'উল্লাহর শিক্ষাগুলোকে উদারভাবে এবং নিঃশর্তভাবে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া। যাতে সর্বত্র মানুষ অত্যন্ত জরুরি সামাজিক সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য সেগুলোর প্রয়োগ করতে পারে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উন্নতি সাধন করতে পারে। জীবনের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই ঈশ্বরের বাণীকে প্রয়োগ করাকে আজকের দিবসের জন্য ঈশ্বরের প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করার শর্ত দেওয়া উচিত নয়। তদুপরি, পরিস্থিতি যখন দাবি করে তখন তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি শিক্ষামূলক কর্মসূচির অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার উৎসটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা অনুচিত হবে না। যেখানে এমন অনেকগুলো বিকল্প রয়েছে যা বন্ধুরা শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি করার সময় বিবেচনা করতে পারে যা ধর্মের শিক্ষা এবং নীতিগুলোকে আকর্ষণ করতে পারে।"**[১]

এবং সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পক্ষে লেখা আরেকটি চিঠিতে বলা হয়েছে:

> **"আমাদেরকে আপনাদের জানাতে বলা হয়েছে যে, লেখক যখন বাহা'ই-অনুপ্রাণিত বাহা'ই লেখনী থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুতে তখন উহা উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই যদি তা না করার মধ্যে কোন বিজ্ঞতা নিহিত আছে বলে মনে হয়।"**[২]

এইভাবে, যখন সমস্ত বাহাই-অনুপ্রাণিত উপাদান বাহাউল্লাহর উদ্ঘাটনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অধীনে বিকশিত হয়েছে, প্রতিটি উপাদানের প্রকৃতি এবং এর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবহার ধর্মকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কোনো ক্ষেত্রে পবিত্র গ্রন্থ থেকে অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা বেশ উপযুক্ত এবং অন্যদের মধ্যে বাহা'ই শিক্ষার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কোনো

উদ্ধৃতি ছাড়াই। উভয় ক্ষেত্রেই, মূল উৎসের উল্লেখ থাকতেই পারে বা নাও হতে পারে। এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে, এমন ক্ষেত্রেও যেখানে অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়টির ক্ষেত্রে ধর্মের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। তবে শিক্ষণ-শিখন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট এটা স্পষ্ট করে যে শিক্ষামূলক উপকরণটি প্রকৃতপক্ষে বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আমরা এখানে যে বাহা'ই-অনুপ্রাণিত শিক্ষামূলক উপকরণগুলোর কথা বিবেচনা করছি তা সরাসরি লেখনী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় ধর্মের শিক্ষাগুলোকে বুননের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণীর শক্তির দ্বারা ব্যাপকভাবে আকর্ষণ লাভ করে। বইগুলো নিজেই উদ্ধৃতিগুলোর উৎসের সম্পর্ক (রেফারেন্স) প্রদান করে না এবং এটা সাধারণত অ্যানিমেটর নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দলের পরিস্থিতি, এর প্রবণতা এবং আগ্রহের আলোকে, উদ্ধৃতিগুলোর উৎসগুলো উল্লেখ করতে হবে কিনা এবং উপযুক্ত হলে কোন পরিস্থিতিতে তাই করবে সেটির সিদ্ধান্ত নেবে। নিচে *নিশ্চয়তার সমীরণ*-এর পাঠ থেকে একটি সারমর্ম দেওয়া হল, সাধারণত কিশোর দল দ্বারা অধ্যয়ন করা প্রথম বই। এটা পড় এবং পরবর্তী প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর।

---

গডউইনের একজন সহপাঠী এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যার নাম চিশিম্বা। সে প্রায়ই মুলেঙ্গার সাথে দেখা করতে যায় এবং আজ রাতে সে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার জন্য সেখানে অবস্থান করছে। খাবার টেবিলে কথোপকথনে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুসোন্ডা নিশ্চয়তার বিষয়টি আলোচনাতে আনতে চায় এবং সে অধৈর্য হয়ে উঠছে। অবশেষে, কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় থাকার পর মুসোন্ডা বলছে, "রোজ এবং আমি নিশ্চয়তার বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি"।

গডউইন তার গলা পরিষ্কার করে বলে "সেখানে আমার ছোট বোনও যায়"। কিন্তু চিশিম্বা তার বিস্ময় প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে তার আগ্রহ দেখায়।

সে মুসোন্ডাকে জিজ্ঞেস করে "শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?"

মুসোন্ডাও অবাক হয়ে রোজের দিকে তাকায় এবং আশা করে সে উত্তর দেবে।

রোজ বলছে "ঈশ্বর নিশ্চয়তাকরণ দ্বারা আমাদের নিশ্চিত করেন এবং আমরা যা করি তাতে আমাদের সাহায্য করেন"।

চিশিম্বা বেশ কিছুক্ষণ কিছুই বলেনি। তখন তার চোখে মুখে বিষাদের চাপ। সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে, "কয়েক মাস আগে আমার বাবা তার চাকরি হারিয়েছেন। তিনি সৎ এবং দায়িত্বশীল ছিলেন এবং সবাই এটা জানেন। ১৮ বছর ধরে তিনি একটি কোম্পানিতে গার্ড হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তারপরে, হঠাৎ করে তারা তাকে বরখাস্ত করেছে। কেননা তারা যদি তাকে আরও দুই বছর ধরে চাকরিতে বহাল রাখত তবে কোম্পানিকে তার পেনশন দিতে হতো। আমাদের তেমন কোনো সঞ্চয়ও নেই। যদিও আমার বড় ভাই আমাদের পরিবারকে সাহায্য করে, তবুও মনে হচ্ছে পরের বছর আমি স্কুলে যেতে পারব না কারণ আমার থাকার রুম এবং খাবারের জন্য আমি টাকা দিতে পারব না। আমি অবাক হয়ে ভাবি কেন ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেন না।"

সবাই এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় মিঃ মুলেঙ্গার দিকে তাকায়,

মিঃ মুলেঙ্গা তার উত্তরে হেসে বলেন, "যখন আমরা চেষ্টা করি তখন ঈশ্বর আমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করেন তার মানে এই নয় যে জীবনটা যেন বেশ সহজ। তোমার জীবন দুঃখকষ্টে পূর্ণ হবে এবং দুর্ভাগ্যবশত, ওইসবের অনেকগুলো অন্যায়ের কারণেই ঘটবে। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদিও কিছু সময়ের জন্য তোমার ইচ্ছামতো নাও হতে পারে, তবে তুমি ঈশ্বরের নিশ্চয়তাকরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তোমার অন্যায় দূর করার প্রচেষ্টায় তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করবেন।" তিনি চিশিম্বার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন, "তোমার পরিবার একতাবদ্ধ এবং পরিশ্রমী। আমার মন আমাকে বলছে যে এইসব কিছু তোমার জন্য পরিবর্তন হবে। তুমি তোমার পড়াশোনা শেষ করবে। আমার কথাটি তুমি মনে রেখো।"

পরিচ্ছেদ ২০ এবং ২১-এ আমরা বিস্তারিতভাবে *নিশ্চয়তার সমীরণ*-এর সারমর্মের বিষয়বস্তুর কিছু কিছু দিক দেখব, তবে আপাতত তোমার দলে তুমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পার:

১। উপরের কথোপকথনে সম্বোধন করা প্রধান আধ্যাত্মিক ধারণাটি কি?

২। ধারণাটি কি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা কিশোরদের দ্বারা বোঝা যায়?

৩। এই বইয়ের দ্বিতীয় ইউনিটে আমরা "নিজের" উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করেছি। একটি শিক্ষাগত প্রক্রিয়া যা প্রচেষ্টা করার এবং ঈশ্বরের নিশ্চিতকরণ আকর্ষণ করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়, সেই ইউনিটে বর্ণিত আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্ম-সম্মানের ধারণার চারপাশে সংগঠিত শিক্ষা প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে আলাদা?

৪। সমস্ত কিশোররা তাদের পটভূমি নির্বিশেষে বাহা'ই পরিবারসহ, এখানে যে ধরনের বাহা'ই-অনুপ্রাণিত শিক্ষা উপকরণের বিবেচনা করা হচ্ছে তার অধ্যয়ন থেকে কি উপকৃত হওয়া সম্ভব? এবং কেন?

## পরিচ্ছেদ ৪

দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমগুলো বাহা'ই শিশুদের ক্লাসে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষার ধারাবাহিকতার জন্য বিষয়বস্তু প্রদান করে। তারা বাহা'ই ধর্মের মৌলিক আচরণের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করে এবং সম্প্রদায়ের জীবনের প্রেক্ষাপটে এই বিশ্বাসগুলোকে কীভাবে কাজে রূপান্তরিত করা হয় তা নিয়েও আলোচনা করে। বাহা'উল্লাহর মর্যাদা হচ্ছে এই যুগের জন্য ঈশ্বরের প্রকাশ, মানবজাতির জন্য তাঁর উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পূর্ণ আস্থা, তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা যে সীমাহীন স্বাধীনতা এবং আনন্দ অর্জন করি তার নিশ্চয়তা এবং ক্ষমতায় দৃঢ়তা। তাঁর চুক্তিপত্রে এগুলো এমন প্রত্যয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যা পাঠ্যক্রমগুলোর বিভিন্ন দিকগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা অবহিত করে।

এই বিষয় সম্বন্ধীয় শ্রেণীভুক্ত শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় তুমি প্রিয় অভিভাবকের পক্ষে লিখিত পত্রের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি সহায়ক হিসেবে পেতে পারবে:

**"... আধুনিক যুবসমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে তা ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে এবং অবিলম্বে সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু, অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, সত্যিই এটা দুঃখজনক এবং বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি যে এই**

**প্রচলিত এবং যাজকীয় ধর্মে এর প্রতিকার খুঁজে পাওয়া যায় না। চার্চের গোঁড়ামি চিরতরে বাতিল করা হয়েছে। যা যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যুগের উদ্ভট বস্তুবাদের ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে, তা হল একটা খাঁটি, গঠনমূলক এবং জীবন্ত ধর্মের শক্তি যা বাহা'উল্লাহ্ জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন। অতীতের মতো ধর্ম এখনও বিশ্বের একমাত্র ভরসা, কিন্তু ধর্মের সেই রূপ নয় যা আমাদের ধর্মীয় নেতারা প্রচার করার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। ধর্ম থেকে সত্য বিবর্জিত নৈতিকতা তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যখন সত্য ধর্মকে সত্যিকারের নীতিশাস্ত্রের সাথে একত্রিত করা হয়, তখন নৈতিক অগ্রগতি একটি সম্ভাবনা হয়ে ওঠে এবং এটা কোন নিছক কোনো আদর্শ নয়।"[৩]**

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদটি স্পষ্ট করে যে, প্রাচীন ধর্মের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের বিপরীতে একটি জীবন্ত ধর্মের শক্তি যুবসমাজকে আজকের সমাজে এত ব্যাপকভাবে "জড়বস্তুবাদের ক্ষতি" থেকে রক্ষা করতে পারে। তরুণরা যা অধ্যয়ন করে উহার বিষয়বস্তুতে এবং তাদের আধ্যাত্মিক সক্ষমতা বিকাশে যেভাবে সাহায্য করা হয়, উভয় ক্ষেত্রেই এই শক্তি সম্বন্ধে অনুচিন্তন করা উচিত। এই ধারণাগুলো আরও বিবেচনা করার জন্য, আসুন আমরা এখানে *বিশ্বাসের চেতনা* থেকে এক নির্যাসরূপে পরীক্ষা করে দেখি যা উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রমগুলোর মধ্যে একটি।

*বিশ্বাসের চেতনার* দিকসমূহ দার্শনিক বিষয়বস্তু যা প্রকৃতির নিয়মের সাথে মিল রেখে কাজ করে, এই বয়স সীমার তরুণদের জন্য অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোর সাথে সর্বদাই জর্জরিত হয়, এমন প্রশ্নগুলোর সঠিকভাবে উত্তর দিতে হবে, যাতে পরবর্তী জীবনে বিভ্রান্তি এবং এমনকি বিশ্বাসের ঘাটতিকে এড়ানো যায়। এটা বাহা'ই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে যে অনেকগুলো বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় যেসব প্রশ্ন মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে: মানুষের সত্যিকারের প্রকৃতি, ভাল এবং মন্দ, স্বাধীন ইচ্ছা এবং ভাগ্য, বিবর্তন এবং মানব আত্মার অবয়ব, মানুষের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের আত্মা। এই দিকগুলোর উপর আলোকপাত করার জন্য বইটির লেখনীগুলো থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে *সাম আনসারড কোশ্চেন* –এ আবদুল-বাহার অনুপ্রেরণামূলক ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া। এটা কিশোরদের একটি দলের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রতিটি দিক বিকাশ লাভ করে তাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা চলাকালীন এবং পরে যখন তারা একটি সমাবেশের স্থানে (ক্যাম্প সাইটে) একসাথে সপ্তাহখানেক সময় কাটায়। নিম্নলিখিত ভাগটি একটি পাঠক্রম থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে যুবকরা তাদের দলের অ্যানিমেটর নাটালিয়া পেট্রোভনার সাথে ভাগ্য বিষয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছে:

নাটালিয়া পেট্রোভনা বলেন, "এখন পর্যন্ত আমরা কী বুঝেছি তা দেখা যাক। আমাদের ভাল বা খারাপ করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের একটি মহৎ জীবনযাপন এবং ইচ্ছাকে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ এই নয় যে আমরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের এমন বিষয়াদি ঘটতে বাধ্য কিন্তু যার উপর আমাদের সামান্য নিয়ন্ত্রণ নেই। এখন আমি অন্য ধারণা সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 'ভাগ্য' শব্দটি দ্বারা তোমরা কী বোঝ?"

ইগর উত্তর দিয়ে বলে "আমি মনে করি ভাগ্য এমন একটি বিষয়, আমরা আমাদের জীবনে যেটাকে পরিবর্তন করতে পারি না।"

নাটালিয়া জিজ্ঞেস করে "এটাতো বেশ ভালো শোনাচ্ছে। অন্য কেউ কি আরো কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারবে?"

নাদিয়া বলে, "আমরা তো আর মা-বাবাকে আমাদের নিজ পছন্দ মতো বেছে নিই না"।

অ্যান্টন যোগ করে বলে, "আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করি সেটাও তো আর বেছে নিতে পারি না"।

ভাদিক বলছে, "আমার বাবা-মা প্রায়ই বলে থাকেন যে একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক হওয়া নাকি আমার ভাগ্যের লিখন"।

মেরিনা বলে, "কিন্তু তোমাকে তা করতে হবে না, তুমি অন্য কিছু হওয়ার জন্যও কিছু বেছে নিতে পার"।

নাটালিয়া বলে, "এটা ঠিক, ভাগ্য এত সহজ নয়। এখানে একটি ভাল সাদৃশ্য রয়েছে যা ব্যাখ্যা করে যে ভাগ্য কীভাবে কাজ করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি কখনও দেখেছো কীভাবে একটি কার্পেট বোনা হয়?"

তখন সবার মুখ যেন একটা ফ্যাকাশে ফাঁকা চেহারা হয়ে উঠল, তাই নাটালিয়া বলে চলেছে: "আচ্ছা, একটা ফ্রেম আছে। এই ফ্রেমে বা তাঁতে শক্তরূপে সমান্তরাল আকারে সুতোগুলো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শক্তভাবে প্রসারিত করে আটকানো হয়। একটি নমুনা (প্যাটার্ন) তৈরি করার জন্য তাঁতি বিভিন্ন রঙের সুতা ব্যবহার করে এই সুতাগুলোর মাধ্যমে বুনন কাজটি শুরু করে। প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন একবার 'আব্দুল-বাহা'কে বলতে শুনেছিলেন যে, আমরা সবাই তাঁতিদের মতো। সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রেমের সাথে সুতা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, বুননের জন্য প্রয়োজনীয় সুতাও দেওয়া হয়েছে, আর সেটাকে তোমরা বলতে পার যে, আমরা সমস্ত প্রতিভা এবং শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আর এটাই আমাদের ভাগ্য বলে থাকি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যের নমুনা (প্যাটার্নের) নিজস্ব তাঁতে আমরাই তৈরি করি। আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে নিজস্ব কার্যের ওপর। প্রতিটি কার্যের ছোট অংশ ভাগ্যের নমুনাকে প্রস্তুত করে। পুরো নমুনার কাজ শেষ হবে যখন আমরা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হই। স্বাধীন ইচ্ছা এবং প্রবল আগ্রহের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত আমাদের সক্ষমতা ও প্রতিভাকে বিকাশ করি।"

---

**অনুচিন্তন:**

ঈশ্বর আমাদের সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিভা এবং সক্ষমতা দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি জীববিজ্ঞানে ভাল হতে পারে, অন্যজনের সংগীতের প্রতিভা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সকলকে তাই দেওয়া হয়েছে যা আমাদের মহৎ মানুষ হিসেবে বিকাশ সাধন করতে হবে। তাহলে, আমাদের নিজস্ব ত্রুটির জন্য ভাগ্যকে দায়ী করা ঠিক নয়। যখন আমরা তা করি, তখন আমরা নিজেদের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা বন্ধ করি। নীচের প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য, চিন্তাভাবনাকে নির্বাচন কর যা ব্যক্তিকে তার পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে।

ক) কেউ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে কারণ সে সাধারণত অস্বাস্থ্যকর খাবার খায়। কিন্তু সে চিন্তা করে:

_____ দুর্বল এবং অসুস্থ হওয়া আমার ভাগ্যের লিখন।

_____ আমার অজুহাত দেখানো বন্ধ করা উচিত এবং আমার উচিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা ।

খ) কেউ পড়াশোনা করে না, তাই সে তার পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে।

_____ সে ভাবে আমি শীর্ষ ছাত্র হতে হয়ত পারবো না, কিন্তু পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি উন্নতি লাভ করব।

_____ স্কুলে সফল হওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

গ) কেউ যখনই কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখনই সে মদ্যপান করে। যখন সে শান্ত হয় তখন সে ভাবে:

_____ জীবনই তো আমাকে মদ্যপানে বাধ্য করে।

_____ আমার জীবনের সমস্যাগুলো আমি পরিচালনা করতে শিখতে পারি। যেখানে আমার মদ্যপান করার কোনো প্রয়োজনই হবে না।

ঘ) কোনো একজনের এমন অভ্যাস রয়েছে সে তার বন্ধুদের সমালোচনা করে, তাই সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সে ভাবে:

_____ আমাকে কেউ পছন্দ করে না।

_____ আমার বন্ধুদের সমালোচনা করা বন্ধ করা উচিত এবং মানুষের মধ্যে ভালো দিকটাই শুধু দেখা উচিত।

ঙ) যখন কেউ পরীক্ষায় প্রতারণা করে এবং ধরা পড়ে। তখন সে চিন্তা করে:

_____ এটা কি শুধুই আমার ভাগ্যের লিখন নয়! অন্যরা অনেকেই প্রতারণা করে এবং কখনও ধরা পড়ে না।

_____ আমি কীভাবে এমন কোনো কিছু করতে পারি? যে ক্ষেত্রে আমি সততার পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করার কথা ভাবতে পারি।

---

ইভান জিজ্ঞেস করে "তাহলে আমরা কি বলছি যে অপরাধী হওয়া যেন কারো ভাগ্যে নেই?" ।

নাটালিয়া পেট্রোভনা উত্তর দেন, "অবশ্যই তা কিন্তু নয়। আমি এইমাত্র যে সাদৃশ্যতা ব্যবহার করেছি তাতে, প্রত্যেকে তাকে দেওয়া ফ্রেম এবং সুতা দিয়ে সুন্দর নমুনার (প্যাটার্ন) নিদর্শনরূপে বুনতে পারে। যদিও আমাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রগুলোকে বিকাশ করার এবং ভাল মানুষ হওয়ার সক্ষমতা রয়েছে।"

যা বলা হচ্ছে তার সাথে ইভান একমত। তবুও, এমন কিছু বিষয় তাকে বিরক্ত করছে এবং সে ঠিক জানে না এটা কী। তারপর হঠাৎ সে নিজেকে বলতে শুনতে পায়। “কিন্তু এই সব খুব কঠিন।"

ইভান এভাবে বলতে কী বোঝায় তা কেউ বুঝতে পারে না।

নাটালিয়াকে জিজ্ঞেস করে, "এত কঠিন কি?"

ইভান উত্তর দেয়, "শক্তিশালী হতে এবং অধিকতর ভালো হওয়ার জন্য সব সময় কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন।"

নাটালিয়া তার উত্তরে বলে "ইভান তুমি ঠিকই বলেছ, যখন এটা নিয়ে চিন্তা করার সময় সে বলে"। "কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের সর্বদা সাহায্য করেন। তিনি আমাদেরকে কখনো একা ছেড়ে দেন না। একটি পালতোলা নৌকার কথা চিন্তা কর; এটাকে সরানোর শক্তি বাতাস থেকেই আসে, নৌকা থেকে নয়। তবে এটার জন্য ক্যাপ্টেনকেই বাতাসকে ধরতে হবে। কারণ সে তার গন্তব্যে নৌকা চালান, তার সাহায্য ছাড়াই আমরা শক্তিহীন হয়ে পড়ি। কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন সকল শক্তির উৎস। ঈশ্বর ব্যতীত আমরা নিজেদের শক্তিহীন হিসেবে খুঁজে পাই। আমরা যখন নিজেদের দিকে থাকাই তখন আমরা নিজেদের দুর্বল হিসেবে দেখতে পাই। আবার যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরাই এবং তখন তাঁরই সাহায্য কামনা করি যা কিছু তাঁকেই খুশি করে উহা করার শক্তি খুঁজে পাই।"

যুবকরা তারপর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো মুখস্থ করার জন্য জোড়া গঠন করে:

**"অতুলনীয় স্রষ্টা সমস্ত মানুষকে একই পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের বাস্তবতাকে তাঁরই অন্য সকল সৃষ্ট প্রাণীর উপরে তুলে ধরেছেন। সাফল্য বা ব্যর্থতা, লাভ বা ক্ষতি, তাই, মানুষের নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতে হবে। সে যত বেশি চেষ্টা করবে, তত বেশি তার উন্নতি হবে।"**

**"হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর! তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ আমার নীচতা ও দুর্বলতায়, যেখানে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগে নিমগ্ন, তোমার বাণীকে জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে এবং তোমারই জাতিসমূহের মাঝে তোমার শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি কীভাবে সফল হতে পারি? তোমারই পবিত্র চেতনার সমীরণের দ্বারা সহায়তা কর, তোমারই মহিমান্বিত রাজ্যের সেনাদল দ্বারা আমাকে বিজয়ী করতে সাহায্য কর এবং আমার উপর তোমারই নিশ্চয়তাকরণের ধারা বর্ষণ কর, যা একাই একটি মশাকে ঈগলরূপে, জলের একটি ফোঁটাকে নদী ও সমুদ্রে এবং একটি পরমাণুকে সূর্য হিসেবে পরিণত করতে পারে। হে আমার প্রভু তোমারই বিজয়ী এবং কার্যকর শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, যাতে আমার জিহ্বা তোমারই প্রশংসা ও গুণাবলি উচ্চারণ করতে পারে এবং আমার আত্মা তোমারই প্রেম ও জ্ঞানের সুরা দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে উঠে।**

**"তুমিই সর্বশক্তিমান এবং তুমিই উহা করতে সক্ষম যা কিছু তুমি ইচ্ছা কর।"**

যদিও তোমাদের পরিচ্ছেদ ২২-এ *বিশ্বাসের চেতনার* সম্পূর্ণ পাঠক্রম অধ্যয়ন করার সুযোগ থাকবে, তবে এখানে বিরতি দেওয়া উচিত এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে উপরের সারমর্মের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করাটাই ফলপ্রসূ হবে:

১। কোনো বস্তু কীভাবে ভাগ্য বিষয়ক ধারণাকে উপস্থাপন করে? এটা কি গোঁড়ামি?

২। কোনো ধারণার একটি গোঁড়ামিপূর্ণ উপস্থাপনা কেমন হবে?

৩। জাগতিক স্থান কি কিশোরদের আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো অন্বেষণ করতে সাহায্য করার উপর যথাযথ জোর দেয়, নাকি ধারণাগুলো কঠোরভাবে উপস্থাপন করা হয়?

৪। কীভাবে জাগতিক বিষয়াদি তাদের নিজেদের জীবনের জন্য ভাগ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কিত লেখনীর অন্তর্নিহিত ধারণাকে বুঝতে সাহায্য করে?

৫। গল্পটি কি ধারণাগুলো বোঝার চেষ্টা করা তরুণদের চরিত্র দ্বারা প্রকাশিত ভিন্ন মতামত এবং আবেগের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে? যদি তাই হয় তাহলে এটা কীভাবে দেখানো হয়?

৬। যদি কোনো একটি কিশোর দলের সদস্যদের এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে তাদের ধারণা প্রকাশ করতে না দেওয়া হয় তাহলে কী হবে?

৭। কীভাবে নাটালিয়া পেট্রোভনা তার তরুণ বন্ধুদের চিন্তার স্বচ্ছতা বিকাশে সহায়তা করে?

৮। গল্পে তরুণদের মধ্যে আলোচনা করা প্রশ্নগুলো কি সকল কিশোরদের সাথে প্রাসঙ্গিক এমনকি নির্বিশেষে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরিখে?

## পরিচ্ছেদ ৫

প্রারম্ভিক বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি সময়কাল যেখানে আমাদের বর্হিজগতের বাইরের অবয়বের গভীরে দেখার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়; আমরা কী সাক্ষ্য দিই এবং আমরা কী অনুভব করি সেটি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করি। এর থেকে বোঝা যায় যে কিশোরদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রয়োজন; তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলো শনাক্ত করতে, প্রতিটি পরিস্থিতির আধ্যাত্মিক বাস্তবতা দেখতে এবং প্রাসঙ্গিক আধ্যাত্মিক নীতিগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করা উচিত। ধর্মের লেখনীগুলো "অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি", "অন্তর্নিহিত দৃষ্টি" এবং "আত্মার চক্ষু" এর মতো কার্যক্ষমতার উল্লেখ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, 'আব্দুল-বাহা তেহরানের তারবিয়াত স্কুলকে কি ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

> **"তাদেরকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকারের অগ্রগতি করতে দাও, তারা তাদের চক্ষুকে প্রসারিত করে উন্মুক্ত করুক এবং সমস্ত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা উন্মোচন করুক, প্রতিটি শিল্প ও দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে উঠুক এবং সমস্ত জিনিসের গোপনীয়তা বুঝতে শিখুক এমনকি তারা যেরুপেই আছে—এই কার্যক্ষমতা হচ্ছে পবিত্র আরাধনার প্রবেশদ্বারে স্পষ্টভাবে দাসত্বের প্রমাণিত প্রভাবগুলোর মধ্যে একটি।"[৪]**

'আব্দুল-বাহা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে এমন একটি শক্তি হিসেবে নাম দিয়েছেন যা মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করে:

> **"এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে মানুষ যখন প্রাণী জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন সে বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, গুণাবলি অর্জন, স্বর্গীয় দান গ্রহণের সক্ষমতা, প্রভুর অনুগ্রহ এবং স্বর্গীয় করুণার উদ্ভব দ্বারা প্রাণী জগৎ থেকে আলাদা। এটা মানুষের অলংকরণ, তার সম্মান এবং সর্বোত্তমতা মানবজাতিকে এই সর্বোচ্চ স্থানের দিকে ধাবিত করতে হবে।"[৫]**

এবং তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ শ্রবণকে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

> **"তিনি আমাদের বস্তুগত উপহার এবং আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ, সূর্যের আলো দেখার জন্য বাইরের দৃষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করতে পারি। তিনি শব্দের সুর এবং ভিতরের শ্রবণ উপভোগ করার জন্য বাইরের কানের নকশা করেছেন। যাতে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর শুনতে পারি।"[৬]**

আরেকটি উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করা কতটা অপরিহার্য:

> **"আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, আমাদের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি অবশ্যই উন্মুক্ত করা উচিত, যাতে আমরা সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের আত্মার লক্ষণ এবং চিহ্ন দেখতে পারি। সবকিছু আমাদের কাছে আত্মার আলো হিসেবে প্রতিফলিত হতে পারে।"[৭]**

এবং এই অনুচ্ছেদে 'আব্দুল-বাহা আমাদের জন্য একটি উদাহরণ প্রদান করেছেন যেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষমতার উন্নতি সাধন করে:

**"বিনাশের ধারণাটি মানুষের অধঃপতনের একটি কারণ, মানুষের অবক্ষয় ও হীনতার কারণ, মানুষের ভয় ও অবজ্ঞার উৎস। এটা মানুষের চিন্তাধারার বিচ্ছুরণ ও দুর্বলতার জন্য সহায়ক হয়েছে, যেখানে অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার উপলব্ধি উত্থাপিত হয়েছে। আদর্শ মহত্ত্বের জন্য মানুষের উন্নতির ভিত্তি নিজেই স্থাপন করেছে এবং স্বর্গীয় গুণাবলীর বিকাশকে উদ্দীপিত করছে। তাই অস্তিত্বহীনতা এবং মৃত্যুর চিন্তাগুলোকে পরিত্যাগ করা মানুষের উচিত হবে, যা একেবারে কাল্পনিক, এবং নিজেকে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের মধ্যে চিরজীবী, চিরস্থায়ীরূপে দেখতে পায়; তার সৃষ্টি সম্পর্কে তাকে অবশ্যই এমন ধারণাগুলো থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে যা মানুষের আত্মাকে অবনমিত করে, যাতে সে মানুষের বাস্তবতার ধারাবাহিকতার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে দিনে দিনে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগিয়ে যেতে পারে।"[৮]**

কীভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষের বোধগম্যতায় নতুন মাত্রা নিয়ে আসে যেটা শুধু মানসিক শক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয়, উহা সম্পর্কে তুমি কী কিছু কথা বলতে পারো?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ৬

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অন্বেষণ করার পর এখন আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, এটা কীভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রশ্নটি অবশ্যই কোনো এক সহজ উত্তর হিসেবে গ্রহণ করার কথা স্বীকার করে না এবং আমরা এখানে শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা বিবেচনা করতে পারি।

এটা স্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হচ্ছে বিশুদ্ধ হৃদয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে 'আব্দুল-বাহা আমাদের বলেছেন:

**"মানুষের হৃদয় যত বেশি পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয় ঠিক ততই তা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয় এবং এর মধ্যে সত্যের সূর্যের আলো প্রকাশিত হয়। এই আলো হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের আগুনে প্রজ্বলিত করে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের দ্বার এবং ঐশ্বরিক রহস্যকে মুক্ত উন্মুক্ত করে দেয়, যাতে আধ্যাত্মিক আবিষ্কার সম্ভবপর হয়।"[৯]**

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিকাশের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান যে অত্যাবশ্যক সেটাও নিম্নোক্ত লেখনী থেকে স্পষ্ট:

**"বস্তুগুলোর বাস্তবতা বোঝার জন্য সত্তার ক্ষেত্রে একটি বস্তুগত সুবিধা প্রদান করে এবং বাহ্যিক সভ্যতার অগ্রগতি ঘটায়, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আকর্ষণ, সত্য দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, মানবজাতির উচ্চতার কারণ। ঐশ্বরিক সভ্যতার আবির্ভাব দ্বারা নৈতিকতার সংশোধন এবং বিবেকের আলোকসজ্জা করা হয়।"[১০]**

এবং যদি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকে শক্তিশালী করতে হয় তবে ঈশ্বরের ভালবাসা স্পষ্টরূপে অপরিহার্য:

**"হে আমার বন্ধু! সত্যের সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে তোমার দৃষ্টিকে আলোকিত করার জন্য এবং যেহেতু তিনি তোমাকে জীবনদানকারী জল এবং ঈশ্বরের প্রেমের আগুন দ্বারা দীক্ষিত করেছেন সেটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।"[১১]**

**"ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আগুন হিসেবে বলা হয়, কারণ এটা পর্দাগুলোকে পুড়িয়ে দেয় এবং জল হিসেবে দেখা হয়, কারণ এটা জীবনের উৎস। সংক্ষেপে, ঈশ্বরের ভালবাসা মানবজাতির জগতের গুণাবলীর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমের দ্বারা মানব জগতের দোষ-ত্রুটি হইতে পরিশুদ্ধ হয়, ঈশ্বরের প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ উন্নতি লাভ করে বিশ্বের জন্য আলোকসজ্জা হিসেবে পরিগণিত হয়।"[১২]**

তুমি উপরের পরামর্শগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে অনুচিন্তন করার সাথে সাথে এই অনুশীলনগুলো সহায়ক বলে মনে করতে পারবে।

১। নিচের প্রতিটি বাক্যাংশ কীভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বাড়ায় তা বর্ণনা করে কয়েকটি বাক্য লিখ:

ক) অন্তরের পবিত্রতা: _____
_____
_____
_____

খ) ঈশ্বরের জ্ঞান: _____
_____
_____
_____

গ) ঈশ্বরের ভালোবাসা: _____
_____
_____
_____

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর:

_____ঈশ্বরের শিক্ষার সাহায্য ছাড়াই একমাত্র যুক্তির মাধ্যমে আমরা সঠিক থেকে ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হই।

_____ ঈশ্বরের প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি এবং শিক্ষার প্রতি আনুগত্য যা আমাদের সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলে।

_____ অন্তরের পবিত্রতা মানুষকে অকপট করে তোলে।

_____ হৃদয় যত বেশি বিশুদ্ধ ঠিক তত বেশি বিশ্বস্তভাবে ঐশ্বরিক গুণাবলিকে অনুচিন্তন করে, যার আলো দ্বারা সে অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

_____ ঈশ্বরের প্রেমের আগুন আত্ম-অহংবোধের আবরণকে পুড়িয়ে ফেলে যাতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্যকে দেখতে সক্ষম করে।

_____ ঈশ্বরের ভালোবাসার শক্তি আমাদেরকে তাঁরই ইচ্ছাকে মেনে চলার এবং তাঁরই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগ্রাম করতে সাহায্য করে।

_____ বিলুপ্তির ভয় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এবং তাই আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তীক্ষ্ণ হয় যখন আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হই।

_____ ঐশ্বরিক আরাধনার প্রবেশদ্বারে নিঃস্বার্থ সেবা আমাদেরকে কোন বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা দেখতে সাহায্য করবে।

_____ অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি দিয়ে আমরা ঐশ্বরিক নিশ্চয়তাকরণকে দেখতে পারি।

## পরিচ্ছেদ ৭

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষ উদ্ধৃতিটি আমাদের অনুসন্ধানের সাথে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার একটি মৌলিক ধারণাকে নির্দেশ করে—যেমন অসংখ্য পর্দা কোনো বস্তুর বাস্তবতা দেখতে অভ্যন্তরীণ চক্ষুকে বাধা দেয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিকাশ এই ধরনের পর্দা অপসারণ করে। 'আব্দুল-বাহা নিম্নোক্তরূপে এটাকে ইঙ্গিত করেছেন:

**"ঈশ্বরের সমস্ত বিস্ময়কর অনুগ্রহ যা জীবনে প্রকাশ পায় তা কখনও কখনও মানসিক ও নশ্বর দৃষ্টির পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, যেটা মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ এবং অক্ষম করে তোলে। কিন্তু যখন সেই আবরণটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং পর্দাগুলো ছিন্ন করে দেওয়া হয় তখন ঈশ্বরের মহান নিদর্শনগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং তিনি বিশ্বকে আলোকময় করে তুলে এমন অনন্ত আলোকমালা দেখতে পায়। ঐশ্বরিক অনুগ্রহ সর্বত্র এবং সর্বদা প্রকাশমান হয়। স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি চিরন্তনরূপে বিরাজমান থাকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চারিদিকে রয়েছে, কিন্তু মানুষের আত্মার সচেতন চোখ যদি আবৃত ও অন্ধকার থাকে, তাহলে সে এই সর্বজনীন নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করতে পরিচালিত হবে এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহের এই প্রকাশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই আমাদের অবশ্যই হৃদয় ও আত্মা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্তর্দৃষ্টির চক্ষুর আবরণটি সরানো যায়। আমরা ঈশ্বরের লক্ষণগুলোর প্রকাশ দেখতে পারি, তাঁর রহস্যময় অনুগ্রহ দেখতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি যে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের তুলনায় বস্তুগত আশীর্বাদ কিছুই নয়।"**[১৩]

**"মনুষ্যদের চক্ষুকে ঢেকে রাখে এমন পর্দা যেন ছিঁড়ে ফেলার জন্য প্রত্যেক আত্মার চেষ্টা করা উচিত এবং যাতে তৎক্ষণাৎ যেন সূর্যকে দেখা যায় এবং এর দ্বারা হৃদয় ও দৃষ্টি আলোকিত হয়।"**[১৪]

আক্ষরিক ব্যাখ্যা, নিরর্থক কল্পনা, অন্ধ অনুকরণ, আত্ম-অহংবোধ, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সাধনা, লোভ ও হিংসা এবং কুসংস্কার এইসব কিছু লেখনিতে উল্লিখিত পর্দাগুলোর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং, আমাদের বস্তুগত ইন্দ্রিয়গুলোও কি পর্দার মতো কাজ করতে পারে?

**"তোমার জন্য আমার প্রার্থনা হল তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি কখনই বস্তুগত ইন্দ্রিয়গুলোকে তোমার চক্ষু থেকে স্বর্গীয় আলোকসজ্জার মহিমাকে আবৃত করতে দেবে না।"**[১৫]

**"পর্দাগুলোর মধ্যে একটি হল আক্ষরিক ব্যাখ্যা। এটার ভিতরের তাৎপর্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা মানে একটি শক্তিশালী প্রচেষ্টা প্রয়োজন।"**[১৬]

**"তুমি ঈশ্বরের প্রশংসা কর যে তুমি ঐশ্বর্যের রাজ্যে তোমার পথ খুঁজে পেয়েছ এবং নিরর্থক কল্পনার আবরণ ছিঁড়ে ফেলেছ এবং অভ্যন্তরীণ রহস্যের মূল কথা তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে।"[১৭]**

**"আমি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছি যেন তোমার ভেতরের চক্ষু থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়; তোমার কাছে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশ করে; এবং তোমাকে পথপ্রদর্শনের একটি পতাকাস্বরূপ করে, যা তিনি ছাড়া অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, তাঁরই প্রেমের আগুনে প্রজ্বলিত, তাঁরই স্মরণ, এবং সমস্ত কিছুর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন, যাতে তুমি নিজের চক্ষু দ্বারা দেখতে পারবে, নিজের কান দিয়ে শুনতে পারবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের কাউকে অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকবে, তুমি তোমার পালনকর্তার পথ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সহকারে চিন্তা কর, নিশ্চয় মানুষ অন্ধকারের চাদরে আবৃত।"[১৮]**

**"...যেহেতু আত্ম-অহংবোধের চেয়ে অধিকতর বাধাস্বরূপ আর কোন পর্দা নেই এবং তা যতই ক্ষীণ পর্দা হউক না কেন শেষ পর্যন্ত এটা একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে দেবে এবং তাকে তার অনন্ত অনুগ্রহের অংশ থেকে বঞ্চিত করবে।"[১৯]**

**"তবুও আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সাধনা চক্ষুকে হাজার পর্দায় আবৃত করবে যা হৃদয় থেকে উদ্‌গত দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টিকেও অন্ধ করে দেয়।"[২০]**

**"হে উপলব্ধির সন্তানগণ! চক্ষুর পাতা যতই নাজুক হোক না কেন মানুষের বাহ্যিক চক্ষুকে জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখা থেকে বঞ্চিত করতে পারে, তাহলে ভেবে দেখো যদি তার অন্তঃস্থ চক্ষুর ওপর লোভের আবরণ পড়ে যায় তাহলে কী হবে? বল: হে জনগণ! যেমন মেঘমালা সূর্যের আলোকে বাধা দেয় তেমনি লোভ ও হিংসার অন্ধকার আবরণ আত্মার দীপ্তিকে ঢেকে দেয়।"[২১]**

**"আমি আশা করি তুমি সত্যের সূর্যের দিকে মেঘমুক্ত চক্ষু দিয়ে ফিরে দেখবে যখন পৃথিবী মধ্যকার বস্তুগুলো দেখবে না...; সেই সূর্য তোমাকে তাঁরই শক্তি দেবে, তাহলে কুসংস্কারের মেঘমালা তোমার চক্ষুদ্বয় থেকে তাঁরই আলোকে আড়াল করবে না! তবেই মেঘমালা ছাড়াই সূর্য হোক তোমার জন্য।"[২২]**

উপরের প্রথম উদ্ধৃতিটিতে 'আব্দুল-বাহা আমাদের বলেন যে "ঈশ্বরের দান সবসময় এবং সর্বদা প্রকাশিত","স্বর্গের প্রতিশ্রুতি সর্বদা বিদ্যমান", এবং "ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী"। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, "মানুষের আত্মার সচেতনতার চক্ষু যদি আবৃত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে ,"তাহলে তাকে ঈশ্বরের মহান নিদর্শন অস্বীকার করার দিকে পরিচালিত করা হবে এবং এই প্রকাশ্য অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করা হবে।

১। 'আব্দুল-বাহা কোন কোন দান এবং অনুগ্রহের কথা বলছেন বলে তোমার মনে হয়?_____
_____
_____
_____

২। এখন বর্ণনা কর কীভাবে নিচে উল্লিখিত পর্দাগুলো আমাদের দান এবং অনুগ্রহ এসব দেখা থেকে বঞ্চিত করে।

ক) পবিত্র গ্রন্থগুলোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা: _____
_____
_____
_____

খ) নিরর্থক কল্পনা: _____

গ) অন্ধ অনুকরণ: _____

ঘ) আত্ম-অহংবোধ: _____

ঙ ) আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সাধনা: _____

চ) লোভ এবং হিংসা: _____

ছ) কুসংস্কার: _____

৩। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর:

_____আমাদের অভ্যন্তরীণ চক্ষু নিজস্ব মানসিক সক্ষমতা এবং শারীরিক চক্ষুর সাহায্য ছাড়াই উপলব্ধি করে।

_____আমাদের শারীরিক ইন্দ্রিয় এবং মানসিক সক্ষমতা সবসময় আমাদের আধ্যাত্মিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে বাধা দেয়।

_____ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন সমস্ত কিছুর থেকে আমাদের শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে নিজের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দ্বারা সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

অবশেষে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বাধা দিতে পারে এমন পর্দার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও অন্তর্দৃষ্টি পেতে 'আব্দুল-বাহার লেখা থেকে এই বিবৃতিটির ওপর অনুচিন্তন কর। ইচ্ছা হলে মুখস্থ করে রাখতে পার।

**"সত্য সত্যই জেনে রেখো এমন অনেক পর্দা আছে যার মধ্যে সত্য আবৃত রয়েছে: অন্ধকার পর্দা; তারপর সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পর্দা; তারপর আলোর আবরণ, যা দেখে চক্ষু চকচক করে, যেমন সূর্য এর নিজস্ব আলো দ্বারা আবৃত এবং আমরা যখন এটার দিকে তাকাই তখন দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হয়ে যায় এবং চক্ষু চকচক করে।"[২৩]**

**"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি সমস্ত পর্দা অপসারণ করেন এবং সমস্ত চক্ষু দিয়ে আলোকে পরিচিত করেন, যাতে মানুষ সত্যের সূর্যকে প্রত্যক্ষ করা থেকে আড়াল না হয়।"[২৪]**

## পরিচ্ছেদ ৮

নিচে *আশার ক্ষীণ আলো*-র একটি পাঠক্রম হচ্ছে অপর একটি বাহাই-অনুপ্রাণিত পাঠ্য যা কিশোরদের দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়েছে। এটা কিবোমির গল্প বলে পরিচিত, একজন ১২ বছর বয়সী ছেলে যে তার মা-বাবাকে হারানোর পরে, তার বোনের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে। কিবোমি আদুম্বু উপজাতির অন্তর্গত। কুঙ্গু উপজাতির সদস্যদের দ্বারা গৃহযুদ্ধের মধ্যে তার পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছিল। এটার ঠিক আগের পাঠটি কুঙ্গু উপজাতির একজন বৃদ্ধের সাথে তার সাক্ষাৎ বর্ণনা করে যিনি তার সাথে অত্যন্ত সদয় আচরণ করে। এখানে তার নিজের গোত্রের একদল সৈন্যের সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

তার সাথে যখন কিছু খাবার থাকে তখন কিবোমির শক্তি বেশি থাকে এবং দ্রুত চলতে সক্ষম হয়। যখন সে তার গ্রাম থেকে পালিয়েছিল, তখন সে বেশিরভাগ সময় ভয় এবং রাগ অনুভব করেছিল। এখন সে মানুষের সম্পর্কে সবসময় যে ভাল অনুভূতিগুলো ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে। বৃদ্ধ লোকটি কুঙ্গু ছিলেন কিন্তু তিনি দয়ালু এবং জ্ঞানী ছিলেন। সে কিবোমির সাথে তার খাবার ভাগাভাগি করে নিল। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা ছিল সুন্দর এবং আশায় পরিপূর্ণ: "আমাদের পছন্দ করে বেছে নিতে হবে।" "আমাদের ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, ঘৃণা করার জন্য নয়।"

কিবোমি নদীকে অনুসরণ করে নাঙ্গাটার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে আওয়াজ শুনতে পায় এবং দ্রুত একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে যায়। দেখছে একদল যুবক এগিয়ে আসছে। তারা আদুম্বু ভাষায় কথা বলছে। কিবোমি তাদের ভাষা শুনে খুশি হয় এবং ধীরে ধীরে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। পুরুষরা ইউনিফর্ম পরা। তারা আদুম্বু বিদ্রোহী বাহিনীর সৈনিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ অল্প বয়স্ক এবং একজনকে কিবোমির সমান বয়সী দেখাচ্ছে। সৈন্যরা তাকে দেখার সাথে সাথে থেমে যায় এবং তাদের বন্দুক তাক করে ধরে। কিবোমি বলছে "অপেক্ষা কর! আমিও তোমাদের মত আদুম্বু"।

তাদের নেতা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "তুমি এখানে একা একা কি করছো?"

কিবোমি উত্তর দেয় "কুঙ্গু উপজাতি আমাদের গ্রামে আক্রমণ করেছিল এবং আমার মা-বাবাকে হত্যা করে। ফলে আমাকে এখন পালিয়ে যেতে হচ্ছে"।

দলনেতা বলেছে, "চল, আমাদের সাথে যোগ দাও। কুঙ্গুদেরকে আমাদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তারা তোমার পরিবারের সাথে যা করেছে তার জন্য তাদের চরম মূল্য প্রদান করতে হবে।"

কিবোমি তাতে প্রলুব্ধ হয়। সে একটুকুও চিন্তা না করেই তাদের কথা মেনে নিতে চলেছে। বালক সৈনিক এগিয়ে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিবোমি তার চোখের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে তাদের চোখে মুখে যেন হতাশার এক পাহাড় বিরাজ করছে এবং সেটা দেখে সে বিরক্ত হয়। সে ইতস্তত বোধ করে। সে তার কাঁপানো কণ্ঠে বলে "আমি পরে আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে এবং আমার বোনকে খুঁজে বের করতে হবে।"

সৈন্যরা কিছুদুর চলে যাওয়ার পরেই আবার একজন ঘুরে এসে বলে, "মনে রেখো! লড়াই করাই একমাত্র উপায়।" এটা শুনেও কিন্তু কিবোমি কোনো উত্তর দেয় না।

**প্রশ্ন**

---

১। কিবোমি তার গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কী অনুভব করেছিল?
২। বৃদ্ধকে দেখার পর থেকে তার অনুভূতি বদলে গেল কেন?
৩। কিবোমি কেন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে?
৪। ইউনিফর্ম পরা যুবকেরা কারা যাদের সাথে তার দেখা হয়?
৫। দলনেতা কিবোমিকে কি করতে বলেন?
৬। কিবোমি তরুণ সৈনিকের চোখে-মুখে কীসের আভাস দেখতে পায় ?

**কার্যক্রম**

---

১। কিবোমি সেই যুব বালক সৈনিকের চোখে-মুখে হতাশা দেখে, সে নিজে নিজেই ভীত ও রাগান্বিত হয়ে যুদ্ধ করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের সকলের দুঃখ এবং হতাশার মুহূর্ত রয়েছে। এইরকম সময়ে আমাদের অন্ধকার পথ বেছে নেওয়া উচিত নয় বরং সেই আলোর সন্ধান করা উচিত যা আশাকে পুনরুদ্ধার করে। নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি পড় এবং এর শব্দগুলোর মনন করঃ

**"তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু! হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর! তুমি আমাকে দেখছ, তুমি আমাকে জান; তুমিই আমার স্বর্গ এবং আমার আশ্রয়স্থল। আমি তোমাকে ব্যতীত কাউকে খুঁজিনি বা আমি অন্য কাউকে খুঁজবও না; আমি কোন পথে চলিনি, আমি তোমার প্রেমের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে হাঁটব না। হতাশার অন্ধকার রাতে তোমার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রভাতের দিকে আমার চক্ষু প্রত্যাশিত এবং আশায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং প্রত্যুষে তোমারই সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতার স্মরণে আমার নিমগ্ন আত্মাকে সতেজ ও শক্তিশালী করে।"**

তুমি এখন উপরের প্রার্থনা মুখস্থ করতে ইচ্ছা পোষণ করতে পার।

২। নিম্নলিখিত প্রতিটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কোন চিন্তাভাবনা এবং কর্ম হতাশা নিয়ে আসবে এবং কোনটি আশাকে পুনরুদ্ধার করবে তা নির্ধারণ কর:

| ক) | তুমি একটি পরীক্ষায় কোন একটি বিষয়ে খারাপ করেছ। | *আশা* | *হতাশা* |
|---|---|---|---|
| | _ তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন বেশিরভাগ সময় খেলাধুলায় ব্যয় কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি নিজেই নিজে বল যে তুমি বোকা। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি অন্য ছাত্রদের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি নিজের সাথে ধৈর্য ধর এবং কোনো বিষয়টি বোঝার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালাতে থাক। | ☐ | ☐ |
| | _ আরও সাহায্য না করার জন্য তুমি তোমার শিক্ষককে দোষারোপ কর। | ☐ | ☐ |
| খ) | তুমি একাকী অনুভব কর এবং মনে হয় তোমার কোন বন্ধু নেই। | *আশা* | *হতাশা* |
| | _ তোমার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাক এবং বেশিরভাগ সময় দুঃখ অনুভব করতে থাক। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে কম সময় ব্যয় কর এবং অন্যের জন্য বেশি যত্ন নিয়ে থাক। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি সারাক্ষণ অন্যের দোষ নিয়ে ভাবো। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি অন্য লোকেদের মধ্যে ভাল কিছু সন্ধান কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি অন্যদের সাথে কথা বলার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ কর। | ☐ | ☐ |
| গ) | তোমার আত্মীয়দের মধ্যে তুমি হিংসা এবং মারামারি দেখতে পাচ্ছ। | *আশা* | *হতাশা* |
| | _ তুমিও ঈর্ষা বোধ কর এবং তাদের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হও। | ☐ | ☐ |
| | _ তাদের প্রতি তুমি আরও উদার হওয়ার চেষ্টা কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তোমার পরিবারের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তুমি প্রার্থনা কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তোমার পরিবারের শিশুদের তুমি ভালবাসা এবং উদারতা সম্পর্কে শেখাতে চেষ্টা কর। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি নিজেকে বল যে তোমার আত্মীয়দের পরিবর্তন করার জন্য তুমি কিছুই করতে পারবে না। | ☐ | ☐ |

| ঘ) | একজন বন্ধু তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য এমন কিছু করে। | *আশা* | *হতাশা* |
|---|---|---|---|
| | _ তুমি প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তোমার বন্ধুকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নাও। | ☐ | ☐ |
| | _ তোমার বন্ধুকে তুমি ক্ষমা করে দাও। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে এভাবে কাউকে আঘাত করবে না। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি অন্যদের বলতে থাক যে তোমার বন্ধু কি রকম খারাপ মানুষ। | ☐ | ☐ |
| | _ তুমি তোমার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে নিঃশেষ কর দাও। | ☐ | ☐ |

কিছু আধ্যাত্মিক সত্য উল্লেখ কর, যা জুনিয়র যুবকরা এই পাঠে আবিষ্কার করতে পারে। আশা ও হতাশার বিষয়গুলোকে, যেগুলোকে আলো ও অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়? গল্পটি এবং এর সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি কীভাবে জুনিয়র যুবকদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তীক্ষ্ণ করতে সহায়তা করে বলে তুমি মনে কর?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ৯

"আশা" এবং "নিশ্চয়তাকরণ" হল অনেকগুলো দিকের দুটি উদাহরণ যা কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচিকে সম্বোধন করতে হবে। এই ধরনের দিকগুলোর ক্ষেত্রে যত্নশীল আলোচনা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে শক্তিশালী করতে পারে এবং চেতনার সম্প্রসারণে অবদান রাখতে পারে। 'আব্দুল-বাহা বলেন:

> **"ঈশ্বরের ধর্মের জন্য নিদিষ্ট কিছু স্তম্ভ রয়েছে যা অটল সমর্থন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল শিক্ষা এবং মনের ব্যবহার, চেতনার সম্প্রসারণ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহাবিশ্বের বাস্তবতা এবং লুক্কায়িত রহস্যের অন্তর্দৃষ্টি লাভ।"[২৪]**

একজন মানুষ চেতনার বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করতে পারে। ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যাতে নিজেদেরকে এবং আমাদের সম্প্রদায়গুলোকে প্রভাবিত করে এমন শক্তিগুলোকে চিনতে এবং একটি নতুন বিশ্ব গড়ার জন্য আমাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে উৎসর্গ করার চেষ্টা করা—এগুলো বস্তুগত বিষয়ের উপর নিবদ্ধ জীবনের চেয়ে চেতনার উচ্চতর অবস্থাকে বোঝায়। একটি কিশোর দলের একজন অ্যানিমেটরের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্বেগের মধ্যে একটি হল এর সদস্যদের চেতনার উচ্চ এবং উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করা। যদি তারা তা করতে চান, তরুণদের সেই ধারণাগুলো বুঝতে হবে যেগুলো আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুর সাথে যুক্ত। সুতরাং, তাদেরও অবশ্যই এই জাতীয় ধারণাগুলোর অনুচিন্তন এবং বিশ্লেষণ করার এবং তাদের বাস্তবতায় প্রয়োগ করার জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আশা এবং নিশ্চয়তাকরণ ছাড়াও, কিছু দিক এবং সম্পর্কিত ধারণাগুলো কী কী যা কিশোরগণ তাদের অনুচিন্তনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১০

বিগত কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রশ্ন এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু গুণাবলি পরীক্ষা করেছি—হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের প্রেম। আমরা "পর্দা" সম্পর্কেও চিন্তা করেছি যা আমাদের "অভ্যন্তরীণ চক্ষু" দিয়ে দেখতে বাধা দিতে পারে এবং বিবেচনা করেছি যে কীভাবে নির্দিষ্ট ধারণাগুলোর বোধগম্যতা আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে শক্তিশালী করতে এবং আমাদের চেতনাকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানব আত্মার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলো ক্রমশ প্রকাশ পায়। এগুলোর মধ্যে চিন্তা ও ভাবনা প্রকাশের ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং চেতনার সম্প্রসারণের জন্য তাদের লালনপালন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা এবং চিন্তার মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ রয়েছে যেখানে চিন্তার শক্তি প্রকাশ পায়। উচ্চারণের মাধ্যমে এবং উচ্চারণের শক্তির মজবুতকরণে বোধগম্যতার যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। অভিব্যক্তির ক্ষমতার বিকাশ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে একজনের বোধগম্যতার গভীরতা বৃদ্ধি একসাথে চলে। উপলব্ধির জন্য সর্বোপরি চিন্তাভাবনা এবং অনুচিন্তন প্রয়োজন, ক্রিয়াকলাপগুলো ভাষার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ। বাহা'উল্লাহ বলেন:

> **"হে বাহার জনগণ! কারুশিল্প, বিজ্ঞান এবং শিল্পের উৎস হল অনুচিন্তনের শক্তি। তোমরা সর্বাত্মক চেষ্টা কর যাতে এই আদর্শ খনি থেকে বিজ্ঞতা ও উচ্চারণের এমন মুক্তাসমূহ প্রস্ফুটিত হতে পারে যা পৃথিবীর সমগ্র জাতির মাঝে মানুষের মঙ্গল ও সম্প্রীতিকে উচ্চতায় উন্নীত করবে।"[২৫]**

অবশ্যই মানব উপলব্ধি এবং অভিব্যক্তির শক্তি উভয়টি স্বর্গীয় উচ্চারণের মাধ্যমে আলোকমন্ডিত হওয়া দরকার। আমাদের বাহা'উল্লাহ বলেন:

**"তিনি তোমাদের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন এবং ক্লেশ সহ্য করেছেন যাতে তোমরা উচ্চারণের সিঁড়ি বেয়ে উপলব্ধির শিখরে উঠতে সক্ষম হও।"[২৬]**

প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ানোর সাথে পড়া, লেখা এবং বক্তৃতার কারিগরি দক্ষতা অর্জনের চেয়ে আরও বেশি কিছু সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এটার জন্য বেশ কয়েকটি দক্ষতার প্রয়োজন: ভাল বোঝার সাথে পড়তে, স্পষ্টতা এবং বাগ্মীতার সাথে ধারণাগুলো বর্ণনা করতে এবং যুক্তিসংগত নির্ভুলতার সাথে ধারণাগুলোকে প্রকাশ করতে সক্ষম। এই ক্ষমতাগুলোর অনুশীলনে কিশোররা প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ধারণাগুলোকে তাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয় গঠনে প্রয়োগ করতে শিখে যার উপর তাদের ভবিষ্যৎ সামাজিক মতাদর্শ নির্মিত হতে পারে।

আবদুল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেন যে, "সমাজের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার জন্য একটি তাৎক্ষণিক প্রতিকার গঠনকারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অজ্ঞাত"। "বর্তমানে," তিনি আরও ইঙ্গিত করেছেন যে, "তাদের অপর্যাপ্ত বিদ্যালয়ের কারণে, বেশিরভাগ জনসংখ্যার মাঝে এমনকি তারা কী চায় তাও ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দভান্ডারের অভাব রয়েছে।" তাহলে, কত ভাগ্যবান তারা, যারা যৌবনের প্রথম দিকে, অভিব্যক্তির ক্ষমতা বিকাশ করতে সক্ষম হয় এবং মানবজাতির দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ঐশ্বরিক প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন, স্বর্গীয় চিন্তায় তাদের মন পূর্ণ করে, এইভাবে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি এবং তাদের চেতনা সম্প্রসারিত হয়।

*শব্দের শক্তি আহরণ* পাঠক্রম হচ্ছে অন্য একটি বাহা'ই-অনুপ্রাণিত পাঠ্য প্রায়শই কিশোররা অধ্যয়ন করে থাকে যা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি পূর্বের বইয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে, একদল যুবক "শব্দ" ধারণা নিয়ে আলোচনা করছে। পাঠটি অধ্যয়ন কর এবং এটা কীভাবে বোধগম্যতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা বাড়ায় তা দেখার চেষ্টা কর।

অ্যালেগ্রিয়াস যুব দল তাদের অস্তিত্ব লাভের প্রথম মাসগুলোতে পরিচালিত সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কার্যকলাপগুলোর মধ্যে ছিল এক বৃক্ষ রোপণ প্রকল্প। একবার যুবকরা তাদের স্কুলের আশেপাশের জমিতে পঞ্চাশটি ফলের গাছ রোপণ করেছিল, তারা তাদের পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় সেই সময় এলিসা পরিবেশের উন্নতির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেয়। সম্প্রদায়টি এই প্রকল্পের প্রশংসা করেছিল কারণ তারা যে গাছগুলো রোপণ করেছিল তা ফল দেবে এবং গ্রামকে সবুজায়নের মাধ্যমে সুন্দর করবে।

অনুষ্ঠানের পরের দিন অ্যালেগ্রিয়াস ছাড়ার আগে এলিসা যুবকদের সাথে এক বিশেষ বৈঠকের জন্য অনুরোধ করেছিল। "আজ আমি চাই আমরা যেন এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি যা আগামী কয়েক মাস ধরে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।" তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাদের বলেছিলেন, "এ বিষয়টি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি: তোমরা মনে কর যে কেনই বা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন?"

মারিলা সাথে সাথে উত্তর দিয়ে বলল, "ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন কারণ তিনি আমাদের ভালোবাসেন।" 'আমি তোমার সৃষ্টিকে ভালোবাসতাম, তাই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি।' আমি যখন শিশু ছিলাম তখন এই উক্তিটি শিখেছিলাম এবং এটা কখনই ভুলিনি।"

এলিসা জবাব দিল, "চমৎকার, ঈশ্বর তাঁর অসীম ভালবাসা থেকে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য এবং এই ভালোবাসার কারণে তিনি আমাদের প্রত্যেককে সর্বাধিকরূপে চমৎকার উপহার দান করেছেন। আমাদের জন্য তাঁর সবচেয়ে

বড় উপহার হল 'শব্দ' ব্যবহার করার ক্ষমতা। অন্য কোন জীবকে শব্দ বলার, শব্দ পড়ার, শব্দ লেখার এবং বোঝার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শব্দের মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি এবং একে অপরকে জানাই যে আমরা কী ভাবি এবং অনুভব করি। সর্বোপরি, এটা শব্দের মধ্যে যে ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলো প্রকাশ করা হয়। আমরা তাঁর প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাক্য শোনা এবং পড়ার মাধ্যমে এই শিক্ষাগুলো বুঝতে পারি। আমাদের আলোচনার জন্য আমার মনে যে বিষয়টি আছে তা হল শব্দের শক্তি আহরণ।"

কার্লোটা বলেছিল, "আমি শুনেছি যে শব্দের শক্তি তরবারির চেয়েও শক্তিশালী"।

অ্যান্টোনিও যোগ করে "এটা সত্যি। কিন্তু শব্দের ক্ষমতা থাকতে হলে, তাদের অবশ্যই কাজের সাথে সাদৃশ্য থাকতে হবে। তা না হলে শব্দগুলো খালি থাকে এবং সহজেই বাতাসে ভেসে যায়। আমার প্রিয় উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে একটি বলে যে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, এছাড়া আমরা তাদের পথে চলতে পারি না যাদের শব্দগুলো তাদের কর্মের থেকে ভিন্ন।"

আনা মারিয়া যোগ করেছেন, "হ্যাঁ। তুমি কাউকে বলতে পারবে না যে সে তোমার সেরা বন্ধু। যখন তার সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি যদি তাকে না কর। তাহলে এক্ষেত্রে, সম্ভবত তুমি এত ভালো বন্ধু নও।"

আনা মারিয়ার মন্তব্যটি সবার কল্পনাকে উসকে দিয়েছিল এবং তারা সকলেই খালি শব্দ এবং শব্দের উদাহরণ দিতে শুরু করেছিল যা কর্মের সাথে যুক্ত থাকে।

অবশেষে এলিসা বললেন, "ভাল। তোমরা সবাই নিশ্চিত যে কাজের সাথে শব্দগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। শব্দগুলোর একটি অবিশ্বাস্য শক্তি আছে—যে শক্তি দিয়ে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে। সেইজন্য তোমরা যারা একটি উন্নত বিশ্ব গড়তে ইচ্ছা কর তাদের এই শক্তির ব্যবহার করা শিখতে হবে। ভালো শব্দের অর্থ হল শব্দটি নিয়ে চিন্তা করা, শব্দটি বোঝা, শব্দটি বলা, শব্দটি ছড়িয়ে দেওয়া এবং শব্দটি অনুশীলন করা।"

এলিসা যা বলেছিল তার ওপর অনুচিন্তন করে যুবকরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দিয়েগোর হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসে। উত্তেজিত হয়ে, তিনি দলের সামনে লাফিয়ে উঠে বললেন, "এখন আমি জানি কিভাবে আমরা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করব: বাক্যের শক্তি এবং পবিত্র কর্মের মাধ্যমে।"

সবাই নীরব। কেউ কিছু বললোনা। ডিয়েগো অস্বস্তি বোধ করে সেখানে দাঁড়িয়েই তার বক্তব্য শেষ করল। সে বসে থাকবে নাকি দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝতে পারছিল না। সে সাহায্যের জন্য এলিসার দিকে তাকাল। এলিসা ধীরে ধীরে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তার হাত ধরল। তিনি তাকে বললেন, "তুমি একটি খুব গভীর সত্যকে আবিষ্কার করেছ। সময়ের সাথে সাথে তুমি শিখবে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।"

**অনুশীলন**

১। নীচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করতে নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার কর:

সঙ্গদান, কল্পনা, প্রকাশ, কর্ম, যোগাযোগ,
উন্নতি, প্রদত্ত, সৃষ্টি, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক,
উপহার, প্রকাশ করা, বোঝানো, গভীর

ক) শব্দের শক্তির মাধ্যমেই আমরা নিজেদের _____ সক্ষম হয়েছি।

খ) জুলিয়া তার ছোট ভাইকে একা দোকানে যেতে দিতে চায়নি তাই তাকে _____ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে।

গ) যেহেতু তরুণীর স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে _____ করেছে দেখে ডাক্তার খুশি হয়েছে।

ঘ) লুইস এনরিক তাকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেই অবশেষে তাকে সভায় বক্তৃতা করতে _____ সক্ষম হলো।

ঙ) ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়েছেন _____এবং আমাদের এটা বিনষ্ট করা উচিত নয়।

চ) যখনই জুয়ান কার্লোস কোনো প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি তা পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার কথা সবসময় অনুসরণ করা হয় _____ ।

ছ) আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার দরুন ঈশ্বর আমাদের অনেক উপহার দিয়েছেন। শব্দের শক্তি _____ করার ক্ষমতা আমাদের উপর তাঁর প্রদত্ত সবচেয়ে বড় উপহারগুলোর মধ্যে একটি।

জ) ছোটগল্পটি সম্পূর্ণ লেখকের লেখা _____।

ঝ) অন্যদের সাথে _____ করার জন্য আমাদের শুনতে শিখতে হবে।

ঞ) সিসিলিয়া তার কমিউনিটি সেন্টারে স্যানিটেশন বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন যেহেতু _____ এর অবস্থা উদ্বেগজনক এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা করার জন্য।

ট) যখনই একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় তখন ডিয়েগো এটা সম্পর্কে সবাইকে উদ্যমী করে তুলতে সক্ষম হয়। সে _____ এর মাধ্যমে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ঠ) সারাদিন পরিশ্রম করার পর রবার্তো এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে সে বিছানায় গিয়েছিল এবং কেউ তাকে জাগাতে পারেনি। সে _____ ঘুমের মধ্যে নিমগ্ন ছিল।

ড) আমার ঠাকুমা কখনই তার বয়স কত ছিল তা আমি সহ কাউকে বলতে পছন্দ করেননি। কিন্তু যখন তিনি ১০০ বছর বয়সে উপনীত হন তখন শেষ পর্যন্ত তার বয়স _____ হয়।

ঢ) আন্না তার বাড়ির চারপাশে একটি বাগানে গাছপালা রোপণ করেছিল, তাই সেখানে বিভিন্ন রঙের এবং আকারের ফুল সুন্দর _____ সৃষ্টি করেছিল।

২। নীচের প্রতিটি বাক্যাংশ ব্যবহার করে একটি বাক্য লিখুন।

বিশুদ্ধকর্ম: _____
_____

পরিবেশের উন্নতি: _____
_____

তীব্র উৎসাহের সঙ্গে: _____
_____

শব্দগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করা: _____
_____

যা বলা হয়েছিল সেটির প্রতিফলন: _____
_____

৩। শব্দগুলো ভাল বা খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি তার উপর নির্ভর করে আমরা অন্যকে ভাল পরামর্শ বা খারাপ পরামর্শ দিতে পারি। নীচের অভিব্যক্তিগুলোকে চিহ্নিত কর "ভা (ভাল)" দ্বারা যা ভাল উপদেশ এবং একটি "ম (মন্দ)" দ্বারা যা খারাপ উপদেশ নির্দেশ করে।

_____ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং কখনও লড়াই করা উচিত নয়।

_____ তোমার যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় তবে তুমি সেটি নিতে পারবে। তাহলে মালিক কিছু মনে করে না।

_____ পরনিন্দা করবে না।

_____ আমরা সবাই কোনো এক সময় অলসতা বোধ করি; যখন তোমার সেই দিনগুলোর ন্যায় হয় তখন কিছু না করাই ভালো।

_____ তুমি আজ যা করতে পারবে তা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করবে না।

_____ একটু দেরিতে মিটিং এ গেলে কিছু যায় আসে না।

_____ কাজ যত ছোটই হোক না কেন, তা করতে হবে উৎকর্ষতার সঙ্গে।

_____ কারো তেমন ক্ষতি করে না কোনো কোনো সময় এমন এক আধটু মিথ্যা বলা যায়।

_____ কারো জন্য কিছু করো না; যদি দেখ যে সেটির কোনো প্রতিদান পাবে না।

_____ মজা করাই হলো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

_____ নিজের উন্নতি সাধন করার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা করা উচিত।

_____ কর্ম হলো শাস্তির ন্যায়।

_____ আমরা কেন আইন মান্য করি; কারণ নিজেদের জন্য কোনটি উত্তম আমরা সবাই সেটা জানি।

_____ এই পৃথিবীতে আমাদের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে জানা এবং উপাসনা করা।

_____আমরা যখন সেবার মনোভাব নিয়ে আমাদের কাজ করি তখন আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি।

_____আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত এবং অন্যের সমস্যায় উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

_____তোমার বাবা-মা বৃদ্ধ; তারা আজ জীবন সম্পর্কে কি তেমন কিছু জানে!

_____অল্প অল্প করে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করা একবারে কাউকে ক্ষতি করে শেষ করে দিচ্ছে এমন নয়।

_____জীবন তো সংক্ষিপ্ত! কাজ করে কেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছ।

১। পাঠটি কিশোরদের "শব্দ" বিষয়ক ধারণাটির ওপর অনুচিন্তন করতে সহায়তা করে এবং এরই মাধ্যমে তাদের চেতনাকে সম্প্রসারিত করতে চায়। তারা এটা কীভাবে অর্জন করে? _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

২। উপরের পাঠটি পরীক্ষা করার পরে, তুমি চিন্তার শক্তি এবং উচ্চারণের শক্তির মধ্যে কী ধরনের সংযোগ উপলব্ধি করতে পার? _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১১

কিশোরদের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পড়ার এবং তারা যা পড়ে সেটির অর্থ ভালোভাবে বোঝার ক্ষমতা বিকাশ করতে হবে। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে শিক্ষামূলক (অ্যাকাডেমিক) পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কৌতুক (কমিক) ম্যাগাজিন পর্যন্ত এই যুগের জন্য সাহিত্যের বিভিন্ন পরিসরে রয়েছে। যদিও সাহিত্যের এই বিশাল অংশের অনেক উপাদান কিশোরদের সুস্থ বিকাশের জন্য সহায়ক, তবে ওইসবের প্রভাবের সাথে তুলনা করা যায় না যে লেখনীগুলোতে পাওয়া সত্যগুলো একজন তরুণের আত্মার উপর প্রভাব ফেলে। আমরা জানি যে, এই ব্যবস্থায়, বাহা'উল্লাহ প্রতিটি শব্দকে একটি নতুন শক্তি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

> **"আমাদের গৌরবের লেখনীর পরিচালনার মাধ্যমে আমরা সর্বশক্তিমান আদেশদাতার নির্দেশে, প্রতিটি মানুষের দেহের মাঝে একটি নতুন জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান করেছি এবং প্রতিটি শব্দের মধ্যে একটি নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছি। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু বিশ্বব্যাপী এই পুনর্জন্মের প্রমাণকে ঘোষণা করে।"[২৭]**

বিষয়বস্তু বা ধারণা যাই হোক না কেন সক্ষমতার বিকাশের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণগুলোতে ওইসবই বিবেচনা করা হয়। কিশোরদের মধ্যে অভিব্যক্তির যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা ধর্মের লেখানীগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুচিন্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যায়বিচারের ধারণা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বাহা'উল্লাহর শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হলে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলা এমন একটি বিশ্বে যেটি এতটা অনুধাবনযোগ্য নয় এমন অর্থের গভীরতায় প্রবেশ করবে। কল্পিতভাবে বিস্তৃত শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে লেখার মধ্যে থাকা জ্ঞানের রত্নগুলো আবিষ্কার করা, কিশোরদের মনকে আলোকিত করে এবং তাদের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করে। 'আব্দুল-বাহা নিম্মোক্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন:

> **"তোমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাণীর আলো দ্বারা আলোকিত হোক এবং তুমি ঈশ্বরের রহস্যের ভাণ্ডার হয়ে উঠ, কারণ অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্য বৃহৎ নয় এবং অন্য কোন সুখই ঐশ্বরিক শিক্ষার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চেয়ে মধুরতর নয়। যদি একজন মানুষ প্রকৃতরূপে তা বুঝতে পারে। যেমন একজন মানুষ যদি শেক্সপিয়ারের মতো একজন কবির কবিতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন তখন তিনি পুলকিত ও আনন্দিত হন। সেক্ষেত্রে তিনি যখন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাস্তবতা উপলব্ধি করেন এবং রাজ্যের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হন তখন তাঁর আনন্দ এবং উল্লাস কত বেশি হয়!"[২৮]**

নিচের অংশবিশেষ *শব্দের শক্তি আহরণ* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। "উন্নতি" এর বিষয়বস্তু পুরো পাঠ্যের মধ্য উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষা উপকরণটি তরুণ মনকে ধর্মের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির ধারণা সম্পর্কে বোঝার জন্য সহায়তা করার চেষ্টা করে। তোমাকে উন্নতির অর্থের মধ্যে পার্থক্যগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। যেমনটি আজ গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত সারমর্মগুলোতে উপস্থাপিত এর তাৎপর্য নিম্মোক্তরূপে বিবৃত:

কিছু দিন আগে গ্রামের লোকেরা একজন সম্মানিত শিক্ষকের কাছ থেকে একটি দর্শনের শিক্ষা পেয়েছিল। যিনি তাদের বলেছিলেন, "আলেগ্রিয়াস একটি আদর্শ সম্প্রদায় হতে পারে, যেখানে আমরা বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি।" দিয়েগো শুরুতেই বলে, "বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি" বলতে কী বোঝায় তা ঠিক বুঝতে পারেনি, তবে সে তার সমগ্র সম্প্রদায়ের উৎসাহকে ভাগ করে নিয়েছে। তারপর থেকে, সে এই বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছে। সে সচেতন হয়েছে যে, শারীরিকভাবে ছোট হলেও, সে আর শিশু নয় এবং তার গ্রামকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জনে সহায়তা করতে সক্ষম।

এই কথোপকথন চলাকালীন এক সময় ডিয়েগো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে কী ভাবছে তা সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে। মারিয়েলা যার সবসময় কিছু না কিছু মজার কথা বলার মতো থাকে। সে অবিলম্বে উত্তর দিয়েছিল: "আমি ঠিক জানি না বস্তুগত উন্নতি বলতে কী বোঝায়। এর মানে আমরা দরিদ্র এবং আমাদের সুখী করতে পারে অধিক অর্থ এবং এমন জিনিস পেতে আমাদের আরও অর্থের প্রয়োজন।"

মারিলার মন্তব্য সবাইকে উৎসাহিত করে এবং তারা সবাই তাদের মতামত জানাতে শুরু করে। এটাতে তারা সবাই কমবেশি বলেছে:

আন্তোনিও: "আমি বিশ্বাস করি না যে সুখী হতে হলে ধনী হতে হবে। আমি অনেক দরিদ্র মানুষকে চিনি যারা আসলেই সুখী।"

শার্লট: "আমার ভাই ইউনিভার্সিটির ছুটিতে এখন বাড়িতে আছে এবং সে বলেছে যে ধনীরা তাদের জন্য কাজ করে আমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য 'সুখী দরিদ্র' ধারণাটি উদ্ভাবন করেছে।"

আনা মারিয়া: "এটা সত্য হতে পারে, তবে আমি জানি যে সুখ অন্তরের ভিতরে থেকে আসে এবং একজন ব্যক্তি কত সম্পদের মালিক সেটির উপর নির্ভর করে না।"

দিয়েগো: "তবুও, এটা নিশ্চিত যে দরিদ্র হওয়াটা কেমন যেন আসলে কি মজার ব্যাপার তা নয় কি। আমাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।"

আন্তোনিও: "তবে আমরা যখন এটা করার চেষ্টা করছি তখন আমাদের খুশি হওয়া উচিত। আমি নিজের জন্য এবং আমার সম্প্রদায়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে চাই, তবে আমি এটা করে আনন্দ অনুভব করতে চাই। আমি কার্লোটার ভাইয়ের সাথে সময় কাটাতে উপভোগ করতাম। কিন্তু যখন থেকেই তিনি ধনী এবং গরীব সম্পর্কে কথা বলা শুরু করে যার ফলে আমি তার কথা শুনতে পছন্দ করি না।”

রবার্তোঃ "আমি জানি যে প্রকৃত সুখ আসে ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে এবং তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্য থেকে।"

দিয়েগো: "এটা সত্য, কিন্তু আমরা ভুলে যেতে পারি না যে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে আমাদের উচিত আমাদের সহযাত্রী মানবদের ভালবাসা এবং তাদের সাহায্য করা।"

শার্লট: "এবং আমাদের মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের আইন মেনে চলার অর্থ হল একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য একসাথে কাজ করা যেখানে মানুষ আর দরিদ্র থাকবে না।"

তারপর, হঠাৎ করেই, ডিয়েগো বুঝতে পারলেন যে এখন পর্যন্ত তারা বেশিরভাগই বস্তুগত উন্নতি সম্পর্কে কথা বলছে। সে জিজ্ঞাসা করে "আধ্যাত্মিক উন্নতির কি হয়েছে?" ইতোমধ্যে সবাই ক্লান্ত ছিল এবং যার ফলে তারা পরের বার আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

যুবকরা বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির আলোচনার জন্য বেশ কয়েকটি সভা উৎসর্গ করেছিল। এক মাস পরে, এলিসার সফরের ঠিক আগে, তারা তাদের সিদ্ধান্তে পোঁছানোর জন্য একটি বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল। যখন যুবকরা তাদের ধারণাগুলো এলিসার কাছে উপস্থাপন করেছিল, তখন সে আনন্দিত হয়েছিল। তিনি তাদের সিদ্ধান্তগুলো পরিষ্কারভাবে সংগঠিত করতে এবং নিম্নলিখিত ঘোষণাটি লিখতে সহায়তা করেছিল:

**যুব ঘোষণা**

আমরা তো আর শিশু নই এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা উচিত। আমরা যে বিশ্বে বসবাস করি তা দুর্দশায় ভরা এবং অনৈক্যের দ্বারা পীড়িত। আমরা একটি নতুন বিশ্ব গড়তে চাই যেখানে মানুষ সম্প্রীতিতে বাস করে এবং যেখানে যুদ্ধ ও দারিদ্রতা আর থাকবে না। একটি নতুন বিশ্ব গড়তে আমাদের নিজেদের সম্প্রদায় দিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। যার কারণেই আমরা এখন আমাদের ছোট গ্রাম অ্যালেগ্রিয়াসে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলি। বস্তুগতভাবে অগ্রগতির জন্য, আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্যের আরও ভাল যত্ন নিতে হবে, আরও অধিক স্কুল থাকতে হবে এবং ব্যবসা ও শিল্পে সক্রিয় হতে হবে। আমাদের শ্রমের ফল দিয়ে আমাদের বাড়িঘর, আমাদের গ্রাম এবং আমাদের আশেপাশের জায়গাগুলোকে দুর্দান্ত সৌন্দর্যের জায়গায় পরিণত করা উচিত, যেখানে আমরা সবাই একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপভোগ করতে পারি।

আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি না করলে সকল মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয় না। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কয়েকজন ধনী হয় যখন বাকিরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। একটি সম্প্রদায় হিসেবে

আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ন্যায়ের সাথে কাজ করতে হবে, একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে এবং উদার, সৎ এবং বিশ্বস্ত হতে হবে। ন্যায়বিচার, উদারতা, প্রেম এবং দয়া, সততা এবং বিশ্বস্ততা হল আধ্যাত্মিক গুণাবলি যার মাধ্যমে আমরা বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করি।

শুধু একটি উন্নত জগৎ গড়ে তোলার জন্যই আমাদের আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রয়োজন নেই। আমাদের আত্মার জীবনের জন্যও উহার প্রয়োজন রয়েছে যা এই পৃথিবীতে শেষ হয় না। বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মানে হল যে, প্রতিদিন আমাদের জীবনের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলোতে আমরা উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করি, যে আমরা একটি ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি এবং আমরা আনন্দ ও সুখের একটি অনন্ত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি।

ডিয়েগো তার বক্তৃতা নিয়ে ভাবতে অনেক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, "অ্যালেগ্রিয়াসের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি" ছিল সেই বিষয় যা সে সম্বোধন করতে চেয়েছিল। তবুও, সে এই বিষয়ে ভারী কোনো বক্তৃতা দিতে চায়নি এবং সে তার বন্ধুদের কাছে প্রচারও করতে চায়নি। তাই এইভাবে সে তার ধারণাগুলো প্রকাশ করতে গিয়েছিল:

অ্যালেগ্রিয়াস যুব দলের সাথে অংশগ্রহণ করা মানে আমার নিকট অনেক কিছুকে বোঝায়। এর সদস্যরা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এবং আমি যখন তাদের সাথে থাকি তখন আমার কিছু আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করি। আমি মনে করি যখন আমরা একসাথে দেখা করা এবং কাজ করা শুরু করেছি তখন থেকেই আমরা সবকিছুই বদলে ফেলেছি। আমরা যখন শুরু করি তখন আমরা কমবেশি শিশুর ন্যায় ছিলাম এবং আমাদের একত্রিত হওয়া আমাদের জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। আমাদের কর্মকাণ্ড ও আলোচনার সুবাদে আমরা বিভ্রান্তি ও আশাহত অবস্থায় যৌবনের পর্যায়ে প্রবেশ করছি না। আমরা জানি আমাদের জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে এবং আমরা একে অপরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করব। আমি মনে করি আমরা চিরকাল বন্ধু হিসেবেই থাকব।

আমাদের দল গঠন করার পর থেকে আমরা প্রায়শই যে ধারণাগুলো নিয়ে চিন্তা করেছি তার মধ্যে একটি হল অ্যালেগ্রিয়াসের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতি। আমি মনে করি শুরুতে আমরা এর অর্থ কী তা নিয়ে কৌতূহলী ছিলাম। কিন্তু এখন, আমাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে আমাদের সম্প্রদায়ের অগ্রগতি এমন কিছু যা আমাদের শক্তিকে আমরা উৎসর্গ করতে চাই। আমরা আশা করি যে আমাদের উদ্দীপনা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় যা গ্রামের প্রত্যেককে প্রভাবিত করবে।

এলিসাকে ধন্যবাদ, যিনি আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে নির্দেশিত করেছে যাতে আমরা উন্নতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানি। আমরা জানি যে আমাদের সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, অন্যথায় আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। আমরা জানি আমাদের উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করা উচিত; প্রতিটি দিন অবশ্য আগের দিনের চেয়ে ভালো হওয়া উচিত। আমরা আরও জানি যে আলোকিত কথা এবং বিশুদ্ধ কাজ পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু শব্দের এত ক্ষমতা কেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে একটি হল ওইসবের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানকে আবিষ্কার করি, অর্জন করি এবং যোগাযোগ করি। উন্নতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জ্ঞান।

একদিন আমি আমার বাড়ির কাছে চারণভূমিতে কিছু গরু চরাতে দেখছিলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, "এই গরুগুলোর কাছে তাদের যা যা প্রয়োজন সবই আছে। তারা যতটুকু ঘাস খেতে পারে তাদের খাওয়ার জন্য তা আছে। চারণভূমির মধ্য দিয়ে একটি খাঁড়ি আছে, যেখান থেকে তারা যখন খুশি জল খেতে পারে। তারা শুয়ে থাকতে পারে সূর্য বা ছায়ায় যখনই চায়, তাহলে তাদের আর কি দরকার? কিন্তু তারপর আমি বুঝতে পেরেছি যে তাদের সবই আছে। তাদের জ্ঞান নেই বা তারা কী করছে তা বোঝে না। তারা প্রকৃতির দাস। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি অবশ্যই গরুর মতো বাঁচতে চাইব না। তারপর আমি মনে মনে বললাম, "কি হবে যদি আমি অত্যন্ত ধনী এবং ক্ষমতাশালী হয়ে যাই কিন্তু অজ্ঞ থেকে যাই? তাতে কী লাভ হবে? সেই সমস্ত সম্পদ এবং ক্ষমতা দিয়ে আমি একজন দাস ছাড়া আর কিছুই হব না—আমার নিজের আবেগের দাস যা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। এমন কিছু করি যা আমি বুঝতেও পারি না যেমন লোভের দাস, অন্যদের দাস হয়ে যারা আমার চেয়ে ধনী এবং শক্তিশালী।" সেজন্য জ্ঞানই হল উন্নতির কেন্দ্রবিন্দুতে। জ্ঞান আমাদের স্বাধীনতা প্রদান করে।

নীচের খালি জায়গাতে উন্নতির বিষয়াদি সম্পর্কে কিশোরদের কী বোঝা উচিত বলে তুমি মনে কর তা বর্ণনা করে কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখ।

## পরিচ্ছেদ ১২

ধর্মের লেখনিতে "উচ্চারণ" প্রায়শই "স্ফঠিকরূপে পরিষ্কার", "বাগ্মিতাপূর্ণ", "সূক্ষ্মবুদ্ধি" এবং "চিত্তাকর্ষক" এর মতো শব্দের পদগুলোর দ্বারা যোগ্যরূপে প্রকাশ করা হয় এবং এর সাথে বাক্যাংশগুলো থাকে যা "সংযম", "প্রজ্ঞার প্রয়োজন" এবং “উপলব্ধি করেছি" এমন দিককে নির্দেশ করে। এমন বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী শব্দগুলো "আত্ম-অহংবোধ এবং আবেগের পর্দা গ্রাস করা" এবং "শত্রুতা ও ঘৃণার আগুন নিভিয়ে ফেলা" এর মতো অসাধারণ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদুপরি, শব্দগুলো যে উচ্চারণ করে তার অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলি অনুসারে প্রভাব ফেলে।

**"বল: মানুষের উচ্চারণ হল একটি সারমর্ম, যদি ইহার প্রভাব প্রয়োগ করতে চায় তাহলে সংযমের প্রয়োজন। এর প্রভাব হিসেবে এটা পরিমার্জনের উপর শর্তযুক্ত যা পরিবর্তিতভাবে বিচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ হৃদয়ের উপরও নির্ভরশীল।"[২৯]**

**"এছাড়াও শব্দ এবং উচ্চারণ উভয়ই চিত্তাকর্ষক এবং অনুপ্রবেশকারী হওয়া উচিত। যাইহোক, এই দুটি গুণের সাথে কোন শব্দ যুক্ত হবে না যদি না এটা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য এবং পরিস্থিতি ও জনগণের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়।"[৩০]**

**"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁরই অনুগ্রহের মুক্তাগুলো তোমার মস্তিস্কে অর্পণ করেন; তোমার হৃদয়ে তাঁরই প্রেমের আগুন দ্বারা প্রজ্বলিত করেন; তোমার জিহ্বাগুলোকে ধার্মিকদের সমাবেশে সর্বাধিক উচ্চারিত বাক্য এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর রহস্যগুলো উচ্চারণ করার জন্য মুক্ত করেন; তুমি আভা স্বর্গের পুস্পাবলী এবং স্বর্গের দূত, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তোমার চিন্তার সাথে একত্রিত এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে তাঁরই রাজ্যের পবিত্র লক্ষণগুলো তোমার মুখের মাধ্যমে প্রকাশ কর।"[৩১]**

**"যদি তুমি ইচ্ছা পোষণ কর যে তোমার বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ অন্যদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করুক তাহলে তোমার উচিত হবে জগতের প্রতি সমস্ত আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে মুখ ফেরানো।"[৩২]**

১। উপরের অনুচ্ছেদগুলো থেকে কিছু আধ্যাত্মিক গুণাবলি চিহ্নিত কর যা মানুষের কথাবার্তাকে শক্তির জোগান দেয়:_

_____

_____

_____

২। আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে কিশোরদের দ্বারা অধ্যয়ন করা পাঠ্যগুলোতে ধারণাগুলোর অন্বেষণ কীভাবে তাদের এই গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে বলে তুমি মনে কর? _____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৩

লেখনীগুলোতে আমাদের বলা হয়েছে যে, বাকশক্তি উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত:

**"পরম মহোত্তম লেখনী হতে নির্গত বৈরাগ্যের জলে নিজেকে শুচি করার সেই সময় এখনই, এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে যা বারবার অবতীর্ণ করা হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং অতঃপর তোমার মধ্যে যতটুকু প্রজ্ঞার শক্তি ও তোমার বাক্যের শক্তি আছে তদ্বারা শত্রুতা ও ঘৃণার আগুন যা বিশ্বের মানুষের অন্তরে জ্বলছে তা প্রশমিত করার চেষ্টা করবে।[৩৩]**

**"এই ভৃত্য প্রত্যেক পরিশ্রমী ও উদ্যোগী আত্মাকে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে এবং সমস্ত অঞ্চলের অবস্থার পুনর্বাসন করতে এবং প্রেমের গুণে জ্ঞান ও উচ্চারণের জীবন্ত জল দ্বারা মৃতকে জ্ঞান ও উচ্চারণের জীবন্ত জল দিয়ে**

**জীবন্ত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেন। তিনি এক, অতুলনীয়, পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।"[৩৪]**

**"প্রতিটি শব্দ একটি আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ, তাই বক্তা বা ব্যাখ্যাকারীকে যথাযথ সময়ে এবং স্থানে তার কথাগুলো সাবধানতার সাথে উপস্থাপন করা উচিত, কারণ প্রতিটি শব্দ পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট এবং উপলব্ধিযোগ্য। মহান সত্তা বলেনঃ একটি শব্দ হয়ত অগ্নির ন্যায় আবার অন্যটি আলোর মতো এবং ইহার প্রভাব যা উভয়ই বিশ্বে প্রকাশ পায় তাই একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে দুগ্ধের ন্যায় কোমল কথা বলা উচিত, যাতে মনুষ্যত্বের সন্তানদের যথাযথভাবে লালনপালন করা যায় এবং তা অর্জন করা যায় যা মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য যা সত্য উপলব্ধি এবং আভিজাত্যের কেন্দ্র। একইভাবে তিনি আরো বলেছেন: একটি শব্দ বসন্তকালের মতো যা জ্ঞানের গোলাপ-বাগানের কোমল চারাগুলোকে সবুজ ও সমৃদ্ধ করে তোলে, আবার অন্য একটি শব্দ এমনকি মারাত্মক বিষের ন্যায়। ফলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অত্যন্ত বিনম্রতা এবং সহনশীলতার সাথে কথা বলা উচিত যাতে তার কথার মাধুর্য মানুষকে যা উপযুক্ত তা অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে।"[৩৫]**

১। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলো সত্য কিনা তা নির্ধারণ কর। অভিব্যক্তির শক্তিকে নিম্নের কোন দিকটিকে নির্দেশিত করা উচিত

_____ কোনো একটি যুক্তিতর্কে জয় লাভ করা।

_____ স্পষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করে সত্যকে তুলে ধরা।

_____ মানুষের অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণার আগুন নিভিয়ে দেওয়া।

_____ অন্যদেরকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার (ম্যানিপুলেট) করা।

_____ সত্যকে গোপন করা।

_____ মহাবিশ্বের রহস্যসমূহকে ব্যাখ্যা করা।

_____ জটিল বিষয়গুলো উদাহরণ সহকারে চিত্রায়িত করা।

_____ ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে তোলা।

_____ নিজের মতামতের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা।

_____ প্রশংসা এবং সাধুবাদ অর্জন।

_____ বাস্তবতার অনুসন্ধান করা।

_____ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

_____ নির্যাতিতদের অধিকার রক্ষা করা।

২। অভিব্যক্তির বিকাশের ক্ষমতা কীভাবে কিশোরদের ব্যক্তিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজের রূপান্তরের পথে অবদান রাখার প্রচেষ্টায় সহায়তা করে সে সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখ।

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৪

কিশোরদের অভিব্যক্তির ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এটা ঈশ্বরের বাক্য যা মানুষের বক্তৃতাকে শক্তির সাথে প্রভাবিত করে এবং এটা মানুষের হৃদয় ও মনকে সত্যকে উপলব্ধির অধিকারী করে তোলে। তোমাকে এখানে বিরতি দিয়ে নীচের উদ্ধৃতিগুলোর ওপর অনুচিন্তন  করতে বলা হচ্ছে।

**"উচ্চারণের দিব্যতারকা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের বসন্ত-দিবসে উজ্জ্বলরূপে দিপ্তীমান, পবিত্র লেখনীর পত্র এবং ফলকলিপিগুলোকে এতটাই আলোকিত করেছে যে উচ্চারণের রাজ্য এবং উপলব্ধির উচ্চ আধিপত্য আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হয় এবং তাঁরই আলোর মহিমায় জ্বলজ্বল করে ...।"[৩৬]**

**"বল: আমাদের সিংহাসন থেকে আমরা ঐশ্বরিক উচ্চারণের নদীগুলোকে প্রবাহিত করেছি, যাতে তোমার হৃদয়ের মাটি থেকে প্রজ্ঞা ও বোধের কোমল ভেষজগুলো উদ্গমণ হতে পারে।"[৩৭]**

**"তোমার উচ্চারণের নিঃশ্বাসে উপলব্ধির স্বর্গ শোভিত হয়েছে, এবং তোমারই লেখনীর স্রোতে প্রতিটি বিচূর্ণ হওয়া হাড় সজীব হয়েছে।"[৩৮]**

**"অতএব এটা স্পষ্ট এবং প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের প্রথম দান হল শব্দ এবং এর আবিষ্কারক এবং গ্রহীতা হল উপলব্ধির ক্ষমতা। এই শব্দটি অস্তিত্বের স্কুলেরই প্রধান প্রশিক্ষক এবং যিনি সর্বশক্তিমান তিনিই তাঁর প্রকাশক। যা কিছু দেখা যায় তা কেবল তাঁর জ্ঞানের প্রতীক এবং সমস্ত বিষয়ের শুরু এবং শেষ তাঁর উপর নির্ভর করে।"[৩৯]**

তুমি যতটা পারো উপরের উদ্ধৃতিগুলো মুখস্থ করতে ইচ্ছা পোষণ করতে পার।

## পরিচ্ছেদ ১৫

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করি যখন মানবতা নৈতিক দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন। যে মানদণ্ডগুলো শত শত বছর ধরে মানুষকে পথ দেখিয়েছে সেগুলো ক্রমাগতভাবে তাদের প্রভাব হারাচ্ছে এবং একটি প্রবল বস্তুবাদের মূল্যবোধ এবং চরম আপেক্ষিকতাবাদ এবং লাগামহীন ব্যক্তিবাদের উপর নির্মিত একটি আদর্শের মূল্যবোধ ধীরে ধীরে তাদের স্থান দখলে নিচ্ছে। তরুণদের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করার আগে আসুন আমরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে আরও চিন্তা করি।

ইতিহাসের পরিক্রমায় বিগত কয়েক শতাব্দীব্যাপী মানবজাতির এতগুলো শৃঙ্খল থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, যেগুলো গোঁড়ামি, অত্যাচার, কুসংস্কার দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করতে পারি যদিও অনেক কিছু করা বাকি আছে, যেমন গভীরভাবে জমে থাকা কুসংস্কারগুলো কাটিয়ে ওঠা হয়েছে, ন্যায়বিচার পরিচালনার জন্য আইন তৈরি করা হয়েছে এবং ব্যক্তি ও দলের অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূল্যবান ঐতিহাসিক আন্দোলন দ্বারা এখনও জর্জরিত এবং ক্রমবর্ধমানভাবে চরম আকার ধারণ করছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চলে যাওয়া হচ্ছে চরম আপেক্ষিকতাবাদ এবং লাগামহীন ব্যক্তিবাদ এবং এর পরম অস্তিত্ববাদকে একপাশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। একজনের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসরণ করার জন্য স্বাধীন হওয়াকে বিবেচনা করা হয় সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে এবং ফলাফল হিসেবে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিণয় করা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিস্তৃতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের গুচ্ছের উপর ভিত্তি করে আচরণের নিদর্শনগুলো আরো অধিকতর জায়গায় সমতুল্য বিবেচিত হচ্ছে এবং ঐতিহ্যগতভাবে সম্প্রদায়ের সদস্যদের যে বন্ধন সবাইকে ধরে রেখেছে উহা যেন প্রতিনিয়ত শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যুবকদের প্রায়ই নৈতিক নির্দেশনা ছাড়াই অবহেলিত দেখা যায় এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের বাণী ছাড়া আর কোনো কিছুই আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতাকে জাগ্রত করতে পারে না, যা মানুষকে বিশিষ্টার্থক করতে সক্ষম করে। 'আব্দুল-বাহা আমাদের বলেন যে ঈশ্বরের বাণী চিন্তাভাবনা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রকে আলোকিত করে:

**"... বুদ্ধিমত্তা এবং আদর্শবাদের আধ্যাত্মিক জগতে অবশ্যই আলোকমন্ডিত একটি কেন্দ্র থাকতে হবে এবং সেই কেন্দ্রটি হল চিরস্থায়ী, সর্বদা উজ্জ্বল সূর্যস্বরূপ ঈশ্বরের বাণী। এর আলোকমালা বাস্তবতার আলো যা মানবজাতির স্ফুরিত হয়ে তাদের চিন্তাভাবনা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রকে আলোকিত করে, মানুষের উপর ঐশ্বরিক জগতের অনুগ্রহ প্রদান করে।"[৪০]**

'নৈতিকতার আলোকে কোনো কিছুকে বাছাই করে নিতে সক্ষম হওয়ার জন্য একজনের একগুচ্ছ নিয়মনীতির চেয়ে আরো বেশি কিছু প্রয়োজন; একটি সম্পূর্ণ নৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে একজন যুবকের মনে ও হৃদয়ে যার একটি শক্তিশালী সামাজিক উদ্দেশ্য রয়েছে এমন একটি কাঠামো যা হবে আধ্যাত্মিক ধারণা, আচরণের ধরণ এবং ফলাফলের জ্ঞানকে সংযুক্ত করে এবং যা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দৃঢ় থাকে এবং এমন সাহস এই ধরনের নৈতিক কাঠামো ভাষার কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মনে হয় যা ব্যক্তির মনের মাঝে কাজ করে। এই ভাষাটি, যেমনটি পূর্ববর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। তরুণদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক শক্তিগুলোকে চিনতে সক্ষম করতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়া উচিত যা একটি বিচ্ছিন্নতাময় বিশ্বে মানুষের মূল্যবোধকে গঠন করে এবং তাদের রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর প্রকৃতি বুঝতে পারে।

ভাষার কাঠামোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ যেখানে একজন ব্যক্তি চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে এবং নৈতিক কাঠামো যা তার চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা এবং নৈতিকতা উভয়েরই যেভাবে শেখানো উচিত তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ভাষা শেখানোর জন্য ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের বিষয়বস্তু অগত্যা তাদের মানদণ্ড অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে যারা তাদের প্রস্তুত করে। এটা স্পষ্ট একটি নৈতিক বার্তা প্রকাশ করতে পারে, নৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে বা এমনকি আধ্যাত্মিক ক্ষতিও করতে পারে। নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রচারিত নৈতিকতার ধারণা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ শনাক্ত করতে পারে শিক্ষামূলক শিক্ষা উপকরণের পাঠক্রম যেখানে নৈতিক ধারণাগুলো, গুণাবলি, বাধ্যবাধকতা, নিয়ম এবং ঘটনাগুলোর একটি সিরিজ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। ভাষা এবং চিন্তার উপাদানগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দিয়ে আচরণের উন্নতির লক্ষ্যে যা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং প্রতিশ্রুতিকে সমৃদ্ধ করে। সামাজিক রূপান্তরের জন্য কেউ নৈতিক শিক্ষার কর্মসূচিগুলোও খুঁজে পেতে পারে যা কেবল শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দ এবং অগ্রাধিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলে যে, এইগুলোকে স্পষ্ট করার মাধ্যমে যাতে, তারা আবিষ্কার করতে পারবে যে তারা কে এবং তাদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করবে। দুটি পদ্ধতির যে কোনো একটিতে নৈতিক শিক্ষা হ্রাস করা অযৌক্তিক। কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত একটি কর্মসূচি অবশ্যই একটি উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড থেকে দূরে সরে যেতে পারে না, বা এটা উপেক্ষা করতে পারে না যে এই জাতীয় মানদণ্ড ব্যক্তির কাছ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করে। একই সময়ে, এই ধরনের কর্মসূচিকে অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন, যথেষ্ট পরিমাণে আধ্যাত্মিক ধারণার আলোচনা, যেটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তবে এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে, এটার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, নৈতিক কাঠামো তৈরিতে ভাষার ভূমিকার বিষয়টি আমরা পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে চিন্তাভাবনা করব।

## পরিচ্ছেদ ১৬

আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত একটি শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে নিযুক্ত শিক্ষা উপকরণগুলি অবশ্যই এমন একটি ভাষায় লিখতে হবে যা উন্মুক্ত এবং অনুসন্ধানমূলক, তবে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে নৈতিক শিক্ষা যে ধরণের আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার থেকে রক্ষা করে।

*সরল পথে চলা* হল আরেকটি বাহা'ই-অনুপ্রাণিত পাঠ্যক্রম যা কিশোররা ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এটা কুড়িটি গল্প নিয়ে গঠিত, প্রতিটি একটি নৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বেশিরভাগ সংস্কৃতিতে, গল্পগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জ্ঞান সঞ্চারণের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই পাঠ্যটিতে, কিছু সুপরিচিত গল্প পুনর্লিখন করা হয়েছে যাতে তারা ঐতিহ্যগতভাবে প্রচারিত অস্পষ্ট বার্তাগুলো সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। প্রতিটি পাঠে ভাষাগত দক্ষতা এবং ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অনুশীলনীও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নৈতিক কাঠামোর সঠিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীচের পাঠটি একটি কাহিনি দিয়ে শুরু হয় যার সাথে তুমি অনেকটা পরিচিত থাকতে পার। এটা  সুস্পষ্ট একটি নৈতিক বার্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিন্তাভাবনা এবং আচরণের একটি ধরনকে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনরায় লেখা হয়েছে। পাঠটি পড় এবং কীভাবে বার্তাটি পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে তা আলোচনা কর। এ গল্প দ্বারা বোঝানো মিথ্যামূলক সাংস্কৃতিক নিয়মের স্থায়ীত্বকে এড়ানোই হচ্ছে এটার লক্ষ্য।

*বিজ্ঞরা তোষামোদের মাধ্যমে বোকা হয় না। অবশ্যই, সবাই প্রশংসা দ্বারা উৎসাহিত হয়।*
*কিন্তু চল আমরা মনে রাখি যে প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে দুর্বল করে দেয়।*

একটি শেয়াল একবার একটি কাককে তার ঠোঁটে পনিরের টুকরো নিয়ে উড়ে যেতে দেখল। "শেয়াল নিজেকে বলল আমাকে অবশ্যই সেই পনিরটি পেতে হবে"  যার ফলে উক্ত কাক কোনো একটি গাছের ডালে না বসা পর্যন্ত পাখির ছায়াকে অনুসরণ করতে লাগল।

শিয়াল তার সর্বোত্তম আচরণ করে কাককে বলল "শুভ দিন, আমার প্রিয় বন্ধু। আজ তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। তোমার পালকগুলো কেমন চকচকে আর তোমার চোখগুলো রত্নখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করছে। নিশ্চয়ই, তোমার কণ্ঠও চমৎকার হবে। উহু! আমি যদি তোমার কণ্ঠের গান শুনতে পেতাম তাহলে কতই না মজা হত।"

এই কথাগুলো ছিল মিষ্টি জলের মতো যা কাকের প্রশংসার তৃষ্ণা মেটায়। তাই কাকটি গর্বের সাথে মাথা তুললো এবং তার মনোমুগ্ধকর বন্ধুর সম্মানে একটি গান গাইতে শুরু করল।

যে মুহূর্তে কাক ঠোঁট খুলল সাথে সাথে পনিরের টুকরোটি নিচে পড়ে গেল। শেয়ালটি মাটিতে পড়ার আগেই এটাকে ছিঁনিয়ে নিল এবং এক দৌড়ে পালিয়ে গেল. তারপর কাকের কণ্ঠস্বর বাতাসকে ভারী করে তুললো।

**অনুধাবন**

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লিখ।

১। শিয়াল কি দেখেছে? _____

_____

২। কাকের ঠোঁটে কি ছিল? _____

_____

৩। পনির পেতে শিয়াল কি করেছিল? _____

_____

৪। সত্যিই কি কাকের এক মনোরম কণ্ঠস্বর ছিল? _____

_____

৫। শেয়াল কি কাকের প্রশংসায় আন্তরিক ছিল? _____

_____

৬। এই গল্পটি কি কোনো শহর, গ্রামে বা বনে ঘটেছে? _____

_____

**শব্দভান্ডার**

নিম্নলিখিত শব্দগুলোর মধ্যে যে কোন একটি ব্যবহার করে নীচের প্রতিটি বাক্য সম্পূর্ণ কর:

উৎসাহিত, আকাঙ্ক্ষা, মনোমুগ্ধকর,
ছায়া, প্রশংসায়, সন্তুষ্ট, গর্ব,
মনোরম, বিচারবুদ্ধি, দুর্বল

১। শিক্ষক ভেবেছিলেন উনার ছাত্র-ছাত্রীরা পরিশ্রমী এবং সবসময় তাদের জন্য _____পরিপূর্ণ ছিল।

২। আরমান্ডো এবং তার ভাই একসাথে _____ সময় কাটিয়েছে মাঠে কাজ করছে এবং , তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিয়ে কথা বলেছে।

৩। হং মেই ভ্রমণ করতে পছন্দ করে এবং নতুন জায়গা দেখতে _____ পোষণ করতো ।

৪। কোনো এক ছাত্রীর বেশ সুন্দর এক কণ্ঠ ছিল এবং তার শিক্ষক _____ করতো যাতে সে সঙ্গীত অধ্যয়ন করে।

৫। প্রথম বৃষ্টির পরেই কৃষক বীজ রোপণ করার জন্য ভালোভাবে _____ দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন।

৬। চান্দু তার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পেয়ে তেমনি _____ ছিল না তাই সে আরও জোরালো পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৭। ঝং জিয়াং সমস্যায় পড়েছিলেন কিন্তু তার বেশ ভালোই _____ ছিল বলে তিনি কাউকে সাহায্য করতে দেননি।

৮। দিনের শেষ বেলাতে বাগানের উপর দীর্ঘ. গাছের _____ পড়ে।

৯। এটা একটি _____ গল্প ছিল ফলে শিশুরা এটা বার বার শুনতে চেয়েছিল।

১০। তিনি অসুস্থতা দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হওয়ার কারণে _____ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার কাজ শুরু করবে এমনটি জেনেছিল এবং তিনি সময়ের সাথে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।

**আলোচনা**

কীভাবে আমরা নিশ্চিত করব যে তোষামোদের মাধ্যমে আমরা কখনো বোকা হব না?

**মুখস্থ করা**

**"অতি সতর্কতার সাথে নিজেদেরকে রক্ষা কর, যাতে তুমি ছলচাতুরি এবং প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়ে না যাও।"**

তোমার দলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর:

১। যদি কেউ সতর্ক না হয় তবে এই গল্পটি বলা যেতে পারে—আসলে এটা বলা হয়েছে—এমনভাবে যেখানে আপাতত শিয়ালের ছলচাতুরীর জন্য প্রশংসা বোঝায় এমন বার্তা দেয়। উপরে বিবৃত গল্পের সংস্করণটি কীভাবে এমন একটি ধারণাকে এড়িয়ে চলবে? _____

_____

_____

_____

_____

২। গল্পের নৈতিক বার্তা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? _____

_____

৩। বার্তার সাথে যুক্ত এমন কিছু ধারণা কি কি রয়েছে? _____

_____

_____

৪। কিশোরদের নৈতিক ধারণা বুঝতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি কাহিনি কতটা কার্যকর? _____

_____

_____

_____

_____

৫। কিশোরদের মধ্যে অনুশীলনীগুলো কী কী সক্ষমতার বিকাশ সাধন করে? _____

_____

_____

_____

_____

_____

৬। কীভাবে আলোচনার অনুশীলনটি—শূন্যতার মাধ্যমে নয় বরং গল্পে বর্ণিত নৈতিক বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয় তা চিন্তাভাবনা ও অনুচিন্তনের শক্তির বিকাশে অবদান রাখে? এটা কীভাবে প্রকাশের সক্ষমতা বাড়ায়? _____

_____

_____

_____

_____

_____

৭। পাঠের শেষে উদ্ধৃতি মুখস্থ করা কীভাবে এই শক্তিগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৭

কিশোরদের যদি তাদের পছন্দের অন্তর্নিহিত নৈতিক নীতিগুলোকে স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করা হয়, তাহলে সেগুলো বাস্তবতার কাছাকাছি এমনভাবে উপস্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তববাদী হওয়ার নামে মানুষের নিম্ন প্রকৃতির প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরীক্ষা করা পরিস্থিতি যখন কিশোরদের কাছে অনুধাবনযোগ্য করে একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সবচেয়ে সাধারণ হওয়ার দরকার নেই তবে এর পরিবর্তে, চিন্তাভাবনা ও আচরণের সেই মানদণ্ডগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত যা তাদের উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই লক্ষ্যে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচিতে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণগুলোকে একদিকে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এবং শিশুসুলভ আড্ডা এবং অন্য দিকে ভাল আচরণের উপদেশের ভাষা এড়িয়ে চলতে হবে। *উৎকর্ষতার শিক্ষণ* নামক আরেকটি বাহা'ই-অনুপ্রাণিত পাঠ্যক্রম থেকে নিম্নলিখিত পাঠটি বিবেচনা কর। পাঠে, মিসেস চেন তার নাতি-নাতনিদের কাছে বিশুদ্ধতার ধারণা বর্ণনা করছেন এবং কিছু অনুশীলনের সাহায্যে এর তাৎপর্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে তাদের সহায়তা করছেন।

মিসেস চেন উল্লেখ করেছেন যে উৎকর্ষতার দ্বিতীয় শর্ত হল একটি পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র জীবন যা বোঝায় তা হলো বিনয়, বিশুদ্ধতা, সংযম, শালীনতা এবং পরিচ্ছন্নতা। তিনি বিশুদ্ধতার বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন, যে ভিত্তির উপর একটি পবিত্র জীবনযাপন গড়ে তুলতে হবে:

"একটি আয়নার কথা চিন্তা কর। তুমি যদি এটাকে সমস্ত ধূলিকণা থেকে পরিষ্কার কর তবে এটা আলোকে প্রতিফলন করে। একইভাবে, যখন একটি হৃদয় হিংসা, ঘৃণা এবং অহংবোধের মতো অপূর্ণতা থেকেও পরিষ্কার করা হয়, তখন এটা বিশুদ্ধ হয় এবং স্বর্গীয় আলোকে প্রতিফলিত করতে পারে। মেনসিয়াস বলেছে যে, মহৎ মানুষ তার শিশুসদৃশ হৃদয় হারায় না। এটা

অবশ্যই সত্য তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি শিশুর হৃদয় নির্দোষিতা এবং দুর্বলতা থেকে বিশুদ্ধ এবং একটি শিশুর বিশুদ্ধতা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। তুমি এখন এমন একটি বয়সে পৌঁছেছ যখন তোমাকে আর শিশু হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তুমি বড় হওয়ার সাথে সাথে তুমি জ্ঞানী এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তবুও, তোমাদের প্রত্যেককে সজাগ থাকতে হবে এবং তোমার হৃদয়ের বিশুদ্ধতা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। তোমার হৃদয়ের আয়নাকে তুমি এই পৃথিবীর অপবিত্রতায় রঞ্জিত হতে দেবে না। কিন্তু এটা তোমার যুক্তির শক্তির মাধ্যমে করা উচিত এবং বিশ্বাস দ্বারা কেবল প্রচেষ্টা এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ থাকতে পারবে।"

মিসেস চেন তারপর ব্যাখ্যা করেন যে বিশুদ্ধতার ধারণাটি প্রায়শই ভুলভাবে বোঝানো হয় এবং তার যুব নাতি-নাতনিদের নীচের তালিকা থেকে চিহ্নিত করতে বলে যেগুলো বিশুদ্ধতা বোঝায় এবং যেগুলো ভুলভাবে এর সাথে যুক্ত:

- অকৃত্রিম হওয়া
- আন্তরিক হওয়া
- সহজ সরল হওয়া
- কপটতা থেকে মুক্ত হওয়া
- পরিষ্কার মন থাকা
- পরিষ্কার শরীর থাকা
- বোকারূপে পরিগণিত হওয়া
- অহংকারবোধ থেকে মুক্ত হওয়া
- ধর্মান্ধ হওয়া
- সরলমনা হওয়া
- ছলনা থেকে মুক্ত হওয়া
- নিঃস্বার্থ হওয়া
- দুর্বলরূপে পরিগণিত হওয়া
- আবেগপ্রবণ হওয়া
- বুদ্ধিমান হওয়া
- সদয় হওয়া
- দাম্ভিক না হওয়া

যুবকরা নীচের উদ্ধৃতিগুলো মুখস্থ করে এবং তাদের দাদা-দাদির সাথে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে:

**“হে পরমাত্মার সন্তান! আমার প্রথম উপদেশ এইঃ এক পবিত্র, করুনা ঘন এবং উজ্জ্বল অন্তকরণের অধিকারী হও, যেন তুমি একটি প্রাচীন, অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পার।”**

**"মানুষের জীবনযাত্রায় প্রথমে পবিত্রতা, তারপরে সতেজতা, পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হতে হবে। প্রথমে স্রোতধারার তলদেশ পরিষ্কার করতে হবে, তারপরে সুমিষ্ট নদীর জলের প্রবাহকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"**

১। একজন কপটধর্মী হল সে, যে ন্যায়পরায়ণ না হয়েও সেটা হবার হওয়ার ভান করে, সবচেয়ে জঘন্য কোনটা? একজন ভন্ড হওয়া না সেই গুণাবলী না থাকা?

২। আমাদের উচিত চিন্তাধারা পরিষ্কার করা এবং সেক্ষেত্রে এমন কি কি অপবিত্রতা রয়েছে?

৩। এই পৃথিবীতে আসলে যার অন্তর খাঁটি সেই ব্যক্তি, না যে কপট ব্যক্তি সে বেশি সফলতা অর্জন করে?

তোমার দলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর:

১। পাঠটি কীভাবে বিশুদ্ধতার ধারণা সম্পর্কে সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

২। মিসেস চেন যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার কিছু বৈশিষ্ট্য কী? _____

_____

_____

_____

_____

৩। কীভাবে এই পাঠটি কিশোরদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ১৮

বিগত দুটি পরিচ্ছেদ আমরা সংক্ষেপে নৈতিক কাঠামো তৈরিতে ভাষার ভূমিকা বিবেচনা করেছি। আমাদের দুটি পাঠের পরীক্ষার একটি হচ্ছে *সরল পথে চলা* থেকে এবং অন্যটি *উৎকর্ষতার শিক্ষণ* থেকে, আমাদের দেখতে সাহায্য করেছে যে কীভাবে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়াদির দিক এবং ধারণার আলোচনা, ভাষার দক্ষতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নকশা (ডিজাইন) করা অনুশীলনের সাথে সমন্বয় করে, এর নিদর্শনগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে। নৈতিক পছন্দ শব্দের জন্য অনুকূল চিন্তাভাবনা এইভাবে ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যে একজন ব্যক্তির নৈতিক গঠন অনেকগুলো মিথস্ক্রিয়াকারী উপাদানের উপর নির্ভর করে। বিশেষ করে, এখানে আলোচনার অধীনে চিন্তার ধরনগুলোকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে আলাদা করা কঠিন। তরুণদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাস্তবতার অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তারা কিছু সংখ্যক পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন করবে তারপর গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে প্রবেশ করবে—এগুলোকে বিষয় হিসেবে শেখানোর প্রয়াসে নয় বরং তারা যে ধরনের যৌক্তিকতা তৈরি করে তা শক্তিশালী করার জন্য। কোর্সের এই বই থেকে উপশাখা হিসেবে সৃষ্ট যারা কয়েক বছরের বর্ধিত সময়ের জন্য কিশোরদের সাথে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে, এই পাঠ্যগুলো কিছু দীর্ঘ আলোচনা করা হবে। আপাতত, তোমাদের জন্য শুধু শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার এই শিক্ষা উপকরণটি সম্পর্কে সচেতন থাকাই যথেষ্ট যেখানে কিশোররা যুক্ত হবে।

## পরিচ্ছেদ ১৯

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিকাশ, অভিব্যক্তির সক্ষমতা বাড়ানো এবং একটি সঠিক নৈতিক কাঠামো তৈরি করা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রায়শই এমন মূল্যবোধের সাথে যুক্ত থাকে যা মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সাথে বিরোধিতা করে। ধারণাটি শুরু করার সময় সাধারণত যে চিত্রগুলো মনে আসে তা হল নিয়ন্ত্রণ, হেরফের, আধিপত্য, শাসন, শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরাধীনতা। তবে তোমার লক্ষ্য কিশোরদের একটি ভিন্ন ধরনের শক্তি আহরণ করতে সহায়তা করা। নৈতিক শক্তি উৎপন্ন হয় প্রেম, ন্যায়বিচার, জ্ঞান, বোঝাপড়া, প্রখর উপলব্ধি, সেবা এবং সর্বোপরি বিনম্রতা থেকে। প্রকৃতপক্ষে বিনম্রতা হল ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত যা আমরা এখানে বিবেচনা করছি। কারণ শুধু উচ্চতম রাজ্যের পক্ষ থেকে সাহায্যের মাধ্যমেই একটি ক্ষুদ্র মশা ঈগল হিসেবে, এক ফোঁটা জল নদী ও সমুদ্রে এবং একটি পরমাণু আলোকমালা ও সূর্যে পরিণত হতে পারে। বাহা'উল্লাহ এবং 'আব্দুল-বাহা'র দ্বারা অবতীর্ণ করা প্রার্থনার উদ্ধৃতাংশগুলোর ওপর অনুচিন্তন করে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য কিছু গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যাবলি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করি যাতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করে:

> **"তোমারই নিকট আমি প্রার্থনা করি, হে তুমি যিনি সমস্ত নামাবলীর প্রভু এবং পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ের অধিপতি, তোমারই নিকট যারা প্রিয় তারা প্রত্যেকে তোমারই দিবসগুলোতে তোমারি করুণার পেয়ালাস্বরূপ হয়ে উঠুক, যাতে তারা হৃদয়কে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। তোমারই সেবকদের ও তাদের ক্ষমতা দাও, হে আমার ঈশ্বর তোমারই অনুগ্রহের মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মতো, এবং বাতাসের মতো যা তোমারই স্নেহ-মমতার মাধ্যমে তোমারই সৃষ্ঠিকুলকে তাদের হৃদয়ের মাটিতে সবুজায়নে আচ্ছাদিত করে তুলতে পারে এবং এমন সব জিনিস বের করতে পারে যা তোমারই সমস্ত রাজত্বের উপর তাদের সুবাস ছড়াবে। যাতে প্রত্যেকে তোমার আধিপত্যের প্রত্যাদেশ পোশাকের সুগন্ধের মিষ্টি সুবাস উপলব্ধি করে।"**[৪১]

> **"হে আমার ঈশ্বর আমাদেরকে অধিকারী হতে দাও যাতে তোমারই সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমারই নিদর্শনগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এবং তোমারই রাজত্বের মাঝে তোমার ধর্মকে রক্ষা করতে সক্ষম হই।"**[৪২]

**"হে আমার ঈশ্বর আমাদেরকে সক্ষম করে তোল যাতে আমি তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারি যারা শুধু তোমারই জন্য তোমার আইন ও অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের চক্ষুকে তোমার মুখমণ্ডলের দিকে স্থির করে দাও।"[৪৩]**

**"হে আমার ঈশ্বর আমাদেরকে শক্তি দাও যাতে নিজেদেরকে পরিত্যাগ করতে এবং অবিচলভাবে তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি যিনি তোমারই স্বয়ং প্রকাশ, যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ ও মর্যাদাশীল।"[৪৪]**

**"আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি তোমারই নামাবলীর দিব্যবসন্ত এবং তোমারই গুণাবলীর উদয়-স্থান, আমাকে সক্ষম করে তোল যাতে আমি তোমারই সেবা করতে এবং তোমারই গুণাবলীর প্রশংসা করতে পারি তাই আদেশ কর।"[৪৫]**

**"আমাকে তোমার দাসীদের একজন হতে দাও যারা তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করেছে।"[৪৬]**

**"এই শিশুদের রক্ষা কর, তাদের শিক্ষিত হতে সাহায্য কর এবং বিশ্বের মানবজাতির সেবা করতে সক্ষম কর।"[৪৭]**

**"হে আমার প্রিয়তম, আমার উপর এমন কিছু বর্ষণ কর যার মাধ্যমে আমাকে তোমারই পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এবং যার ফলে অধিবাসীদের সন্দেহ যেন আমাকে তোমার দিকে ফিরে আসতে বাধা না দেয়।"[৪৮]**

**"তোমারই উপস্থিতিতে আমাকে সত্যের আসন পেতে সক্ষম করে তোল, আমাকে তোমারই করুণার একটি নিদর্শন হতে দাও এবং তোমারই সেবকদের মধ্যে এমন লোকদের সাথে আমাকে যুক্ত কর যাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৪৯]**

**"হে আমার ঈশ্বর, তুমি তোমারই সেবকদেরকে সাহায্য কর যেন তারা তোমার বাণীকে তুলে ধরতে পারে, এবং যা নিরর্থক এবং মিথ্যা তা খণ্ডন করতে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, পবিত্র শ্লোকগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে, উজ্জ্বলতা প্রকাশ করতে এবং ধার্মিকদের হৃদয়ে প্রাভাতিক আলোর উদয়স্থল করে তুলতে পারে।"[৫০]**

**"তাদেরকে তোমারই লোকদের মধ্যে নিজেদের আলাদা করতে সক্ষম কর, যাতে তারা তোমারই বাণীকে উচ্চারণ করতে পারে এবং তোমারই ধর্মকে প্রচার করতে পারে। হে আমার ঈশ্বর তাদের সাহায্য কর যাতে তারা তোমারই ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে পারে।"[৫১]**

## পরিচ্ছেদ ২০

আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকৃতির উপর আমাদের পরীক্ষা বাস্তবতাকে বোঝার জন্য অপরিহার্য; অভিব্যক্তির ক্ষমতা অন্বেষণ করা আমাদের উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক; ভাষা এবং নৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ বাছাই করার ক্ষেত্রে; এবং নৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার উপর আমাদের অনুচিন্তনে আমাদের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—আসুন আমরা এখন কিশোরদের দ্বারা অধ্যয়ন করা দুটি বইয়ের কিছু বিষয়াদি বিশদভাবে বিবেচনা করি। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদ আমরা *নিশ্চয়তার সমীরণ* এর পাঠ্যক্রমটি দেখব এবং পরিচ্ছেদ ২২ এবং ২৩-এ আমরা *বিশ্বাসের চেতনা* পাঠ্যক্রমটি পরীক্ষা করব। উভয়ই সাধারণত আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির প্রথম বছরে দলগুলোর দ্বারা অধ্যয়নের জন্য নেওয়া পাঠ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে।

বাহা'ই-অনুপ্রাণিত পাঠ্যক্রম *নিশ্চয়তার সমীরণ* এ মুসোন্ডার গল্প বলা হয়েছে, একজন অল্পবয়সী মেয়ে যে সবেমাত্র ১৩ বছরে পদার্পণ করেছে এবং স্কুল ছুঠিকালীন সময়ে তার বড় খুরতোতো ভাই রোজ তাদের দেখতে এসেছে। মুসোন্ডার ভাই গডউইন এবং তার বন্ধু চিশিম্বার সাথে একসাথে মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। কিছু সংখ্যক ধারণা আছে এই বইটির সাথে সম্পর্কিত যা তোমার দলের তোমাকে অন্বেষণ

করতে হবে। তবে, তোমাকে অনুশীলনী সম্পন্ন করার জন্য এটাকে প্রথমে একবার এবং তারপরে আরও একবার যত্নের সাথে পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। তুমি এটা করার পরে নিম্নলিখিত পর্যালোচনার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে।

তোমার কোন সন্দেহ নেই যেখানে এমনটি লক্ষ্য করেছ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে যে বিষয় "নিশ্চয়তাকরণ" হয়। নিচে বইয়ের সেই অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে যা বিষয়টিকে সম্বোধন করা হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বা কর্মক্ষেত্রে ঐশ্বরিক নিশ্চয়তাকরণ প্রদর্শন করে এমন ঘটনাগুলোর মাধ্যমে। অনুচ্ছেদগুলোর প্রতিটি পাঠের একটি থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো বইটিতে প্রদর্শিত অনুক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত স্থানগুলোতে বর্ণনা কর যে কীভাবে নিশ্চয়তাকরণের ধারণাটি প্রতিটিতে ব্যবহার করা হয় এবং কীভাবে তুমি মনে কর যে তারা পাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটা সম্পর্কে কিশোরদের উপলব্ধির বিকাশ ঘটাবে।

মুসোন্ডা ব্যাখ্যা করে বলে, "আমি সেবা সম্পর্কে চিন্তা করি। আমি এমন কিছু করতে চাই যা অন্য লোকেদের সাহায্য করতে পারে। আমি একজন নার্স হতে চাই, কিন্তু আমাকে তো কঠোরভাবে পড়াশোনা করতে হবে। এতে খরচও হবে এবং আমি মনে করি না যে আমার বাবা-মায়ের যথেষ্ট অর্থ আছে আমাদের পড়ালেখার খরচ যোগাতে।" .

রোজ বলে "হ্যাঁ, মুসোন্ডা তবে তুমি চেষ্টা করতে পার। একটি শব্দ 'নিশ্চয়তাকরণ' যা আমি কয়েক সপ্তাহ আগে আমার একটি ক্লাসে শিখেছি। আমার শিক্ষক বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদের নিশ্চিত করেন এবং আমরা যা করি তাতে আমাদের সাহায্য করেন। আমি এখন এই শব্দগুলোকে খুব পছন্দ করি। আমি নিশ্চিত তুমি যদি একজন নার্স হওয়ার জন্য তোমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপন কর তা হলো তুমি ঈশ্বরের নিশ্চয়তাকরণ পাবে।"

_____

_____

_____

_____

_____

পরে সেই রাতে যখন মেয়েরা বিছানায় ঘুমাতে যায় তখন মুসোন্ডা ফিসফিস করে রোজকে বলে, "রোজ, তুমি 'নিশ্চয়তাকরণ' শব্দটি বলেছ। এর মানে কি এই যে আমি যদি আমার স্কুলের কাজে যথাসাধ্য ভাল ফলাফল করতে পারি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের টাকা পাঠাবেন যাতে আমি নার্সিং-এ পড়ালেখা করতে পারি?"

রোজ এপাশ-ওপাশ করে মুসোন্ডার দিকে তাকায় এবং উত্তর দিয়ে বলে। "ঠিক আছে, তবে সেভাবে নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি জানি না। আমাদের কিছু চেষ্টা করতে হবে এবং দেখতে হবে সুযোগের কোন দরজাগুলো খোলা আছে। কিন্তু আমি জানি যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে প্রতিভা দিয়েছেন। আমাদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের প্রতিভা কী এবং তারপর শিখতে হবে কীভাবে ওইসবের ব্যবহার করতে হবে।"

_____

_____

_____

গডউইনের একজন সহপাঠী এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যার নাম চিশিম্বা। সে প্রায়ই মুলেঙ্গার সাথে দেখা করতে আসে এবং আজ রাতে সে নৈশভোজের জন্য অবস্থান করছে। টেবিলে কথোপকথনে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসোন্ডা নিশ্চয়তাকরণের বিষয়টি আনতে চায় এবং সে অধৈর্য। অবশেষে, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকে। মুসোন্ডা বলে, "রোজ এবং আমি নিশ্চয়তাকরণের বিষয়ে কথা বলছি।"

গডউইন তার গলা পরিষ্কার করে বলে "সেখানে তো আমার ছোট বোনও যায়"। কিন্তু তার বিস্ময় দেখে, চিশিম্বা তাতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

সে মুসোন্ডাকে জিজ্ঞেস করে, "শব্দটি দ্বারা তুমি আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছ?"

মুসোন্ডাও অবাক হয়ে রোজের দিকে তাকায় এবং আশা করে যে সে উত্তর দেবে।

রোজ বলে, "নিশ্চয়তাকরণ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের নিশ্চিত করেন এবং আমরা যা করি তাতে আমাদের সাহায্য করেন।"

চিসিম্বা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিল এবং কিছুই বলে না। তার চোখে মুখে ছিল বিষাদের চাপ। সে ধীরে ধীরে বলা শুরু করে, যেহেতু "কয়েক মাস আগে আমার বাবা তার চাকরি হারিয়েছে। তিনি সৎ এবং দায়িত্বশীল এবং সবাই এটা জানে। আঠারো বছর ধরে তিনি একটি কোম্পানিতে গার্ড হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তারপরেও হঠাৎ করে কোম্পানি তাকে বরখাস্ত করে। যদি তাকে আরও দুই বছর তারা ধরে রাখত তাহলে কোম্পানিকে তার পেনশন দিতে হতো। আমার মনে হচ্ছে আমি পরের বছর স্কুলে যেতে পারব না। কারণ আমার রুম ভাড়া এবং খাবারের জন্য আমি টাকা দিতে পারব না। আমি ভাবি কেন ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেন না।"

এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় সবাই মিঃ মুলেঙ্গার দিকে তাকায়।

মিঃ মুলেঙ্গা হেসে বলে, "যখন আমরা চেষ্টা করি তখন ঈশ্বর আমাদের নিশ্চিত করেন তার মানে এই নয় যে জীবন সহজ। তোমার জীবন দুঃখকষ্ট দ্বারা ভরে যাবে এবং দুর্ভাগ্যবশত ওইসবের অনেকগুলো অন্যায়ের কারণে ঘটবে। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং যদিও কিছু সময়ের জন্য তোমার ইচ্ছামতো নাও হতে পারে। তবে তুমি ঈশ্বরের নিশ্চয়তাকরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তিনি তোমার প্রতি যে অন্যায় তা দূর করার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করেন।" তিনি চিশিম্বার দিকে ফিরে বলেন, "তোমার পরিবার একতাবদ্ধ এবং পরিশ্রমী। তাই আমার হৃদয় আমাকে বলে যে তোমার জন্য সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমার পড়াশোনা তুমি শেষ করতে পারবে এর জন্য আমার কথাই যেন সাক্ষী হয়ে থাকে।"

পরের সোমবার দুই মেয়ে মিসেস ফিরির সাথে ক্লিনিকে যায়। সেখানে যখন মায়েদের ক্লাস শুরু করার সময় হয় তখন মুসোন্ডা এবং রোজ বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে যায় এবং একটি গাছের ছায়ার নিচে বসে তাদের সাথে খেলাধুলা ও দেখাশুনা করে। তারা গান গায় এবং একসাথে খেলাধুলা করে এবং রোজ তাদের একটি গল্প বলে। গল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিতে আসে এবং সবাই বেশ খুশি। মিসেস ফিরি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা খুশি হন এবং মেয়েদের পরের সপ্তাহে ফিরে আসতে বলেন।

বাড়ি ফেরার পথে মুসোন্ডাকে খুবই চিন্তাযুক্ত দেখাচ্ছিল। অবশেষে সে নীরবতা ভঙ্গ করে এবং রোজকে বলে, "তুমি কি মনে কর যে আজকে যা ঘটেছে তা 'নিশ্চয়তাকরণ'-এর সাথে কি কোন সংযুক্তি আছে? তুমি একজন শিক্ষক হতে চাও এবং আমি একজন নার্স হতে চাই। এখানে আমরা একটি ক্লিনিকে শিক্ষকতা করছি এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার কাজটিও করেছি।"

রোজ তার সাথে থাকাকালীন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দুইজন একে অপরের সাথে অনেক বিষয়ে কথা বলেছে এবং মুসোন্ডার মাথা যেন ধারনাতে ভরে গেছে। তাই একদিন সকালে সে তার প্রিয় জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাথরের উপর শুয়ে থাকা অবস্থায় সে ক্লিনিকে সেই দিনের কথা মনে করে। সে নিজেকে মনে করিয়ে দেয় "উপযোগী কিছু করাই ভাল ছিল"। তার মনে পড়ে তার বাবা প্রায়ই কি বলতেন, কোনো গাছকে অবশ্যই ফল প্রদান করতে হবে। তারপর সে ভাবছে, "আমি কীভাবে নিশ্চিত করব যে আমার জীবনে ভাল ফল পাওয়া যায়?" সে অবিলম্বে "নিশ্চয়তাকরণ" শব্দটি মনে মনে স্মরণ করে।

ঠিক তখনই দমকা হাওয়া বইছে। যার ফলে বাতাসে কিছু পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পাতার মধ্যে মুসোন্ডা একটি ছোট হলুদ পাখি দেখতে পায়। বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে পাতাগুলো সব জলে পড়ে যায়। কিন্তু পাখিটি উড়তে থাকে। পাখিটিকে দেখার সাথে সাথে তার মাথায় একটি চিন্তা আসে। বাতাস ছোট্ট পাখিটিকে ধাক্কা দিয়েছিল কিন্তু এটা এখন আরও উঁচুতে উড়ছে। নিশ্চয়তাকরণের অর্থ হয়ত এটাই। পাখিটি ওড়ার চেষ্টা করেছিল এবং বাতাস তাকে সাহায্য করেছিল।

মুসোন্ডা জিজ্ঞেস করে "গডউইন, তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো? তুমি কি হতে চাও?"

ঠিক সেই সময়ে গডউইন সাইকেল মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে উত্তর দেয় "আমি জানি না। তবে আমি অর্থ উপার্জন করতে চাই। আমার মা-বাবাকে আমি সাহায্য করতে চাই এবং একদিন আমার পরিবারকে নিজেই গড়ে তুলতে চাই"।

মুসোন্ডাকে জিজ্ঞেস করে "কিন্তু তুমি কি কখনও তোমার প্রতিভা সম্পর্কে চিন্তা করেছ এবং কীভাবে তুমি ওইসবের ব্যবহার করতে পার? রোজ এবং আমি এই বিষয়ে অনেক কথা বলছি।"

"আমি জানি, আমি জানি," তখন সে হাতে একটি রেঞ্চ তুলতে গিয়ে বলে, "এবং তুমি সবসময় 'নিশ্চয়তাকরণ' সম্পর্কে কথা বল 'যখন আমরা চেষ্টা করি তখন ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেন'।"

"কিন্তু এটাই সত্যি গডউইন।" তারপর সে তাকে হলুদ পাখি এবং বাতাসের মধ্যে পাতার উড়ে যাওয়ার গল্প বলে। ক্লিনিকে বাচ্চাদের সাথে সে এবং রোজ যে কাজ করছে সে সম্পর্কেও সে তাকে বলে।

ঠিক তখনই চিশিম্বা আসে এবং প্রশ্ন করে সে বলে "হ্যালো, সাইকেলটার এখন কি অবস্থা? তুমি কি সমস্যা নির্ণয় করতে পেরেছ?"

গডউইন উত্তর দেয় যখন সে একটি বোল্ট শক্ত করে আটকাচ্ছিল "সমস্যাটি গিয়ারে ছিল। আমি এখনও এটা মেরামতের জন্য কাজ করছি"।

চিশিম্বা বলে, "আমি জানতাম তুমি এটা ঠিক করতে পারবে!" তারপর মুসোন্ডার দিকে তাকায়। "তুমি কি জানো তোমার ভাই একজন মেকানিক?"

রোজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কথোপকথনের কিছু অংশ শোনে। সে বলে, "গডউইন, এটা তোমার প্রতিভাগুলোর মধ্যে একটি! তুমি সাইকেল মেরামত করতে পারদর্শী। তুমি একজন ভাল মেকানিক হতে পারবে!"

গডউইন বলে, "আমি একটি সাইকেল ঠিক করতে পারি বলেই এর মানে এই নয় যে আমি একজন মেকানিক। আমার আরো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে।"

বাকি তিনজন মুচকি হেসে বলে, "সুতরাং চেষ্টা করো!" তখন সবাই হাসে এমনকি গডউইন নিজেও।

চিশিম্বা তার কণ্ঠে উত্তেজনা নিয়ে বলে "গডউইন, তুমি বাজারের কাছের দোকানের মিস্ত্রি মিঃ চিয়েসুর সাথে কথা বলছো না কেন? হয়ত সে তোমাকে শিখিয়ে দেবে"।

রোজ যোগ করে বলে "হ্যাঁ, এটা প্রশিক্ষণ শুরু করার একটি উপায় হতে পারে"।

গডউইনকে জিজ্ঞেস করে, "আমি কি শুধু গিয়ে তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি না? যদিও আমি তাকে চিনি না।"

চিশিম্বা বলে, "আমি তাকে চিনি। আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। আমরা আগামীকাল একসাথে উনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি"।

পরে, যখন তারা দুজন একা থাকে রোজ তখন মুসোন্ডাকে বলে, "কাল গডউইন নিশ্চয়তাকরণের অর্থ বুঝতে পারবে।" এমন ভাবনাতে তারা হাসে কিন্তু ছেলেদের কিছুই বলবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

মিঃ চিয়েসু একজন খাট বয়স্ক লোক তখন তার দোকানের বাইরে তিনি বসে আছেন। তিনি একটি ছোট ইঞ্জিনের অংশ পরিষ্কার করছেন এবং কাজ করার সময় গুনগুন করে একটি সুরের গান গাইছে। চিশিম্বাকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তারা পরস্পরের সাথে সাথে হাত মেলায়।

গডউইনের সাথে চিশিম্বা পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ব্যাখ্যা করে যে সে যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারদর্শী। গডউইন যদিও নার্ভাস কিন্তু সে কথা বলার সাহস খুঁজে পায়। সে তার গলা পরিষ্কার করে বলে, "মিস্টার চিয়েসু, আমি একজন মেকানিক হতে আগ্রহী। তাই আমি ভাবছিলাম হয়ত তোমার দোকানে আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে এবং তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।"

মিঃ চিয়েসু উত্তর দেন "ঠিক আছে, তোমার সাহায্য করার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে মজুরি দেওয়ার মতো টাকা আমার কাছে নেই।"

গডউইন বলল "এটা কোনো ব্যাপার না, আমি শুধু শিখতে চাই। তাহলে আমি কখন থেকে শুরু করতে পারি?"

মিঃ চিয়েসু উত্তর দেয় "এখন এর চেয়ে ভালো সময় আর নেই। তুমি কি আজ সকালে থাকতে পারবে? এই ইঞ্জিনের অংশগুলোতে তেল দিতে হবে এবং তারপরে আমাদের ইঞ্জিনটিকে আবার একসাথে যুক্ত করে রাখতে হবে।"

গডউইন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে "এখন? আমি এখনই কাজ শুরু করতে পারি?"

মিস্টার চিয়েসু হেসেই বলেন "অবশ্যই! তোমার জামার হাতা গুটিয়ে নাও এবং কাজ শুরু কর!"

গডউইন সাগ্রহে তার নতুন কাজ শুরু করে। কয়েক মিনিট পর চিশিম্বা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং সে মিঃ চিয়েসুকে বিদায় জানান। যাওয়ার আগে সে ঝুঁকে পড়ে এবং গডউইনের কানে কানে "নিশ্চয়তাকরণ" শব্দটি ফিসফিস করে বলে।

বাড়ি ফেরার পথে, চিশিম্বা ক্লিনিকের পাশ দিয়ে যায় এবং দেখে যে রোজ এবং মুসোন্ডা বাচ্চাদের সাথে নিয়ে তাদের সাহায্য করছে। তখন উভয়েই কৌতূহলী হয়ে জানতে চায় কি হয়েছে খবর সম্পর্কে। "কেমন যাচ্ছে?" এসব বিষয়াদি তারা জানেত চাইল।

চিশিম্বা উত্তর দিয়ে বলে "গডউইন একটি যে প্রচেষ্টা করেছিল এবং সেটি কাজ করেছিল। সে এখন সেখানে আছে। আমার মনে হয় মিস্টার চিয়েসু তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন"।

একদিন সকালে চিশিম্বা তার মায়ের জন্য মাছ কিনতে বাজারে যাচ্ছে। তখন স্কুলের খরচের জন্য কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সে কয়েকদিন ধরে ভাবছিল। সে বিক্রি করার জন্য ফসল ফলানোর কথা ভেবেছিল, কিন্তু আবাদের মৌসুম তো শেষ। রাস্তার ধারে কাঠকয়লা বিক্রির কথা চিন্তা করলেও অনেকে এ কাজ করছেন। সে রোজের কথাটি মনে রেখেছে "এমন কিছু করার চেষ্টা কর যা অন্য কেউ করছে না"।

মাছ কিনতে যখন সে মিসেস মুসোলের দোকানে পৌঁছল তখন সে জানতে পারেন যে তিনি সেখানে নেই। পাশের দোকানে থাকা মহিলাটি বলে "তিনি মাছ আনতে শহরে গিয়েছেন। সে সপ্তাহে শহরে দুবার যায় মাছ আনতে।" চিশিম্বা জানে যে মিঃ চিয়েসুও মাঝে মাঝে গাড়ির যন্ত্রাংশ কিনতে শহরে যান।

এটা তাকে একটি ধারণা দেয়। সে মনে মনে ভাবে, "হয়ত আমি লোকেদের পক্ষ হয়ে শহরে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিতে পারি এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে সরবরাহ করতে পারি। তখন তাদের শহরে থাকতে এবং যাতায়াত করতে অর্থের কোনো অপচয় হবে না।"

সেই রাতে বাড়িতে চিশিম্বা তার বাবা-মায়ের সাথে এ বিষয়টি পরামর্শ করে এবং তাদের ধারণাটি পছন্দ হয়। তাই পরের দিন সে বাজারে ফিরে আসে এবং মিসেস মুসোলে এবং মিস্টার চিয়েসুর সাথে কথা বলে। "যদি তোমরা উভয়েই বাস ভাড়ার জন্য যে টাকা খরচ করতেন তা আমাকে প্রদান করেন তাহলে আমি সেই অর্থের অর্ধেকটা আমি শহরে গিয়ে আপনাদের যা প্রয়োজন তা আনতে ব্যবহার করতাম আর বাকি অর্ধেকটা আমি স্কুলের পড়ালেখার জন্য সঞ্চয় করতে পারতাম।" তারা সম্মত হন যে এটা একটি প্রচেষ্টা করার ফলাফল এবং তাকে দুই দিনের মধ্যে ফিরে আসতে বলল কাজ শুরু করতে। মিঃ চিয়েসু বলেন, "যদি এই ধারণাটি ভাল কাজ করে তাহলে তুমি নিজের জন্য একটি চাকরি নিজেই খুঁজে পেয়েছ!"

চিশিম্বা তার মা-বাবাকে সুসংবাদ জানাতে বাড়ি ফেরার পথে গডউইন এবং তার পরিবারের সাথে দেখা করতে থামেন। সে তাদের সাথে তার পরিকল্পনা ভাগাভাগি করতে আগ্রহী। তার গল্প শোনার পর মিসেস মুলেঙ্গা আরও কিছু সুখবর দেন চিশিম্বাকে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে মিঃ মুলেঙ্গাকে আগের দিন কাবওয়েতে যেতে হয়েছিল এবং তার খুড়তোতো ভাইয়ের সাথে কথা বলেছিল। তিনি বলেছিলেন যে স্কুল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে চিশিম্বাকে তার পরিবারসহ থাকার জন্য ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছিল। সে বলে, "খাবার এবং থাকার জায়গার বিনিময়ে সে তাদের জমিতে সাহায্য করতে পারে।"

চিশিম্বা বলে "ওটা তো বেশ দারুণ! ধন্যবাদ, মিসেস মুলেঙ্গা।"

মিঃ মুলেঙ্গা বলেছেন, "চিশিম্বা, মনে হচ্ছে তুমি শীঘ্রই কিছু অর্থ উপার্জন করবে। তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে তুমি এটা স্কুলের খরচের জন্য সঞ্চয় করবে, যদিও কখনও কখনও এটা কঠিন মনে হতে পারে। এটা ব্যয় করতে কখনো প্রলুব্ধ হবে না অন্য কোনো ছোট ছোট জিনিসের জন্য।"

চিশিম্বা উত্তর দেয়, "চিন্তা করবেন না, মিস্টার মুলেঙ্গা" তখন তার মুখ যেন হাসিতে উজ্জ্বল। "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি সেই সঞ্চয়ে হাত দেব না।" যখন সে বিদায় নেবে এবং চলে যাবার জন্য ঘুরবে, তখন সে রোজ এবং মুসোন্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, "সফলতার দরজাগুলো যেন খুলে যাচ্ছে!"

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

স্কুলের ছুটি শেষ হয়ে আসছে। এখন রোজের বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার স্কুল শুরু করার সময় হয়েছে। যখন সে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন সে এবং মুসোন্ডা কথা বলছিল।

মুসোন্ডা বলে, "আমি চাই যেন তোমাকে যেতে না হয়"।

রোজ বলে, "আমিও সেটি চাই। এটা সত্যিই একটি বিস্ময়কর ছুটির দিন ছিল। যা ঘটেছে আমি সব বিশ্বাস করতে পারছি না।"

মুসোন্ডা বলে, "হ্যাঁ, গডউইনের দিকে তাকিয়ে বলে সে তার কাজটি এতটাই পছন্দ করেছিল যে এখন সে স্কুল শেষ করার পরে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলছে। এবং চিশিম্বার ধারণাটি সত্যিই ভাল কাজ করেছে। সে এত বেশি গ্রাহকের সাথে কাজ করেছেন যে তাকে প্রায় প্রতিদিনই শহরে যেতে হচ্ছে।"

রোজ বলে, "আমাদের দিকে তাকাও এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করা তো একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আরও বেশি নিশ্চিত যে আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। আমার গ্রাম পরিষদ বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য সাপ্তাহিক ক্লাসের ব্যবস্থা করে এবং প্রায় সব শিশুই সেই ক্লাসে যায়। এই বছর আমি প্রস্তাব করার পরিকল্পনা করছি একটা ক্লাসের শেখানোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।"

মুসোন্ডা বলছে, "এবং আমি ক্লিনিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। স্কুলের কারণে আমি হয়ত আর সোমবার যেতে পারব না, তবে হয়ত আমি কিছু দিন বিকেলে সাহায্য করতে পারি। রোজ তুমি জান যে প্রথম দিন আমরা 'নিশ্চয়তাকরণ' সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কতটা উপলব্ধির বিষয় ছিল। এটা আমাদের জীবনকে বদলে দেবে।"

রোজ সম্মত হয়ে বলে "এটা সত্য যে আমরা সবাই কতটা পরিবর্তিত হয়েছি তা দেখ। কারণ আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং নিশ্চয়তাকরণের আশা করা সম্পর্কে শিখেছি।"

বাড়ি ফেরার পথে, মুসোন্ডা জিজ্ঞেস করে সে নদীর ধারে যেতে পারবে কিনা। সে তার বিশেষ জায়গায় দৌড়ে গিয়ে পাথরের উপর উঠে এবং সেটির ওপরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে স্কুল ছুটির কথা ভাবে এবং ভাবছে আগামী বছর কী নিয়ে আসবে। এটা একটি বাতাস বয়ে চলার দিন ছিল এবং সে হলুদ পাখির কথা মনে করে। সে নিজেকে ফিসফিস করে বলে,"আমি যা কিছুই প্রচেষ্টা করি ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবে।" সে চলে যাওয়ার জন্য উঠলে বাতাস তার পিঠের বিপরীতে প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু তবুও তাকে শক্তি দেয় উঠে দাঁড়াতে।

## পরিচ্ছেদ ২১

সাধারণভাবে, এই ক্ষেত্রে বইগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে ভালোভাবে পরিচিত হওয়া চাই, যেখানে *নিশ্চয়তার সমীরণ* এবং তারা কীভাবে তাদের লক্ষ্যগুলো সম্পাদন করার প্রচেষ্টা করে সে সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা জরুরি, এসবই তোমাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি কিশোরদের দলের জন্য অ্যানিমেটর হিসেবে তোমার দায়িত্বগুলো গ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে। উপরন্তু, বইগুলো অধ্যয়ন করতে এবং সেগুলোতে সম্বোধন করা প্রধান ধারণাগুলো উপলব্ধি করার জন্য তুমি দলটিকে সহায়তা করার জন্য যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করবে সেগুলো তোমাকে অনুচিন্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তোমার প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সক্ষমতা অবশ্যই তোমার অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করবে। তবে নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো বিশেষত *নিশ্চয়তার সমীরণ* এর সাথে সম্পর্কিত সেটি তোমাকে এই বিষয়ে অনেক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে:

১। বইয়ের পাঠগুলোতে বাক্যের গঠন এবং প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্তরের সরলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। যাই হোক, যেখানে কঠিন শব্দ এবং বাক্যাংশ সহজেই নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাঠগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং অনুশীলন সম্পন্ন করার মাধ্যমে এই জাতীয় শব্দগুলোর অর্থ খুঁজে বের করা হয়। এইভাবে একটি সমৃদ্ধ শব্দভান্ডারের জোগান দেওয়ার মাধ্যমে গল্পটিকে শিশুসুলভ এবং অগভীর মাত্রায় পরিণত হওয়ার প্রবণতা এড়ানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, অন্যায় একটি জটিল ধারণা যদিও শব্দটি প্রায়ই দৈনন্দিন বক্তৃতায় ব্যবহৃত হয়। যে প্রেক্ষাপটে এটা পাঠ ৬-এ প্রবর্তিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অনুশীলনগুলো কিশোরদের ধারণাটি কিছুটা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। তুমি কি বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম দিকে তরুণদের জন্য এই পদ্ধতিটিকে কার্যকর বলে মনে কর বা তুমি কি মনে কর যে তাদের জন্য "কঠিন" শব্দগুলো সংজ্ঞায়িত করা তোমার জন্য প্রয়োজনীয়?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

২। এই বইয়ের পাঠগুলো আনন্দের এবং চিন্তাশীল অনুচিন্তনের পরিবেশে একটি উজ্জ্বল গতিতে অধ্যয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। ধারণা করা হয় কিশোররা গল্পটি পড়বে এবং অনুশীলন করবে, যা তাদের ভাষার দক্ষতা বিকাশের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং শব্দ ও ধারণা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধিকে জোরদার করার জন্য দ্রুতগতিতে কিন্তু প্রয়োজনীয় যত্ন সহকারে সম্পন্ন করা। তুমি যদি প্রতিটি পাঠের অভিপ্রেত লক্ষ্যের চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করার চেষ্টা কর এবং এটার তৈরি করা প্রতিটি বিষয়কে (পয়েন্টকে) বিবেচিত কর তবে কী হবে?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৩। কিশোরদের মনোযোগের সময় কম নয় যেমনটি প্রায়শই অনুমান করা হয়। জীবনের সহজ জিনিসগুলো উপভোগ করার সক্ষমতা বজায় রাখার সাথে সাথে, তারা এমন ধারণাগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয় যা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। দলের পরিবেশ যদি এক আস্থা ও সমর্থনমুক্ত হয় তাহলে প্রতিযোগিতার কারণে তৈরি হওয়া টানাপোড়ন ও চাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পূর্বনির্ধারিত ফলাফলগুলো পূরণ কর—*নিশ্চয়তার সমীরণ* পাঠের অধ্যয়ন

কিশোরদের চাহিদা এবং সক্ষমতার জন্য উপযুক্ত স্তরে আলোচনা এবং অনুচিন্তনের জন্ম দেবে। কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি করতে তুমি কী পদক্ষেপ নিতে পার?

৪। বইটির অধ্যয়ন "বাড়ীর কাজ (হোমওয়ার্ক)" কল্পনা করে না। দলের সভায় অনুশীলন সম্পন্ন করতে হবে এবং অ্যানিমেটরের সাহায্যে আলোচনা করতে হবে। বাড়িতে অনুশীলন সম্পূর্ণ করার জন্য কিশোরদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করে লাভ কী?

৫। এই বইয়ের বেশিরভাগ পাঠের মধ্যে এমন একটি কার্যকলাপ রয়েছে যেখানে কিশোরদের কিছু বাক্য লিখতে বলা হয়, যেখানে তারা যে গল্পটি সবেমাত্র অধ্যয়ন করেছে বা একটি নির্দিষ্ট ধারণা এবং তাদের জীবনে এর প্রয়োগ সম্পর্কে। তুমি কীভাবে কিশোরদের এই ধরনের কার্যকলাপ পরিচালনা করতে সাহায্য করবে অথবা তাদের নিজেদেরকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখতে সাহায্য করবে?

৬। বইটির প্রতিটি পাঠ ২, ৫, ৯, ১০, ১৩ এবং ১৪ লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ হয় যা জুনিয়র যুবকদের মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এই শেষ কার্যকলাপটি পাঠে প্রদত্ত ধারণাগুলিকে কীভাবে শক্তিশালী করে তা পরীক্ষা করার জন্য তোমরা এইগুলির মধ্যে একটি বা দুটি উল্লেখ করতে সহায়ক হতে পার।

৭। মূল বিষয় ছাড়াও বইটি অনেক নৈতিক ধারণাকে স্পর্শ করে এবং প্রশংসনীয় গুণাবলি এবং মনোভাবকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ রোজ বাসে যাতায়াতকালীন সময় একটি শিশুর সাথে তার খাবার ভাগ করে নেয়। গডউইন এবং চিশিম্বা একজন মহিলাকে জ্বালানি কাঠ বহন করে সরবরাহে সাহায্য করছে। রোজ এবং মুসোন্ডা বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন যখন তাদের মায়েরা ক্লিনিকে পুষ্টি বিষয়ক ক্লাসে যোগ দিচ্ছেন। ফুটবল খেলাটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ইভেন্ট যেখানে "জয়" সর্বাধিক উদ্দেশ্য নয়। এই পয়েন্টগুলোতে কতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত? তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করা এবং বিস্তারিত বিবেচনা করা উচিত? অথবা আলোচনার সময় তাদের স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়াই কি যথেষ্ট?

৮। গল্পটি আফ্রিকার একটি গ্রামের ঘটনার আলোকে রচিত হয়। কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে তৈরি করা বইগুলো বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বাস্তবতাকে চিত্রিত করে। এই কর্মসূচির সমৃদ্ধির জন্য যে কোনো কেউ পরামর্শ যোগ করতে পারে যে "প্রতিটি দেশের তরুণদের বাস্তবতার সাথে বইগুলোকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার" প্রয়োজন আছে, উদাহরণস্বরূপ, গল্পের চরিত্রগুলোর নাম পরিবর্তন করে। তবুও মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া অন্য সংস্কৃতির বই পড়েছে, সেগুলো উপভোগ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে শিখেছে। তারা অবশ্য এ সবকিছু সচেতনভাবেই করেছে। তুমি কীভাবে কিশোরদের কর্মসূচির এই মাত্রা সম্পর্কে সচেতন করবে? শিশু এবং যুবকেরা শুধু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে লেখা শিক্ষা উপকরণ থেকে শেখে এমন কিছুর বিশ্বাস সম্পর্কে তোমার চিন্তাভাবনা কী?

## পরিচ্ছেদ ২২

*বিশ্বাসের চেতনা* যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, বেশ কয়েকটি পাঠ্যের মধ্যে একটি যা বাহা'ই শিশুদের ক্লাসের ধারাবাহিকতার জন্য বিষয়বস্তু সরবরাহ করে এবং যেখানে ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি পর্যায় যখন একজন ব্যক্তি দার্শনিক বিষয়ের প্রশ্নগুলো অন্বেষণে অত্যন্ত আগ্রহী হয়। বিশেষ করে চরিত্র যা মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। *বিশ্বাসের চেতনা* পাঠ্যটি শুরু হয় এমন

কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, "মানুষ হওয়ার অর্থ কী?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বইটির বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কিত ধারণাগুলোর একটি সিরিজকে পরীক্ষা করে: মানুষের আভিজাত্য; মানুষের উচ্চতর এবং নিম্নতর স্বভাব; মন্দের অস্তিত্বহীনতা; স্বাধীন ইচ্ছা, ইচ্ছা এবং ভাগ্যের প্রকৃতি; বুদ্ধির শক্তি; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান; শারীরিক বিবর্তন; মানুষের আত্মা এবং অবশেষে বিশ্বাসের চেতনা।

*নিশ্চয়তার সমীরণ* এর ক্ষেত্রে যেমন ছিল তোমাকে বইটি একবার পড়তে হবে এবং তারপরে এটাকে আরও মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এরপর "অনুচিন্তন" হিসেবে উল্লেখ করা পরিচ্ছেদগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এটা করার পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বইটি কীভাবে তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারণ করেছে তা বিশ্লেষণ করা উচিত:

১। বাহা'উল্লাহর লেখনী থেকে বেশ কিছু অনুচ্ছেদ পাঠে উদ্ধৃত করা হয়েছে যাতে এমন চিত্র রয়েছে সেটি দ্বারা কিশোরদের নিকট তাদের আসল পরিচয় সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করে। প্রতিটি ভাবমূর্তি এই সংযোগে কি ধরনের অন্তর্দৃষ্টির জোগান দেয়? পাঠের প্রতিটি অনুচিন্তন কীভাবে এই বিষয় সম্পর্কে তাদের উপলব্ধিকে শক্তিশালী করে?_____

_____

_____

_____

_____

২। কীভাবে কিশোরদের পাঠ-২ এর প্রথম অংশ থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং মানুষের আভিজাত্যের উপলব্ধি অর্জন করে?

_____

_____

_____

_____

৩। কীভাবে সেই পাঠের প্রথম অনুচিন্তন তাদের জীবনে আভিজাত্যের ধারণার প্রয়োগকে দেখতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

_____

৪। পাঠের পরবর্তী অংশে তারা সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে যার কারণে মানুষ নিজেদের অপমানিত করে। এটার মানে কি বুঝায়? _____

_____

_____

_____

৫। মানুষের উচ্চতর এবং নিম্নতর প্রকৃতির এই সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন থেকে একজন কিশোর কী বোঝার আশা করে? _____

_____

_____

_____

৬। পাঠের দ্বিতীয় প্রতিফল অনুচিন্তনের মাধ্যমে কিশোররা তাদের উচ্চ প্রকৃতির বিকাশ সম্পর্কে কী শিখে? _____

_____

_____

_____

৭। কীভাবে অনুধাবন করা যায় যে মানুষের নিম্নতর প্রকৃতি মন্দ নয় এসব ধারণা যখন কিশোরদের প্রতিবার ভুল করার সময় অপরাধবোধ এড়াতে সাহায্য করে? বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির গভীরে যেতে সাহায্য করার জন্য কোন উদাহরণটি ব্যবহার করা হয়? _____

_____

_____

_____

৮। পাঠ-২ এর শেষের অংশ বিশেষ করে চূড়ান্ত দুটি অনুচিন্তন নিম্নতর প্রকৃতির নির্দেশগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কে কী ধরনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে? _____

_____

_____

_____

৯। পাঠ-৩ এর ইচ্ছার ধারণাটি কীভাবে বিবেচনা করা হয়েছে? তুমি কি পাঠের শুরুতে বর্ণিত পরিস্থিতি তরুণদের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে মনে কর? _____

_____

_____

_____

১০। কিশোররা তাদের উচ্চতর প্রকৃতির বিকাশে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকার বিষয়ে পাঠ-৩-এ কী শিখবে? _____

_____

_____

_____

১১। তাদের জীবনের কোন ক্ষেত্রে কিশোররা বুঝতে পারে যে তারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারে? কেন তাদের স্বাধীন ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা জানা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? _____

_____

_____

_____

১২। পাঠের দ্বিতীয় অনুচিন্তন থেকে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়াকলাপে তারা আরও কী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে ? _____

_____

_____

_____

১৩। কেন কিশোরদের জন্য অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলার মধ্যে পার্থক্য দেখা গুরুত্বপূর্ণ? তৃতীয় অনুচিন্তনে সৃষ্ট আলোচনাগুলো কীভাবে তাদের পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে তাদের প্রচেষ্টায় কিশোরদের সাহায্য করে বলে তুমি মনে কর? _____

_____

_____

_____

১৪। পাঠ-৩ এ কিশোররা ভাগ্যের ধারণা সম্পর্কে কী শিখছে? _____

_____

_____

_____

১৫। পাঠটি ভাগ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধরনের ভুল ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করে? _____

_____

_____

_____

১৬। কিশোরদের তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মূল্য এবং তাদের জীবনে ঐশ্বরিক সহায়তার শক্তি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে পালতোলা নৌকার রূপক উদাহরণটি কতটা কার্যকর? _____

_____

_____

_____

১৭। কোন উপায়ে পাঠ-৪ এর প্রথম অংশ কিশোরদের প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

১৮। মানুষ যেভাবে এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে সে সম্পর্কে পাঠটি কী বলে? _____

_____

_____

_____

১৯। যুক্তিটি পাঠের সম্মুখে রাখা হয়েছে যে বিজ্ঞান সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই যুক্তিতর্ক দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে? ____

_____

_____

_____

২০। পাঠ-৪ এ উদ্ধৃত বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, "ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস্তবতার এই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন বা জমা করেছেন।" তরুণদের মধ্যে বাস্তবতার এই ভালোবাসা লালন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? _____

_____

_____

_____

২১। কিশোরদের জন্য পর্যবেক্ষণের শক্তি কীভাবে বর্ণনা করা হয়? _____

_____

_____

_____

২২। পাঠ-৪ এ দেওয়া উদাহরণটি কীভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিকার প্রশংসা করতে কিশোরদের সহায়তা করে? _____

_____

_____

_____

২৩। পাঠটি কি বোঝায় যে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ব্যবহার করতে পারে? কেন তুমি মনে কর যে তৃতীয় অনুচিন্তনে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলো, যা তাদের এই শক্তি প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করে, সমস্ত কিছুই মানুষের উচ্চতর প্রকৃতির উপর মনোনিবেশ করে? _____

_____

_____

_____

২৪। চতুর্থ অনুচিন্তনে দেওয়া উদাহরণগুলো বোঝায় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবহার করা যায় না। তারা কীভাবে কিশোরদের এই নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

২৫। পাঠ-৫ এবং ৬ এ ব্যবহৃত বিভিন্ন উদাহরণ কীভাবে-কিশোরদের প্রজাতির বিবর্তনের খুব জটিল তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করে? _____

_____

_____

_____

২৬। এই বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় মানব আত্মার অবয়বকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? _____

_____

_____

_____

২৭। পাঠ-৬ এ অ্যানিমেটর নাটালিয়া পেট্রোভনা গল্পের কিশোর দলকে 'আব্দুল-বাহার লেখনী থেকে দুটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনায় এবং তারপর তাদের অধ্যয়ন করতে এবং বুঝতে সাহায্য করে। সে কীভাবে তা করে তার কোন ইঙ্গিত নেই। উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তুমি কীভাবে উপস্থাপন করবে? _____

_____

_____

_____

২৮। পাঠ ৭-এর প্রথম অংশে বর্ণিত মানব আত্মার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কী? ? _____

_____

_____

_____

২৯। কীভাবে চেতনার যে পাঠ সেটির প্রথম অনুচিন্তন কীভাবে শুরু করা হয়? অনুচিন্তনের দুটি অনুশীলনী কিশোরদের জীবনের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক? _____

_____

_____

_____

৩০। কীভাবে মানুষের মনের শক্তি উচ্চতর প্রকৃতির একটি বাহক হতে পারে? বৈপরীত্যের উপস্থাপনা যেমনটি দ্বিতীয় অনুচিন্তনে করা হয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালিত করার গুরুত্ব বোঝানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর উপায় ?

_____

_____

_____

৩১। বিশ্বাসের চেতনা বলতে কি বুঝায়? _____

_____

_____

_____

৩২। পাঠ-৭ এর শেষ দুটি অনুচিন্তন কীভাবে কিশোরদের তাদের জীবনে বিশ্বাসের চেতনাকে দেখতে সাহায্য করে? ____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ২৩

*বিশ্বাসের চেতনা* পাঠের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যের নীতি। মানবজাতির জীবনের জন্য এই নীতির প্রভাব গভীর এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত এর ক্রিয়াকলাপের অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। অবশ্যই,

বিজ্ঞান এবং ধর্মের কিছু মতামত রয়েছে যেগুলোকে সরাসরি দ্বন্দ্বে না রেখে স্পষ্টতই তাদের মধ্যে একটি সম্প্রীতিময় সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না—উদাহরণস্বরূপ, আজ ধর্মের যে দাবি উহা দ্বারা যা কিছু রহস্যের সমাধান করা হয় তা শেষ পর্যন্ত হবে। বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় যখন এটা অগ্রসর হয় বা বিপরীতভাবে এই বিশ্বাস যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শাস্ত্র পড়ার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে পারে কারণ এটা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে না গিয়ে আমরা সহজেই দেখতে পারি যে, উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের একটি উৎস অন্যটির অধীনস্থ করা হয়েছে, যা খুব কমই সত্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু, এই ধরনের মতামত প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রেও, আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা কীভাবে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে একে অপরের পরিপূরক কল্পনা করি। এরই আলোকে, তোমার বিবেচনার জন্য নীচের বিবৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এটা পড় এবং তারপরে নিম্নে প্রদত্ত অনুশীলনগুলো সম্পূর্ণ কর।

*একটি সম্ভাবনা হল তর্ক করা যে বিজ্ঞান এবং ধর্মে নিহিত সত্যগুলো অভিজ্ঞতার দুটি পৃথক এবং পারস্পরিক একচেটিয়া ক্ষেত্রকে আবর্তন করে। বিজ্ঞান বস্তুগত মহাবিশ্বকে অধ্যয়ন করে যেখানে শুধু প্রকৃতির বিষয়টিই নয় বরং মানব সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান এবং মিথস্ক্রিয়াগুলোর সাথে সম্পর্কিত কিছু ঘটনাও অধ্যয়ন করে। এটা যে জ্ঞান সৃষ্টি করে তা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তি হয়ে ওঠে এবং প্রযুক্তি মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বা এর ক্ষতির জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক না কেন, বিজ্ঞানের নিজেরই সীমিত ক্ষমতা রয়েছে যে তার পণ্যগুলো কী ব্যবহার করা উচিত তা নির্ধারণ করার। ধর্ম এর বিপরীতে মানুষের অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রার সাথে সম্পর্কিত। এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জীবনের উপর আলোকপাত করা, অনুপ্রেরণার শিকড়গুলোকে স্পর্শ করা এবং মানুষের আচরণকে পরিচালিত করার জন্য একটি নৈতিক নীতিমালা তৈরি করা। সভ্যতার প্রক্রিয়া জ্ঞানের উভয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল: যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি তার নিজস্ব প্রতিভার গোলকের মধ্যে থাকে, তাদের সংঘর্ষে আসার কোন কারণ নেই।*

*বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈধ, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা প্রয়োগের স্তরে বিদ্যমান। শেষ পর্যন্ত, এই পদ্ধতিতে, বিজ্ঞান এবং ধর্মকে আলাদা করা হয় এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে চলার অনুমতি দেওয়া হয় এবং যা গুরুত্ব পায় তা হল প্রযুক্তি এবং নৈতিকতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া। কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের এই জাতীয় বিশ্লেষণ শীঘ্রই ওইসবের শেষ সীমাতে পৌঁছে যায়। কারণ বাস্তবে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা তারা উভয়েই বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। যদিও এটা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত কম লক্ষণীয়, এটা মানুষ এবং সমাজের অধ্যয়নে স্পষ্ট। তদুপরি, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে যেভাবে তারা বাস্তবতার সাথে যোগাযোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, উভয়েরই সৃষ্টিতে শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস রয়েছে এবং বিশ্বাস করে যে, অন্তত কিছুটা হলেও, মানুষের মন এই আদেশটি বুঝতে সক্ষম। বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো মহাবিশ্বের কার্যকারিতা আবিষ্কারে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মেরও এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে হবে, কারণ এটা মানবজাতিকে একটি অগ্রসরমান সভ্যতায় অবদান রাখার জন্য পরিচালিত করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম এক নয়, তবে একে অপরের সাথে কথা বলতে, সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে, প্রভাবিত করতে এবং একে অপরের পরিপূরক হতে তাদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাই বিজ্ঞান ও ধর্মকে জ্ঞান ও অনুশীলনের দুটি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে দেখাটা যুক্তিসংগত।*

১। তারা যে প্রশ্নগুলো সম্বোধন করে এবং তারা যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে। উপর্যুক্ত বক্তব্যে বর্ণিত বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলো কল্পনা করে যা বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ই অন্বেষণ করে। এগুলোর মধ্যে মানুষের মনের ক্ষমতা, বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় যথা মানব প্রজাতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিকাশ। কীভাবে আলোচনার মধ্যে এই ধরনের বিষয়সমূহ ব্যবহার করে, *বিশ্বাসের চেতনা*-য় একই সময়ে বিজ্ঞানের বৈধতাকে সম্মান করে ধর্মের আলোকে বোঝার জন্য আলোকিত করার অনুমতি দেয়।

২। বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যের নীতিটি বোঝায় যে, উপযুক্ত হলো, শিক্ষামূলক উপকরণগুলো আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে একীভূত করতে পারে, অবশ্যই এমন একটি পদ্ধতিতে যা অতিমাত্রায় এড়িয়ে যায় এবং এটা এলোমেলো নয়। জ্ঞানের এই ধরনের একত্রীকরণের বোধগম্যতা বাড়ায় এবং মিথ্যা বিভেদ দূর করে। *বিশ্বাসের চেতনা* কীভাবে একত্রীকরণ এই স্তরটি অর্জন করে তা পরীক্ষা কর। তুমি পাঠ-৫ এবং ৬ এর অনুচিন্তন বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারবে।

৩। তুমি আবার *বিশ্বাসের চেতনা* পরীক্ষা করতে ইচ্ছা পোষণ কর এবং এটা নির্ধারণ করতে পার যে এটা কতটা নির্দিষ্ট মনোভাবের জন্ম দেয় যা সত্যের সন্ধানকারী এবং বাস্তবতার অনুসন্ধানকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। এই মনোভাবের এমন কিছু কি এবং কীভাবে কার্যকরভাবে শিক্ষামূলক উপাদান ওইসবের অন্বেষণ করে?

## পরিচ্ছেদ ২৪

কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে অধ্যয়ন করা পাঠ্যের বিষয়ে আমরা ইউনিট-৩ এ যে আলোচনা শুরু করেছি তা এখানেই শেষ করব। *নিশ্চয়তার সমীরণ* এবং *বিশ্বাসের চেতনা* সম্পর্কে আমরা যে বিশদ বিশ্লেষণগুলো করেছি তা একটি ইঙ্গিত দেয় যে কর্মসূচির প্রতিটি পাঠ্যের সাথে তোমাকে কতটা পরিচিতি অর্জন করতে হবে। বই-৫ থেকে শাখাভুক্ত কোর্সগুলোতে আমরা অন্যান্য পাঠ্যগুলোর অনুরূপ আলোচনায় প্রবেশ করব যা তোমাকে এই সংযোগে সহায়তা করবে; যাইহোক এই ধরনের অধ্যয়ন থেকে মুক্ত তোমার পাঠ্যগুলো পড়ার জন্য এবং তারা কীভাবে তাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে তা পরীক্ষা করার জন্য তোমার প্রয়োজনীয় সময় উৎসর্গ করা উচিত। অ্যানিমেটর হিসেবে পরিবেশন করা অন্যদের সাথে

অনুচিন্তনের পর্যায়ক্রমিক বৈঠকের উপাদান সম্পর্কে তোমার বোধগম্যতা আরও গভীর করার জন্য তোমার জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ কিছু সুযোগ প্রদান করবে। তুমি এবং তোমার সহকর্মী অ্যানিমেটররা এই ধরনের অনুষ্ঠানে ভাগাভাগি করা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুঁজে পাবে যেটি থেকে তা আহরণ করতে হবে। কারণ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা শুধু পারস্পরিক সমর্থন এবং সহায়তার একটি পরিবেশ তৈরির মধ্যে যেখানে শেখার প্রতিশ্রুতি তাদের প্রচেষ্টায় অন্যদের সাথে থাকার ইচ্ছার অভিব্যক্তিকে খুঁজে পায়। যাতে পাঠ্যগুলোর সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণরূপে অন্বেষণ করা যায় এবং অবশেষে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়ে উঠে।

## পরিচ্ছেদ ২৫

এই ইউনিটে আগে থেকেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শিক্ষা উপকরণ অধ্যয়নের পাশাপাশি কিশোররা সেবামূলক কার্যক্রম, খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ধরনের চারু ও কারুশিল্পের সাথে জড়িত থাকবে যেগুলো বিশেষ করে তাদের স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। এই বইয়ের দ্বিতীয় ইউনিটে তোমরা তরুণদের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বিবেচনা করার সুযোগ ছিল এবং তোমাকে বিশেষ করে এর কিছু ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। আজ সমাজের ক্রমবর্ধমান অবস্থার উপর জোর দেওয়া উচিত নয়। তবে এই সত্যিকে অস্পষ্ট করার অনুমতিও দেওয়া উচিত নয়। যেখানে প্রতিটি পরিবেশে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে প্রকাশের ক্ষমতা, সামাজিক প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করার এবং মানবজাতির সেবা করার ইচ্ছার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। সংবাদপত্রের নিম্নলিখিত নিবন্ধটি এমন একটি গল্প বলে যা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে কীভাবে গণমাধ্যম (মিডিয়া) উদাহরণস্বরূপ, সমাজের কল্যাণে প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে:

**কণ্ঠহীনদের কণ্ঠ**

পশ্চিম আফ্রিকার্য় ট্রানজিস্টার রেডিও এখনও সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলে।

গিনির বনাঞ্চলে নজারেকোরের (Nzérékoré) গ্রামীণ রেডিও স্টেশনের ছোট্ট স্টুডিওতে একটি মাইক্রোফোনের চারপাশে ঘিরে থাকা তিনজন যুব আলোচনা করছে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে।

মরিকো কাকে বলেছেন, "মেয়েদের স্কুলে যাওয়া উচিত, কারণ তারা একদিন মা হবে, এবং যদি তারা শিক্ষিত হয় তাহলে তাদের নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করবে এবং তাদের আরও ভালোভাবে দেখাশোনা করতে সক্ষম হবে। যখন তুমি একটি মেয়েকে শিক্ষিত কর, তাহলে তা যেন তুমি একটি পুরো জাতিকে শিক্ষিত করার ন্যায়।" উক্ত অনুষ্ঠানের অথিতিসেবক ষোল বছর বয়সী ল্যান্সি টুরে এ বিষয়টিকে জোর দিয়ে সম্মতি দেন এবং আরো যোগ করে বলল, তার বাবা-মা চান যে, সে মাঠে কাজ করার জন্য স্কুলের পড়ালেখা ত্যাগ করুক।

লাইবেরিয়া এবং আইভরি কোস্ট সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে সরাসরি তরুণদের সুস্পষ্ট, তর্কাতীত যুক্তি সম্প্রচার করা হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মাটির কুঁড়ে ঘরের ভেতরে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। গ্রামবাসীরা মাঠ বা বাজার থেকে ফিরে আসছে। রাতের খাবার রান্না করার সময় এবং রাতের জন্য প্রস্তুত করার সময় তারা সবাই রেডিও শোনে।

গিনির মতো দেশে—যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিরক্ষর, অনেক শিশুর স্কুলে প্রবেশাধিকার নেই এবং বিদ্যুৎ সুবিধা বেশ বিরল—জেনারেটর-চালিত গ্রামীণ এবং কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো যেন যোগাযোগের একমাত্র উপায় (লাইফলাইন)।

নজারেকোরের কর্মসূচিতে ডিরেক্টর গ্লোমা কামারা বলেছেন "রেডিও যেন এখানে জীবনের সবকিছু"। গ্রামীণ রেডিও স্টেশন, যা পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষায় এবং ফরাসি ভাষায় একটিতে সপ্তাহে ছয় দিন সম্প্রচার করে ১০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। তিন পরিবারের মধ্যে দুটি অঞ্চলটিতে একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে এবং যখন স্টেশনটি খুব ভোরে এবং সন্ধ্যায় সম্প্রচার করে তখন পুরো গ্রামের লোকজন তা শোনে।

কামারা যোগ করেন "তাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা কথা বলি, আমরা তাদের ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি সম্পর্কে জানি। আমরা তাদের বার্তা প্রেরণ করি, জন্ম ও মৃত্যু ঘোষণা করি, কৃষিকাজ এবং কৃষি সমস্যা এবং সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। আমরা যেন সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর নির্বিশেষে যেটিকে বলা যাবে কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর।"

স্থানীয় মাতৃভাষা পুলারের পনেরো বছর বয়সী যুবক মামাদু ম্যালিক বলছে, "আমি অনুষ্ঠানমালা শুনি কারণ শিশুরাই সেগুলো উপস্থাপন করে কারণ তারা আমার নিজের ভাষায় কথা বলে। যখন অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন আমার সব ভাই-বোনকে আমি ডেকে নিই এবং আমরা একসাথে শুনি। এর মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখি।"

কামারা বলেছেন, "অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের নেতারাও শুনছেন। আমাদের সংস্কৃতিতে শিশুদের অনুভূতি প্রায়শই শোনা হয় না, কিন্তু এখন প্রাপ্তবয়স্করা তাদের কথা শুনতে শুরু করেছে। শিশুরা তাদের পিতামাতাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। উদাহরণস্বরূপ....যদি একজন বাবা তার সন্তানকে আঘাত করেন, তার প্রতিবেশীরা এখন বলবে: "এমন আচরণ করো না, তুমি কি রেডিও শোন না?"

এই গল্পটি কেবল একটি অগণিত উপায়ের দিকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে তাদের সম্প্রদায়ের সেবার দিকে তরুণদের প্রতিভা এবং সক্ষমতার দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে। সঙ্গীত, গণমাধ্যম (মিডিয়া) এবং প্রযুক্তি বিশ্বের প্রতিটি অংশে তরুণদের জীবনকে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবিত করছে। একজন অ্যানিমেটর হিসেবে তোমাকে এই শক্তিশালী উপাদানগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি করতে কিশোরদেরকে নিযুক্ত করতে সহায়তা করতে শিখতে হবে। তোমার নিজের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা কর। নিম্নলিখিতগুলোর সাথে কাজ করার জন্য কিশোরদের জন্য কী ধরনের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে? তোমার দলে তোমার ধারণা নিয়ে আলোচনা কর এবং প্রদত্ত খালি জায়গাতে তোমার কিছু চিন্তাভাবনা লিখ।

সঙ্গীত: _____

_____

_____

_____

_____

_____

গণমাধ্যম (মিডিয়া): _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রযুক্তি: _____

_____

_____

_____

_____

_____

## পরিচ্ছেদ ২৬

কিশোরদের যদি তাদের নিজস্ব উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে ক্ষমতায়ন করতে হয় তাহলে তাদের শুধু একটি দল হিসেবে অর্থপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নেই শুধু নয় বরং তাদের সংগঠিতকরণের কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে হবে। সেবামূলক প্রকল্প এবং শিল্প ও নৈপুণ্য ছাড়াও, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এক বা অন্য পাঠের সমাপ্তি উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ সমাবেশ, যেখানে কিশোররা নাটকীয় উপস্থাপনা করে, গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে এবং বক্তৃতা দেয়। তুমি সর্বদা অন্যান্য অ্যানিমেটরদের সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী হবে কীভাবে তোমার তরুণ বন্ধুদের সাথে তুমি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এমন কার্যকলাপের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করতে পার। তাদের সেবার মাধ্যমে তাদের কিছু আদর্শ অনুশীলনে প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পার এবং তাদের আরও শক্তিশালী করতে পার উৎকর্ষ অর্জনের প্রচেষ্টার দিকে। তোমার সহকর্মী অ্যানিমেটরদের সাথে তোমাকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: তুমি কীভাবে কিশোরদের একটি সেবা প্রকল্প প্রস্তুত করতে এবং পরিচালনা করতে এবং এটা যেভাবে উদ্ভাসিত হয় তার ওপর অনুচিন্তন করতে সহায়তা করবে? তুমি কীভাবে কিশোরদের পাণ্ডুলিপি (স্ক্রিপ্ট) লিখতে এবং সাধারণ কিছু নাটক পরিবেশন করতে সাহায্য করবে? তুমি কীভাবে নিশ্চিত করবে যে শিশুসুলভ গেমগুলো শিল্প ও কারুশিল্পের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হবে না এবং তরুণদের "শিল্প, কারুশিল্প এবং বিজ্ঞান" এর সত্যিকারের উপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করা হয় যা "সত্তার বিশ্বকে উন্নীত করে এবং এর উত্থানের জন্য সহায়ক"?

যদিও কোনো একটি শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনায় প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নয়, তবে তোমার জন্য সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে এই জাতীয় কার্যকলাপ, সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হিসেবে এটার গুরুত্ব বহন করে। তাহলে, ইহার প্রকৃতির দ্বারা এটা একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। একটি কিশোর দলের একজন অ্যানিমেটর হিসেবে তোমার তরুণ বন্ধুদের তুমি উপযুক্ত শৈল্পিক সাধনা শনাক্ত করতে সহায়তা করার বিষয়ে যত্ন নিতে চাইবে, যেগুলো অসাবধানতাবশত মানদণ্ডগুলো চাপিয়ে দেয় না যা সূক্ষ্ম উপায়ে শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার সাথে বিরোধিতা করে যেখানে ইহা সংশ্লিষ্ট।

## পরিচ্ছেদ ২৭

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কিশোরদের একটি দল প্রায়শই এমন কয়েকজন ব্যক্তির সাথে শুরু হয় যারা একটি উপযুক্ত ভিত্তির চারপাশে তাদের বন্ধুদের সমাবেশ করার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এই তরুণরা অন্যদের যোগদানের জন্য উৎসাহিত করার সময় তারা অ্যানিমেটরের সাথে নিয়মিত দেখা করতে শুরু করবে। আশেপাশের বা গ্রামে কর্মরত বন্ধুদের সম্প্রসারিত নিউক্লিয়াসের সাহায্যে একটি দলের সদস্যপদ একত্রিত করা যেতে পারে। বিশেষ করে তাদের মধ্য থেকে একটু বেশী বয়সের যুবকরা যারা প্রথম কয়েকটি ইনস্টিটিউট কোর্সের অধ্যয়নে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বের কিছু অংশে দলগুলোর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার আগে একটি গ্রাম বা আশেপাশের তরুণ সদস্যদের ধারাবাহিক ইভেন্টে আমন্ত্রণ জানানোও একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রমাণ করেছে। আরেকটি হল একটি স্কুলের কর্মসূচিতে চালু করা। যখন স্কুলটি এমন ধারণার প্রতি গ্রহণযোগ্যতা দেখায়, তখন প্রাসঙ্গিক গ্রেডের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে এক বা একাধিক উপস্থাপনা সাধারণত বেশ কয়েকটি কিশোর দল হিসেবে পরিণত হয়। তারপর তারা একটি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ হিসেবে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে তা হোক স্কুল প্রাঙ্গণে বা অন্য যে কোনও জায়গাতে। যেখানে স্কুল উভয়ক্ষেত্রেই মূল্যবান স্বীকৃতি দেয় যে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতায়নে যথাক্রমে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে অবদান রাখাই কর্মসূচির কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

তোমার নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার পদ্ধতির কিছু দিক বর্ণনা কর এবং একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অ্যানিমেটর হিসেবে একটি কিশোর দল গঠনে সহায়তা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পার।

## পরিচ্ছেদ ২৮

একটি গতিশীল কিশোর দলকে চলমান রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হল পিতামাতার সাথে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। অ্যানিমেটরদের দল গঠনের আগে বা পরে শীঘ্রই বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে হবে এবং তাদেরকে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের নিয়মিতভাবে প্রতিটি পরিবারকে পরিদর্শন করা উচিত। এছাড়া এর সদস্যদের সাথে কিশোরদের আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা, ধারণা এবং পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত যা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের বিষয়গুলোর জন্য কর্মসূচিকে আকার দেয় বই-২ এর তৃতীয় ইউনিটে বর্ণিত হয়েছে, তবে আরও বিশদভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে। এখানে এই ধরনের পরিদর্শন পিতামাতার সাথে তাদের পুত্র ও কন্যাদের মঙ্গল এবং অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শ করার সুযোগও দিতে পারে। প্রায়ই বই-২ এ প্রস্তাবিত হিসেবে অ্যানিমেটররা পিতামাতাদের কর্মসূচিতে অধ্যয়ন করা পাঠ্যগুলোর মধ্যে একটি বা দুটিকে দেখাবে যাতে তারা দেখতে পারে যে তাদের সন্তানসন্ততিগণ কী শিখছে। যদিও প্রত্যেক অ্যানিমেটরকে অনেক মাস ধরে বাবা-মায়ের সাথে বন্ধুত্বের এই ধরনের বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, তবে প্রথম কয়েকটি পরিদর্শনে তার সাথে আরও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকতে পারে সঙ্গদানে।

পিতামাতার সাথে চলমান কথোপকথনের ভিত্তি তৈরি করে এমন ধারণাগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে বই-২ এর তৃতীয় ইউনিটের পরিচ্ছেদ-১৪ এ ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে তরুণদের তারপর এই কোর্সের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে তোমার গ্রাম বা আশেপাশে কিশোরদের পরিবার পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা কর। এই বইটি সম্পর্কে তোমার অধ্যয়ন থেকে কোন অতিরিক্ত ধারণাগুলো এই ধরনের পরিদর্শনের সময় কথোপকথনকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

# পরিচ্ছেদ ২৯

একজন অ্যানিমেটর শুরুতে কিশোরদের মধ্যে যে কথোপকথন শুরু করে তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এটা অপরিহার্য যে, প্রথম তিন বা চারটি বৈঠকে সদস্যরা দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা করে এবং কয়েকটি লক্ষ্য চিহ্নিত করে যা তারা সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করতে চায়। তারা যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে চায় তার প্রকৃতি সম্পর্কেও তাদের কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত। এই সভাগুলোতে সম্বোধন করা বিষয়গুলো এক দল থেকে অন্য দলের আলাদা হতে পারে। তবুও কিছু নির্দিষ্ট ধারণা আছে, যেমন "উৎকর্ষতা" এবং "সেবা", যা এই ধরনের সমস্ত সভাতে জোর দেওয়া উচিত। নীচের আলোচ্য বিষয় (পয়েন্টগুলো) তোমাকে সাহায্য করতে পারে, তারপর তুমি যে দল গঠন করতে সাহায্য কর সেখানকার সদস্যদের সাথে তোমার প্রথম কয়েকটি কথোপকথন সংগঠিত করতে। এই কোর্সে তোমার সহকর্মী অংশগ্রহণকারীদের সাথে তোমাদের প্রত্যেককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অন্বেষণ করা উচিত এবং তুমি শীঘ্রই যে কিশোরদের সাথে জড়িত হওয়ার আশা করছ তাদের সাথে তুমি কীভাবে আলোচনায় যাবে সে সম্পর্কে তোমার কিছু প্রাথমিক চিন্তাভাবনা লিখ।

- অনেক অ্যানিমেটররা কিশোরদের দলটিকে এমন একটি জায়গা হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করা সহায়ক বলে মনে কর যেখানে তারা আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তারা ব্যাখ্যা করে, আমাদের এমন গুণাবলি বিকাশ করতে হবে যা আমাদের উচ্চ প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত যেমন প্রেম, উদারতা, সততা এবং বিনম্রতা। বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য আমাদের জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে যা আমাদের জীবন এবং অন্যদের জীবনকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। "প্রত্যেক প্রভাত যেন আগের দিনের চেয়ে অধিকতর ভাল হোক এবং প্রতিটি আগামীকাল যেন গতকালের চেয়ে সমৃদ্ধ হোক" এর মতো উদ্ধৃতিগুলোকে অনুচিন্তন করা এবং তাদের স্মৃতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা প্রায়শই উৎকর্ষতার ধারণাকে বোঝার জন্য কার্যকর।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্টতা অর্জনের পর এর সদস্যদের অ্যানিমেটর দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাহায্য করা যেতে পারে যে কোন নির্দিষ্ট কার্যকলাপগুলো—আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের—তারা উৎকর্ষতার অন্বেষণ করতে চাই।

_____

_____

_____

_____

_____

- বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নটি চিন্তার ধরণগুলোর সাথে এত সংযুক্ত তাই কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কিশোরদের সাথে এই বিষয়ে কথোপকথন, এটা সাধারণত ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট যে, উচ্চতর এবং

উচ্চ স্তরের উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য, আমাদের প্রকাশের সক্ষমতা বিকাশ করতে হবে। আমরা যা পড়েছি তার অর্থ আমাদের পড়তে এবং বুঝতে সক্ষম হওয়া উচিত; আমাদের চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শেখা উচিত। এই প্রেক্ষাপটে অ্যানিমেটররা প্রায়শই কিশোরদের যে পাঠ্যগুলো অধ্যয়ন করবে তা উপস্থাপন করা কার্যকর বলে মনে করে, যার মধ্যে কিছু তুমি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই ইউনিটের আগে পরীক্ষা করেছ।

- কিশোরদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচিতে লেখনীগুলো থেকে অনুচ্ছেদগুলো মুখস্থ করাকে অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মুখস্থ করার প্রশ্নটি তাহলে দলের প্রাথমিক সভাগুলোর একটিতে কথোপকথনের বিষয় হওয়া দরকার। অ্যানিমেটরদের উচিত তাদের তরুণ বন্ধুদের ঈশ্বরের বাণীর অনন্য শক্তি এবং তাদের জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করা যখন তারা উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করে। এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে তারা হৃদয় দিয়ে লেখনী থেকে অনেক অনুচ্ছেদ জানার সুবিধা গ্রহণ করবে।

- অ্যানিমেটরদের জন্য প্রথম কয়েকটি সভায় জোর দেওয়া দরকারি যে, দলের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য, এর সদস্যদের বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে হবে এবং বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর ঐক্য অর্জন করতে হবে। অ্যানিমেটররা প্রায়শই কিশোরদের লেখনী থেকে উদ্ধৃতির আলোকে বন্ধুত্ব, ঐক্য এবং সম্প্রীতির বিষয়গুলো অন্বেষণ করতে সহায়তা করা ফলপ্রসূ বলে মনে করে, যা তাদের স্মৃতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

- বন্ধুত্ব এবং ঐক্যের বিষয়গুলো উপর আলোচনাগুলো কীভাবে দলের সদস্যরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে সে সম্পর্কে কথোপকথনের জন্য একটি স্বাভাবিক সূচনা বক্তব্য প্রদান করতে পারে। তারা একে অপরের কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে; যে তারা সর্বদা একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করবে, এমনকি তাদের একজনের ধারণা প্রকাশ করতে অসুবিধা হলেও তারা কখনই তাকে ছোট করবে না যে তাদের মধ্যে যে কোনো কেউ যা কিছু ভাগাভাগি করতে চাইবে—এইগুলো এমন কিছু উপসংহারের উদাহরণ যা তারা এই জাতীয় কথোপকথনের মাধ্যমে একটি দল হিসেবে একসাথে সংগ্রহ করতে পারে।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- দলের প্রথম দিকের সভাগুলোর একটিতে নেওয়ার জন্য সেবা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিশোরদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, মানুষ হিসেবে আমরা সবাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আমরা সবাই একটি মানব পরিবারের সদস্য এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি আমাদের চারপাশের লোকদের কাছ থেকে সহায়তা না পাই তবে এটা কেমন হবে তা কল্পনা করা কখনও কখনও কিশোরদের সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে পারে।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- সেবাদানের বিষয়ে আলোচনা অর্থাৎ অন্যদের সেবা করার জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টার প্রশ্নের বাইরে যেতে হবে এবং কিশোররা একটি দল হিসেবে কী করতে পারে তা বিবেচনা করতে হবে। অবশ্যই, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলো সহজে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যগুলোর সাথে একটি স্বল্প সময়ের হয়। এইভাবে, তাদের সম্মিলিত সক্ষমতার উপর তারা আস্থা অর্জন করবে এবং একসাথে কাজ করতে শিখবে, তাদের জন্য আরও টেকসই সেবা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে। শুরু থেকেই, অ্যানিমেটরদের উচিত যুবসমাজকে এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করার জন্য পরিচালিত করা যাতে তাদের সম্প্রদায়ের জীবন সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং কীভাবে তারা এর উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। সম্প্রদায় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ বিবৃতি দিতে তাদের প্রয়োজন এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা তাদের এই সংযোগে সহায়তা করবে। এইভাবে, তারা এমন একটি সেবার কাজ দিয়ে শুরু করতে পারে যতটা সহজ সম্প্রদায়ের একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হতে পারে—উদাহরণস্বরূপ, গাছ লাগানো যাতে তাদের উপযুক্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করতে হবে, তাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে হবে বন্ধু এবং পিতামাতা ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা করা। স্বাভাবিকভাবেই দলের প্রথম কয়েকটি বৈঠকের সময় কার্যকর সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দক্ষতা এবং যোগ্যতার পাশাপাশি মনোভাব এবং গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- স্বাস্থ্যকর বিনোদন বিশেষ করে খেলাধুলা অন্য একটি বিষয় যা একটি কিশোর দলের প্রথম বৈঠকের সময় সম্বোধন করা উচিত। আবারও, এর সাথে জড়িত ধারণা এবং সমস্যাগুলোর একটি পরীক্ষা ছাড়াও, অ্যানিমেটররা দলটিকে তার সভা চলাকালীন বা বিশেষ অনুষ্ঠানে করা যেতে পারে এমন বিনোদনমূলক কার্যকলাপগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করতে চাইবে। এই বিষয়ে একটি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন: তীব্র শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হল কিশোরদের শক্তির একটি স্বাভাবিক প্রকাশ। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করেছে যে একটি দলে খেলাধুলার উপর শৈল্পিক কার্যকলাপকে সমর্থন করার জন্য, নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া শুরু করে, যেখানে কিছু যুব শেষ পর্যন্ত তাদের অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক বোধ করে।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

উপরে উপস্থাপিত সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, অ্যানিমেটররা অভিজ্ঞতা অর্জন করার সাথে সাথে তারা কিশোরদের এমন ক্রিয়াকলাপগুলো তৈরি করতে এবং পরিচালনা করতে আরও ভালোভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হয় যা একে অপরের ক্রিয়াকলাপের পরিপূরক করা হয় যা তাদের অন্তর্দৃষ্টিগুলোর একটি বাস্তব প্রকাশ। বিভিন্ন পাঠের অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত উচ্চ আদর্শকে তারা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট।

## পরিচ্ছেদ ৩০

এই বইয়ের প্রথম দুটি ইউনিটে আমাদের আলোচনা থেকে যা প্রাথমিকভাবে ধারণাগত প্রকৃতি ছিল তা হচ্ছে, অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করার জন্য তোমার প্রস্তুতিগুলোও এই ইউনিটে কিছু ব্যবহারিক মাত্রায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তুমি এই সেবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সাথে সাথে এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো তোমাকে অনুচিন্তনের জন্য ধারণা প্রদান করতে থাকবে। অনেক অ্যানিমেটর পূর্ববর্তী অংশের আলোচ্য বিষয়কে (পয়েন্টগুলোকে) বিশেষভাবে উপযোগী বলে মনে করে এবং তাদের বার বার তা উল্লেখ করে একটি ডায়েরিতে (নোটবুক) যেন লিখে রাখে। যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের সহকর্মী অ্যানিমেটরদের সাথে আলোচনার গতিবিধি তারা উল্লেখ করে রাখে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তুমি এখন যে প্রচেষ্টা শুরু করতে চলেছ সেটির প্রভাবগুলো অনুচিন্তন করে তুমি এই ইউনিটটি শেষ করবে। বিশ্বব্যাপী যুবকদের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের পরামর্শগুলো যারা এই সেবার পথে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রযোজ্য:

"আশ্চর্যের কিছু নেই, এটা তোমার সমবয়সীদের দল যারা কিশোরদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করছে এবং শিশুদেরও তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে তাদের মধ্যে সম্মিলিত সেবা এবং সত্যিকারের বন্ধুত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। সর্বোপরি, বিশ্ব সম্পর্কে সচেতনতা যা এই তরুণ আত্মাদের মাঝে উত্তরণ ঘটাতে হবে, এর অসুবিধাগুলো এবং এর সুযোগগুলোর সাথে তুমি সহজেই আধ্যাত্মিক শক্তিশালীকরণ এবং সচেতনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে যে বাহা'উল্লাহ এর অভ্যন্তরীণ জীবন এবং বাহ্যিক অবস্থা উভয়কেই পরিবর্তন করতে এসেছেন। তুমি মানবজাতির চরিত্রগুলোকে পরিমার্জিত করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করছ, তুমি তাদের মত প্রকাশের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করছ, সেইসাথে একটি শক্তিশালী নৈতিকতাকে সক্রিয় করতে তাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে দেওয়ার সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করছ। এটা করার মাধ্যমে তুমি বাহা'উল্লাহর আদেশ পালন করার সাথে সাথে তোমার নিজের উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে: 'কথা দ্বারা নয়, কর্ম দ্বারাই হোক তোমার নিজেকে সজ্জিতকরণের ভূষণ।"[৫২]

## REFERENCES


1. From a letter dated 11 June 2006 written on behalf of the Universal House of Justice to an individual, in *Social Action: A Compilation Prepared by the Research Department of the Universal House of Justice* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2020), no. 117, p. 62.

2. From a letter dated 19 July 2006 written on behalf of the Universal House of Justice to two individuals.

3. From a letter dated 17 April 1936 written on behalf of Shoghi Effendi to an individual, published in *Directives from the Guardian* (New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 1973), p. 84.

4. 'Abdu'l-Bahá, in the compilation *Social Action*, no. 190, pp. 112–13.

5. From a talk given on 20 September 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), par. 9, p. 471.

6. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 4 May 1912, ibid., par. 9, p. 125.

7. Report of 'Abdu'l-Bahá's words as cited by J. E. Esslemont, *Bahá'u'lláh and the New Era: An Introduction to the Bahá'í Faith* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2017 printing), p. 101.

8. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 4 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 7, p. 123.

9. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 26 May 1912, ibid., par. 1, p. 204.

10. 'Abdu'l-Bahá, in *Some Answered Questions* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2014, 2016 printing), no. 84.2, p. 440.

11. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1915, 1940 printing), vol. 2, p. 276. (authorized translation)

12. *Khitábát: Talks of 'Abdu'l-Bahá* (Hofheim-Langenhain: Bahá'í-Verlag, 1984), pp. 131–32. (authorized translation)

13. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 4 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 8, p. 124.

14. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 230.1, p. 428.

15. From a talk given on 10 November 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2016 printing), no. 29.41, p. 113.

16. *Abdul Baha on Divine Philosophy* (Boston: The Tudor Press, 1918), p. 30.

17. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 24.1, pp. 78–79.

18. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1909, 1930 printing), vol. 1, p. 63. (authorized translation)

19. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 155.4, p. 253.

20. 'Abdu'l-Bahá, *The Secret of Divine Civilization* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2007, 2016 printing), par. 118, p. 83.

21. *The Tabernacle of Unity: Bahá'u'lláh's Responses to Mánikchí Ṣáḥib and Other Writings* (Haifa: Bahá'í World Centre, 2006), no. 1.11, pp. 7–8.

22. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 27 October 1911, published in *Paris Talks*, no. 12.8, p. 42.

23. *Tablets of Abdul-Baha Abbas*, vol. 1, pp. 71–72.

24. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 97.1, pp. 177–78.

25. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 6.40, p. 72.

26. *The Proclamation of Bahá'u'lláh to the Kings and Leaders of the World* (Haifa: Bahá'í World Centre, 1967, 1978 printing), p. 78.

27. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 1983, 2017 printing), XLIII, par. 2, p. 104.

28. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 3 December 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 3, pp. 648–49.

29. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 9.20, p. 143.

30. Ibid., no. 11.28, p. 172.

31. *Tablets of Abdul-Baha Abbas*, vol. 1, p. 31. (authorized translation)

32. Ibid., p. 194. (authorized translation)

33. Bahá'u'lláh, *Epistle to the Son of the Wolf* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2016 printing), p. 12.

34. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 11.27, p. 172.

35. Ibid., no. 11.30, pp. 172–73.

36. Ibid., no. 13.15, p. 199.

37. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XVIII, par. 1, p. 47.

38. *Prayers and Meditations by Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1987, 2008 printing), XXXII, p. 41.

39. *The Tabernacle of Unity*, no. 1.2, p. 4.

40. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 3, p. 130.

41. *Prayers and Meditations*, CXIII, p. 191.

42. Bahá'u'lláh, in *Bahá'í Prayers: A Selection of Prayers Revealed by Bahá'u'lláh, the Báb, and 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2002, 2017 printing), pp. 181–82.

43. *Prayers and Meditations*, CLXXVIII, p. 299.

44. Ibid., LXXIX, pp. 131–32.

45. Bahá'u'lláh, in *Bahá'í Prayers*, pp. 219–20.

46. 'Abdu'l-Bahá, ibid., pp. 243–44.

47. Ibid., p. 28.

48. Bahá'u'lláh, ibid., p. 183.

49. The Báb, ibid., p. 186.

50. 'Abdu'l-Bahá, ibid., p. 197.

51. *Prayers and Meditations*, XCI, pp. 154–55.

52. From a message dated 1 July 2013 written to the participants in the forthcoming 114 youth conferences throughout the world, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 27.4, p. 176.